দলিতা-ফণিনী।

(নাটিকা।)

মিনার্ভা থিয়েটারে প্রথম অভিনীত।

নির্ম্মলা, মজা, থিয়েটার, কাজের খতম, চাবুক, শ্রীকৃষ্ণ
ফটিক-জল প্রভৃতি পুস্তক প্রণেতা
শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রণীত।

কলিকাতা,
৩৮।২নং ভবানীচরণ দত্তের ষ্ট্রীট, 'বঙ্গবাসী-ইলেক্‌ট্রো-মেসিন-যন্ত্রে
শ্রীনটবর চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সন ১৩১৫ সাল।

মূল্য ॥০ আট আনা।

প্রকাশকের নিবেদন।

বঙ্গের প্রথিতযশা অভিনেতা ও নাট্যকার শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় প্রণীত এই 'দলিতা-ফণিনী' নাটিকা কিরূপ মহাসমারোহে কলিকাতার প্রসিদ্ধ রঙ্গালয় "মিনার্ভা থিয়েটারে" অভিনীত হইয়াছিল এবং এখনও হইয়া থাকে, তাহা নাট্যামোদী ব্যক্তিবৃন্দের মধ্যে কাহারও অবিদিত নাই। অমর বাবু এ-হেন 'দলিতা-ফণিনী' নাটিকা বিনা-স্বার্থে আমাদিগকে একটা সংস্করণ ছাপাইয়া প্রচার করিবার অনুমতি দিয়াছেন। অমর বাবুর এই নিঃস্বার্থ ভালবাসার জন্য আমরা তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ। অমর বাবুর এই ঔদার্য্য আমরা কখনও ভুলিব না। ভগবানের নিকট প্রার্থনা, নাট্যজগতে অমর বাবুর উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হইতে থাকুক। ইতি

প্রকাশক।

উৎসর্গ-পত্র।

সুপ্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক—বন্ধুবৎসল—সরলহৃদয়

শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়

শ্রীচরণকমলেষু

পূজনীয় যোগেন দাদা!—সেই একদিন—আর এই একদিন!—

সেই দিন—যে দিন ভগ্নস্বাস্থ্য উদ্ধারমানসে পশ্চিমাঞ্চলে শুভযাত্রা করিয়াছিলাম,—আপনি স্বভাবসুলভ স্নেহগুণে আমার সমভিব্যাহারী হইয়াছিলেন,—সেই দিন স্মরণ করিয়া আজ আপনাকে অভিবাদন করি। দীর্ঘ প্রবাসবাসে আপনার ন্যায় বন্ধুকে পাইয়া আমার দিনগুলি বড় সুখে অতিবাহিত হইয়াছিল। মন কাহারও চুপ করিয়া থাকিবার নয়,—একটা কাজ চাই।—আপনাকে আমি একটি গল্প বলিতে অনুরোধ করি। আপনি আপনারই একটি গল্প আমাকে শুনাইলেন তৎক্ষণের সেই শুভগল্প।—কে জানিত, সেই ক্ষুদ্র গল্পের ক্ষুদ্র একটি বীজ লইয়া, আমি একটি পত্রপল্লবশোভিত, ফুলফলপূরিত, একটি কল্পবৃক্ষের কল্পনা করিতে পারিব! কে জানিত, তাহা হইতে এই রঙ্গরসভরা, জনমনোহরা, প্রেমনাটিকার উদ্ভব হইবে! কে ভ্রমেও মনে ভাবিয়াছিল,—তাহা রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইয়া সহস্র সহস্র দর্শক ও শ্রোতার চক্ষু কর্ণের তৃপ্তিসাধন করিবে!—কল্পতরুর কৃপায় তাহাও হইল। আপনার সহিত আমার পবিত্র স্মৃতি চির-জীবন জড়িত আছে ও থাকিবে। তাই

আজ প্রীতিপূর্ণ হৃদয়ে, কৃতজ্ঞচিত্তে, আমার বড় সাধের এই আলেখ্য খানি আপনাকে উপহার দিলাম। আপনার সামগ্রী আপনি গ্রহণ করুন, এই আমার অনুরোধ। আশা করি, আপনি স্নেহভরে ইহা তুলিয়া লইবেন এবং প্রবাসবাসের সেই মধুর মিলন দিন স্মরণ করিয়া আমায় স্নেহময় ক্রোড়ে স্থান দিবেন।

কলিকাতা,
১৩১৫ সাল, ৩রা জ্যৈষ্ঠ।

স্নেহপ্রার্থী
শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ দত্ত।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষগণ।

বিশ্বনাথ রাও	বোম্বাইয়ের জনৈক ধনাঢ্য ব্যক্তি।
নরেন্দ্রনাথ	কলিকাতার জনৈক ধনবান্ যুবক।
সোরাবজী	জনৈক পার্শী (হোটেলের ম্যানেজার)।
মোহন	বিশ্বনাথের প্রিয় ভৃত্য।

স্ত্রীগণ।

রমাবাই	বিশ্বনাথের স্ত্রী।
বিলাসবতী	জনৈক স্বাধীনা রমণী।
মোহিনী	রমাবাইয়ের প্রিয় পরিচারিকা।

নাবিকগণ, দস্যুগণ, পার্শীবালকগণ, সহচরীগণ, পার্শী, মহারাষ্ট্রীয়, ইহুদী, গুজরাটী প্রভৃতি রমণীগণ।

ললিতা-ফণিনী।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

স্থান—বোম্বাই নগর, চৌপাটি—সমুদ্রতীর।

পার্শী, মহারাষ্ট্রীয়, ইহুদি এবং গুজরাটী স্ত্রীলোকগণের গীত।

(ছোট ছোট ফ্যান্সি ফুলের তোড়া হাতে লইয়া।)

এমন মুলুক আর পাবে না, দুনিয়া ঢুঁড়ে দেখ ঘুরে।
এস প্রাণ ঠাণ্ডা হবে আপদ বালাই যাবে দূরে।
এদেশে নাইক শীতের লেশ, নরম নরম গরম পাবে বেশ,
টাট্‌কা জলে খট্‌কা যাবে, তাজা হবে শেষ;
মন মজান'—প্রাণ মাতান'—মিষ্টি হাওয়া—ঝুর ঝুরে॥
ঘরের কোলে লহর তুলে, সাগর চলে দুলে দুলে,
সাঁঝ সকালে এলে কূলে—সব যাবে ভুলে;
টুক্‌টুকে আম, ছুঁলেই আরাম,—নেশায় পরাণ চুরচুরে॥

[গীতান্তে সকলের প্রস্থান।]

(নরেন্দ্র ও সোরাবজীর প্রবেশ।)

সোরা। আরে সাব, আপ বাঙ্‌লা বোলি কহিয়ে! হিন্দু-স্থানী আংরেজী বাৎ মাৎ বোল্‌না। আমি বাঙ্গালা কথা খুব ভাল বুঝি—বাঙ্গালীর মতন—বাঙ্গলা কথা কইতে পারি। অনেক দিন আপনাদের মুলুকে ছিলুম।

নরেন্দ্র। ভাল ভাল, তোমার নাম কি সাহেব?

সোরা। মেরা নাম সোরাবজী।

নরেন্দ্র। এখানে কি কর?

সোরা। ম্যাক্‌ডোনাল্ সাহেবের হোটেলের ম্যানেজার আমি। আপ্‌কো তো বহুত বড়িয়া বাবু দেখ্‌তা। হুজুরকা মোকাম খাস কলকেত্তা?

নরেন্দ্র। এই রকম তো বোধ হয়।

সোরা। আপ্‌কা নাম ক্যা বাবু সাব্?

নরেন্দ্র। নরেন্দ্রনাথ মিত্র। সোরাবজী সাহেব! এতটা পাতি পাতি ক'রে—আছুড়ে পিছুড়ে খোঁজ খবরটা নিচ্ছ কেন বল দেখি? কিছু মতলব টতলব আছে নাকি?

সোরা। কেঁও—বাবুসাব্? আপ্‌কো ডর মালুম হোতা?

নরেন্দ্র। একটু আধটু হয় বৈ কি। বোম্বাই সহরে এই প্রথম পদার্পণ। এখানকার হাল-চাল লোকের রীতি-চরিত্র কিছুই জানি না। কে কি মতলবে আসে যায়, বুঝ্‌বো কি করে বল?

সোরা। আমি অতি সোজা কথায় আপনাকে বুঝিয়ে দিচ্ছি—যেসা পানিকা মাফিক্। হোটেলে আমায় কি ক'ত্তে হয়, জানেন? বোম্বাই সহরে জেণ্টেলম্যান গোছ লোক নামলেই, আমরা ষ্টেশন্

থেকে আলাপ-পরিচয় করতে সুরু করি। এখানে অনেক বড় বড় হোটেল আছে। সব আয়ণারই এজেণ্ট বুকে তকমা এঁটে ঘুরছে। কাজেই কম্‌পিটিসন বড় হার্ড হয়ে পড়েছে। যার বেশি মিষ্টি মুখ হয়—আদব কায়দা দুরস্ত হয়—চোস্ত রকম কথা বার্ত্তা কইতে জানে, সেই হোটেলের সাক্‌সেস্‌ফুল ম্যানেজার হয়। এই আপনি বোম্বাইয়ে এসেছেন, আপনার সঙ্গে এক রকম 'ইন্‌ট্রোডি-উষ্ট' তো হলুম, এই বার আপনাকে নিয়ে গিয়ে আমাদের হোটেলে তুল্‌বো। তোফা বেড্‌-চেম্বার, বড়িয়া বাথ্‌রুম—খাপ সুরৎ সাইড পারলার! ছোট হাজরী—মেজো হাজরী—বড় হাজরী; আর ডিনারে চাল্লিশ রকম ডিস্‌ পাবেন। বিলিয়ার্ড খেলুন—ক্রোকেট খেলুন—টেনিস্‌ খেলুন—সব রকম কম্‌ফার্ট মজুত। চার্জ্জ—টেন রূপিজ পার্‌ ডায়েম্‌!

নরেন্দ্র। তুমি বড় সাদা-সিদে লোক দেক্‌চি—একবারে অনেক কথা কয়ে ফেল্‌লে। আমি এই খানিকক্ষণ এখানে এসে পৌঁছিয়েছি—কোথায় যে থাক্‌বো তা এখনও ঠিক ক'র্‌তে পারিনি। যদি হোটেলেই থাকা স্থির হয়—তবে আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি—ম্যাক্‌ডোনেল সাহেবের হোটেলেই থাকবো।

সোরা। আপনি এখন কি তবে এই সমুদ্রতীরেই বেড়িয়ে বেড়াবেন?—আর মাদোয়ান লোকের পায়ের হাওয়া খেয়ে চোট ঠাণ্ডা ক'রবেন!

নরেন্দ্র। কি জান সোরাবজী সাহেব! আমরা প্রেমিক লোক। মাদোয়ান লোকের পায়ের হাওয়া খেয়ে আমরা তিন মাস কাটিয়ে দিতে পারি। তা তুমি এক টুক্‌রো রুটীর টোষ্ট দাও—আর না দাও। তোমাদের বোম্বাই সহর বড় মজিলা শেঙ্ক

দেখেছি। রাস্তায় বেরুলেই চাঁদের সারি দেখা যায়। চারি ধারেই যেন থবকে থবকে পদ্ম ফুল ফুটে রয়েছে। আমাদের দেশের মেয়েরা ও রকম রাস্তা-ঘাটে এমন ক'রে বেরুতে পারে না।

সোরা। আরে সাব্, বোম্বাই সহর বিলাতকা নমুনা। হিঁয়া জেনানা লোককা পর্দ্দা নেহি হ্যায়। আপকা জরু হামরা পাস্ আয়েগা, আর হামরা জরু আপকা পাশ আয়েগা। ইস্‌মে কুছ শুনা নেহি।

নরেন্দ্র। তা তোমার জরু আসে আসুক, তাতে আমার বড় ক্ষতি বৃদ্ধি নেই। কিন্তু আমার ত জরু নেই সাহেব, যে তোমার কাছে যাবে—আমি ব্যাচিলার। হ্যাঁ,—বল্‌তে পার—এখানে বিশ্বনাথ রাওর বাড়ী কোথায়?

সোরা। কেঁও সাব্! রাও সাবকো লেকে আপকা ক্যা জরুরত হ্যায়?

নরেন্দ্র। রাও সাহেবকে তুমি চেন?

সোরা। রাও সাব্‌কে বোম্বাই সহরে কে না চেনে? পাঁচ বরস্‌কা লেড়কাবি উন্‌কো পছন্তা। তাঁর মস্ত জহরতের কারবার—মহলক্ টাকা আয়।

নরেন্দ্র। রাও সাহেব আমার আত্মীয় রাজা পরেশনাথের বিশেষ পরিচিত। তিনি রাও সাহেবের নামে একখানি পত্র দিয়াছেন, আমি তাঁর বাড়ীতেই প্রথমে যাব। তুমি বাংলা দেশের রাজা পরেশনাথের নাম শুনেছ?

সোরা। হাজার দফে—লাকো দফে শুনা বাবু সাব্।

নরেন্দ্র। আমি তাঁর ভাতিজা। দেশভ্রমণে বেরিয়েছি। বোম্বাই সহর দেখ্‌বার বড় সাধ ছিল, তাই এখানে এসেছি।

গোরা। আরে বাবু সাব্, সব মাটী হো চুকা—সব মাটী হো চুকা।

নরেন্দ্র। কেন—কেন সাহেব?

গোরা। আমি আর সবাইকে ছেড়ে আপনার পিছু নিয়েছিলুম। ভেবেছিলুম—আপনাকে নিয়ে গিয়ে হোটেলে তুলতে পারলে, মাস খানেকের জন্য আরাম নেব। তা আপনি যে রাওসাবের বাড়ী গিয়ে উঠবেন, তা কি জানতুম?

নরেন্দ্র। তাই ত সাহেব আজকের রোজগারটাই তোমার মাটী হলো। আচ্ছা,—অনেক বকেছ, এই নোট খানা নাও। (নোট প্রদান।)

গোরা। মেনি থ্যাংস্ জেন্টেলম্যান—মেনি থ্যাংস্। তা সাহেব! আপনি রাও সাহেবের বাড়ীতেই থাকুন—আর যেখানেই থাকুন, বোম্বের সাইট সিইং করতে হবে তো? আমায় আপনার গাইড করবেন। আমি আপনার সব কাজে লাগবো। ভাল ভাল সব ক্লাশের লেডী আমার হাতে আছে। এ ক্লাস, বি ক্লাস, সি ক্লাস, যে ক্লাসের লেডী চান, আস্মানে উড়িয়ে এনে দিব।

নরেন্দ্র। বটে বটে। তবে তো সাহেব তুমি খুব বাহাদুর লোক দেখছি। হোটেলের ম্যানেজারী করতে হলে, বুঝি সব ক্লাসের লেডী হাতে রাখতে হয়?

গোরা। জরুর—নইলে সে হোটেল জমকায় না সাহেব—ফেল্ মারতেই হবে।

নরেন্দ্র। (স্বগতঃ) পথে আসতে আসতে দেবমন্দিরে যে অপূর্ব্ব দেবীপ্রতিমা দেখে এসেছি, যার মধুর কণ্ঠস্বর কোকিল-কাকলীর ন্যায় এখনও আমার মর্ম্মে ব'সে রয়েছে,

এই লোকটার দ্বারা তার কোন সন্ধান পেতে পারা যায় না কি? (প্রকাশ্যে) সোরাবজী! তোমায় নগদ এক শত টাকা দেব, একটা খবর এনে দিতে পার?

সোরা। ক্যা বলিয়ে—ক্যা বলিয়ে। শেরকা দুধ মাঙ্গো তো হামু আবি লিয়ানে সেকে।

নরেন্দ্র। সমুদ্রের ধারে আস্‌তে আস্‌তে নিকটস্থ দেবমন্দিরে আমি এক অলৌকিক সুন্দরী যুবতীকে দেখে এলুম্‌। রমণীর দেবস্তুতিপূর্ণ সঙ্গীতে মন্দির যেন সজীব হয়ে আমার চক্ষে নৃত্য কর্‌তে লাগলো। যুবতীর পরিধান সবুজ রঙের কাপড়, কাণে হীরার ইয়ারিং।

সোরা। বস্‌ সাহেব—আর বল্‌তে হবে না। সবুজ রঙের কাপড়—কাণে হীরার ইয়ারিং! আমি এখনি সন্ধান এনে দিচ্ছি। সবুজ রঙ্গের কাপড়—কাণে হীরার ইয়ারিং!—সবুজ রঙ্গের কাপড় কাণে হীরার ইয়ারিং (প্রস্থানোদ্যত)।

নরেন্দ্র। শোন শোন সাহেব। যদি তোমার ফিরে আস্‌তে দেরী হয়, আজ আর আমার সঙ্গে দেখা হবে না। আমি কাল সকালে ম্যাক্‌ডোনেল সাহেবের হোটেলে গিয়া তোমার সঙ্গে দেখা কর্‌বো।

সোরা। আমি দশ মিনিটের মধ্যে ফির্‌ব সাহেব। এসব কাজে আমি হোসেন খাঁর চেয়েও সুইফ্‌ট্‌ হাণ্ড। সবুজ রঙ্গের কাপড়, কাণে হীরার ইয়ারিং; সবুজ রঙ্গের কাপড় কাণে হীরার ইয়ারিং; সবুজ রঙ্গের কাপড়, কাণে হীরার ইয়ারিং।

[প্রস্থান।]

নরেন্দ্র। (স্বগতঃ) এত দেশ বেড়ালুম, এমন গোলোকধাঁধার ব্যাপারে তো কখন পড়ি নাই। বোম্বায়ে এসে একটা রাতও এখন কাটেনি, এরি মধ্যে একটা মেয়ে মানুষের পীরিতে প'ড়ে গেলুম। কে—কি বৃত্তান্ত, কোথায় বাড়ী, কিছুই জানি না। মন্দির দেখে ভক্তি করে ঠাকুর প্রণাম কর্‌তে গেলুম, শেষটায় বুক যায়, প্রাণ যায়। যদি কোন সম্ভ্রান্ত ভদ্র বংশের মেয়ে হয়—ছি ছি একথা ভাব্‌লেও মহা পাপ। সে দিক্ ছেড়ে সমুদ্রের তীরে এলুম— এখানেও এক নূতন ছবি। নানান জাতের স্ত্রীলোক, লজ্জা সরম বিসর্জ্জন দিয়ে, হাত ধরা-ধরি ক'রে তোফা নাচ, গান কর্‌ছে। পুরুষ দেখে একটু সঙ্কোচও নেই। বেশী দিন এখানে থাকা হবে না, চট পট ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাই। কি জানি কি হতে কি হবে? (নেপথ্যের দিকে চাহিয়া) ও আবার কারা আস্‌চে? একটা স্ত্রীলোক একটা পুরুষের হাত ধ'রে নাচ্‌তে নাচ্‌তে গাইতে গাইতে এদিকে আস্‌চে। এ ত বড় মজার দেশ দেখ্‌চি, সকলি অদ্ভুত।

(মোহন মোহিনীর গীত গাহিতে গাহিতে প্রবেশ।)

গীত।

আমরা দুটী প্রেমের জুড়ী,
নামটী মোহন মোহিনী।
প্রাণটী খোলা, নাইক জ্বালা, ছলা কলা শিখিনি।
যদি কেউ ব্যথিত থাক,
মনের আশা পূরে রাখ,
কাছে এসে ব'সে দেখ, ব্যথা কি ছাই জানিনি।

নেচে গেয়ে বেড়াই সুখে,
মুচকি হাসি কেবল মুখে,
সাধের সাগর বইবে বুকে, শুনলে এ প্রেম-কাহিনী॥

মোহিনী। তুই যে আমাকে জ্বালালি মোহন। আমি একটু সমুদ্রের ধারে বেড়াতে এলুম এখানেও পিছু ছাড়্‌বিনি?

মোহন। তাকি পারিরে মোহিনী? তুই যে আমার কাক, আর আমি তোর কিছে।

মোহিনী। আর ঢঙ্গে কাজ নাই। দেখ মোহন, মাইজী দেবমন্দিরে পুজো দিয়ে বেড়াতে বেড়াতে কোন দিকে যে গেলেন, আমি তো খুঁজে পাচ্চিনি। এই খানে ব'সে আমি একটু হাওয়া খাই, তুই একবার দেখে আয়।

মোহন। কোথায় আর যাবেন? দিদি ঠাকরুণ সঙ্গে আছেন, ঘুরে ফিরে সমুদ্রের তীরেই আস্‌তে হবে। এই ফুরসুতে আমরা নিরিবিলি দুটো প্রেমালাপ করি আয় না?

মোহিনী। তোর সঙ্গে আবার প্রেমালাপ কি কর্‌বো রে মুখ-পোড়া? তুই প্রেমের কি জানিস্‌?

মোহন। মাইরি জানি—খুব জানি—বেয়াড়া রকম জানি। খাড় মোড় গুঁজে প্রেম করতে জানি। আমার পেটটার কাছে কান পেতে শোন্‌ না—রাধে রাধে প্রেমের সালিক বাচ্ছা ক্যাকো ক্যাকো ক'রে ডাক ছাড়ছে দরকার হলেই এক একটা ক'রে উগরে দেবো।

মোহিনী। তোর পোড়ার মুখে নুড়ো জেলে দি—আমার সঙ্গে ইয়ারকি?

মোহন। আরে বাপ্‌রে—তোর সঙ্গে ইয়ারকি। তোর সঙ্গে

যেদিন ইয়ারকি দোব, সেদিন তুই আমার গরম ভাতে খুব আচ্ছা করে খানিকটা গাওয়া ঘি ঢেলে দিস। না হয় আমার ক্ষিদের সময় আমায় জব্দ করবার জন্তে আমার উপর সোহান হালুয়ার শিলাবৃষ্টি করিস্। তাও না হয় বেশী রাত্রে আমায় ভূতের ভয় দেখাবার জন্তে সন্ধ্যে না হতে হতেই আমার শোবার ঘরে গিয়ে লুকিয়ে থাকিস্।

মোহিনী। মাইরী এত সুখ তোর কপালে?

মোহন। এবার তো সুখের রাজা হয়ে বসছি। তুই যতই চালাকি কর্, আমার হাত ছাড়া তুই হতে পাচ্ছিস্ না।

মোহিনী। কেন তোর এতটা জোর কিসের?

মোহন। মাইজী কি বলেছেন, শুনেছিস্ তো? তোর সঙ্গে আমার—তোর সঙ্গে আমার—

মোহিনী। তোর সঙ্গে আমার কি?

মোহন। বিয়ে হবে—বিয়ে হবে।

মোহিনী। আমার পোড়া কপাল—এমন সোণার চাঁদ নাগর না হলে আমার আর কার সঙ্গে বিয়ে হবে বল?

মোহন। তোদের জাতের কাছে চেহারা বিচার আছে নাকি? বংশমর্য্যাদা তোরা যাচিস্ নে কি? আমি তো জানতুম—তোদের একটা কিস্তুত কিমাকার না হ'লে মনই ওঠে না। চুলের মুটী ধরে খুব রদ্দা দেবে, ক্যাথ ক্যাথ করে চাঁদ মুখে লাথি ঝাড়বে, তবে তো তোদের প্রাণের মতন হবে।

মোহিনী। তোর রং চেপেছে তুই রং কর্, আমি চল্লুম। মাইজী কোথায় গেলেন, দেখি। (মোহিনীর প্রস্থান)

মোহন। (স্বগতঃ) মোহিনী ছুঁড়ীর ভারি গুমোর। আচ্ছা

চাস, থাকো। একবার দখল পেলে হয়। কানে ধরে ওঠ-বস করবো। আরে ছুঁড়ী তুই আমার না হয়ে যাবি কোথায়? তোতে আমাতে জোড়া গাঁথা করবার জন্তে ভগবান্ অনেক দিন থেকে ঠিক করে রেখেছেন। নইলে এমন চটকদার নামের মিল হতো কি? মোহন—মোহিনী—মোহন—মোহিনী-তো বই আর জানিনি—তো বই আর জানিনি।

নরেন্দ্র। ওহে বাপু। শোন শোন তোমার নাম কি?

মোহন। নাম শুনতে হলে কিছু পয়সা ছাড়তে হয়। এ দেশের এই নিয়ম।

নরেন্দ্র। বটে! তা আমি জানতুম না।

মোহন। আপনার নামটী কি আগে, বলুন দেখি। আপনি কি জাত?

নরেন্দ্র। আমার নাম নরেন্দ্র নাথ, আমি বাঙ্গালী। তুমি কি জাত?

মোহন। আমায় কি ফিরিঙ্গীবাচ্ছা বলে বোধ হয় নাকি? পোষাকের ছটা দেখে বুঝছেন না, আমি মহারাষ্ট্রীয়, আমার নাম মোহন।

নরেন্দ্র। বলতে পার, বিশ্বনাথ রাওর বাড়ী কোথায়?

মোহন। বোধ হয় পারলেও পারতে পারি। আমি সেই বাড়ীতেই চাকরি করি, তিনি আমার মনিব।

নরেন্দ্র। তবে তো ভালই হয়েছে। আমি কলিকাতা থেকে আসছি। রাও সাহেবের নামে একখানা পত্র আছে। তাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ প্রয়োজন।

মোহন। তা এতক্ষণ বলতে হয়? আসুন, অসুন,

আপনাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাচ্ছি। বিদেশী ভদ্রলোককে রাও সাহেব মাথায় ক'রে রাখেন।

নরেন্দ্র। তাঁর বাড়ী এখান থেকে কত দূর?

মোহন। খুব কাছে! তবে এ সময় তিনি বেড়াতে বেরোন, আপনাকে গিয়ে হয় তো একটু অপেক্ষা করতে হবে।

নরেন্দ্র। তবে এই ফুরসতে কোন হোটেল থেকে একটু চা খেয়ে গেলে হয় না? ঠিক সন্ধ্যা বেলায় আমার একটু চা খাওয়া অভ্যাস আছে।

মোহন। তা বেশ, তা চলুন না। আমায়ও দু একখানা বিস্কুট টিস্কুট ছুঁড়ে মারবেন।

[উভয়ের প্রস্থান।]

(অপর দিক দিয়া রমাবাই, বিলাসবতী ও মোহিনীর প্রবেশ।)

রমাবাই। বেশ লোক যা হক! বাড়ী থেকে বেরুলে, আর ফিরতে ইচ্ছা করেনা,—নয়?

বিলাস। কি জান ভাই! তোমাদের জাতের স্ত্রীস্বাধীনতা আছে, আমাদের দেশে বাঙ্গালীর মেয়ের সূর্য্যের মুখ দেখবার যো নাই। এখানে এসে একটু ছাড়া পেয়েছি, কাজেই চুলবুল করে বেড়াই।

রমাবাই। তোমাদের তো ভাই ও দুঃখু করবার কোন কারণ নাই। বাঙ্গালীর মেয়ে হলেও, তুমি ব্রাহ্মিকা; তোমাদের মধ্যে তো স্ত্রীস্বাধীনতার অভাব নাই।

বিলাস। ব্রাহ্মিকা হয়ে স্ত্রীস্বাধীনতা পেলেও, আমাদের দেশে তো এমন সমুদ্র নেই, অ্যাপেলো বন্দরও নেই, এলিফেন্টাকেভও

নেই। সেখানকার সৌন্দর্য্য এক নিমিষেই ফুরিয়ে যায়। এ দেশের অফুরন্ত শোভার ভাণ্ডার, যত দেখা যায়, চক্ষের পিপাসা তত বেড়ে যায়। তুমি দেবমন্দিরে পূজা দিতে ঢুক্‌লে, আমি সেই অবকাশে পাহাড়ে বসে সূর্য্যাস্ত দেখ্‌ছিলুম, আর তার ভিউ আঁকছিলুম।

রমাবাই। আঃ! তোমার ভিউ আঁকার জ্বালায় অস্থির হয়েছি। ভালা ছবি আঁকবার সখ তোমার ঢুকেছে। দিন-রাত তুলি আর রং নিয়েই আছ।

বিলাস। ভাই! ছবি আঁকার নিন্দে করো না। চিত্রবিদ্যা শিখবার সখ হয়েছিল বলেই তো তোমাদের দেশে এসে তোমার সঙ্গে আলাপ হয়েছে। নইলে রমাবাই বিলাসবতীকেও চিন্‌তো না, বিলাসবতীও রমাবাইকে চিন্‌তো না। চৌদ্দশো মাইল তফাতে পড়ে থাকতো।

মোহিনী। দিদিমণিকে দোষ দিচ্ছ মাইজী, তোমারই কসুরটা কি বল? তুমিও বাড়ী থেকে বেরুলে আর সহজে ফিরতে চাও না। দেবমন্দিরে ঢুকে আমায় ফুলের মালা কিনে আন্‌তে বল্লে, তার পরে যে কোথায় গা-ঢাকা দিলে, আমি খুঁজে খুঁজে হয়রাণ। এক দিকে ছুটলো মোহন, এক দিকে ছুটলুম আমি। দৌড়ে দৌড়ে এই দেখনা আমার ঘাম ঝরছে।

রমাবাই। আমি কি কর্‌বো বল? তোর দিদিমণিকে খুঁজতে খুঁজতে পাহাড়ে গিয়ে উঠলুম। সেখান থেকে কি ছাই আস্‌তে চায়? প্রকৃতির শোভায় মগ্ন হয়ে, ওঁতে আর উনি ছিলেন না।

মোহিনী। তা দিদিমণির আর দোষ কি করে দিই মাইজী? এমন জোয়ান বয়েস, বিয়ে হলে চার ছেলের মা হতেন। যখন

সে রসে বঞ্চিত, তখন যাহ'ক একটা নিয়ে থাকতে হবে তো বটে।

বিলাস। এই তুই যেমন মোহনকে নিয়ে আছিস।!

মোহিনী। আমি তার মুখে ঝাঁটার বাড়ি মারি।

রমাবাই। তুই মারিস না সে মারে? সে আর তোকে চায় না। আমি খবর নিয়েছি, কাল রাত্রে মোহন কসবীপাড়া গিয়েছিল।

মোহিনী। ইস্ তা বই কি? তা গিছ্‌লো গিছ্‌লো', আমার কি?

বিলাস। দেখি দেখি—তোর বুকটা দেখি। কোথায় প্রাণ রেখে কথা বল্‌ছিস গো মোহিনী?

মোহিনী। (বুক চিতাইয়া) এই দেখ না, আমার বুক আবার দেখ্‌বে কি? ডাক-গাড়ীর মতন এমন দৌড়দার বুক আর কারু আছে কি?

রমাবাই। তুই যাই বল্, মোহন আর তোর মন-মোহন হচ্ছে না। সে কসবীপাড়া থেকে একটী বেছে গুছে নিয়ে তাকেই বিয়ে কর্‌বে। আমি ভাল লোকের মুখে একথা শুনেছি।

মোহিনী। আমার বয়ে গেল, আমি নয় এখানে নাই থাক্‌বো।

বিলাস। রমা! এ অতি ঝকমারীর কাজ দেখ্‌চি। আমি যেন ভাই চির দিন এই ছবি আঁকা নিয়েই থাকি। এ পথের পথিক যেন না হতে হয়?

রমা। তা ভাই, কিসে কি হয়, তা বলা যায় কি? অজান্তে কখন্ কোন্ চোরা বালীতে গিয়ে পা দেবে, আর উঠ্‌তে পার্‌বে না। সন্ধ্যে হয়ে এলো, চল, বাড়ী ফিরে যাই।

(পূর্ব্বোক্ত নানা জাতীয় স্ত্রীলোকগণের প্রবেশ ও সকলের সমবেত সঙ্গীত।)

গীত।

দিন ফুরুলো, সন্ধ্যে হলো, সাঁঝের আলো ওই জ্বলেছে।
গাছের ডালে, দলে দলে, পাখীরা সব রব তুলেছে॥
গরব ভরে ঠমক ক'রে,
ফুলের বোঝা কাঁকে ধ'রে,
ছড়িয়ে হাঁসি, খাস রূপসী, খুসী ক'রে ওই চলেছে॥
গরম গরম চা যদি চাও,
সস্তা দরে প্রাণ পুরে খাও,
মজার সহর, বেজায় বহর, যেন চাঁদের হাট লেগেছে।

[সকলের প্রস্থান।]

দ্বিতীয় দৃশ্য।

বিশ্বনাথের বাটী।

(মোহন ও নরেন্দ্রের প্রবেশ।

মোহন। এই আমার মনিব-বাড়ী, আপনি এইখানে একটু অপেক্ষা করুন—আমি তাঁকে খপর দিয়ে আসি। আপনি কি চিঠি এনেছেন আমায় দিন।

[নরেন্দ্রের পত্র প্রদান ও মোহনের প্রস্থান।]

নরেন্দ্র। (স্বগতঃ) বিশ্বনাথ রাও এই বোম্বাই নগরের একজন প্রধান লোক। অতুল ধনশালী, তার আর সন্দেহ নাই। এই সুন্দর অট্টালিকাই তাহার সাক্ষ্য প্রদান কচ্ছে। শুনেছি, বিদ্যাতেও ইনি নাকি অদ্বিতীয়। এরূপ তেজস্বী মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণের সহিত পরিচিত হওয়া আমি সৌভাগ্য মনে করি।

(বিলাসবতীর প্রবেশ।)

বিলাস। (স্বগত) এ কে! এ যে নূতন মুখ দেখ্‌ছি। একজন বাঙ্গালী নয় ইনি কোথা থেকে এলেন! এখানে কি প্রয়োজনে এসেছেন! সুন্দরমূর্ত্তি সুন্দর চক্ষু দুটী—প্রাণ ভরে গেল'।

নরেন্দ্র। কে এ স্ত্রীলোক! বিস্ময়বিস্ফারিত চক্ষে আমার দিকে চেয়ে আছে—কেন! রাও সাহেবের কোন আত্মীয়া কি। না—মহারাষ্ট্রীয় বলেত' বোধ হয় না।

বিলাস। আপনি কি বাঙ্গালা দেশ থেকে এসেছেন?

নরেন্দ্র। হাঁ—আমি একজন বাঙ্গালী।

বিলাস। দেখুন, আমিও বাঙ্গালীর মেয়ে। অনেক দিন বাঙ্গালা দেশ ছাড়া, অনেক দিন বাঙ্গালী দেখি নাই। আপনাকে দেখে আমার প্রাণে আনন্দ ধর্‌ছে না। বাঙ্গালা দেশের কোন্ স্থানে আপনার নিবাস?

নরেন্দ্র। কলিকাতায় আমার নিবাস।

বিলাস। বেশ হয়েছে। আমারও নিবাস কলিকাতায়। সেখানকার কোনও সংবাদ আমি অনেক দিন পাই নাই। চিঠি

পত্রে আর খবরের কাগজ পড়ে যা পাই, তাতে আমার আশ মেটে না। আপনার নাম ?

নরেন্দ্র। (স্বগত) বাঙ্গালীর মেয়ে হ'য়ে একজন অপরিচিত পুরুষের সঙ্গে এরূপ চিরপরিচিত ভাবে কথা কয় কি ক'রে! আর বাঙ্গালীর মেয়েই বা এখানে কি করে এলো! কিছুই তো বুঝতে পারছিনা। (প্রকাশ্যে) আমার নাম নরেন্দ্রনাথ মিত্র।

বিলাস। আপনি কি কায়স্থ! আমিও কায়স্থ. তবে আমি জাত মানি না,—আমরা ব্রাহ্ম।

নরেন্দ্র। আপনি এখানে কেন ?

বিলাস। এ বাটীর যিনি গৃহিণী, তাঁর সঙ্গে সমুদ্রতীরে বেড়াতে গিয়াছিলাম,—এই মাত্র ফিরছি, তিনি উপরে চ'লে গেলেন। কল্‌কাতা থেকে কোন চিঠি পত্র এসেছে কিনা দেখবার জন্যে আমি এই ঘরে ডাকের চিঠীর বাক্স খুঁজ্‌তে এসেছি। আমি এই বাড়ীতেই থাকি।

নরেন্দ্র। দেশ ছেড়ে বোম্বাই সহরে এসে রয়েছ কেন ?

বিলাস। এখানকার স্ত্রী-শিল্প-বিদ্যালয়ে আমি চিত্রবিদ্যা শিখ্‌তে এসেছি। কল্‌কাতায় স্ত্রীলোকের চিত্রবিদ্যা শিখিবার কোন উপায় নাই, তাত আপনি জানেন। এখানে আর কিছুদিন শেখা হ'লে, আমি ইউরোপ যাব। আপনি বোধ হয় ও কথা শুনে নিশ্চয়ই সন্তুষ্ট হবেন। আপনি চিত্রবিদ্যা ভালবাসেন ত ?

নরেন্দ্র। আমি সন্তুষ্ট হই, আর অসন্তুষ্ট হই, তাতে আপনার ক্ষতি কি ?

বিলাস। তাতো ঠিক বলতে পারছি না। তবে আমার যেন

মনে হচ্ছে, আপনি সন্তুষ্ট হলেই লাভ, আর অসন্তুষ্ট হলেই আমার ক্ষতি। কেন এমন মনে হয়, বলুন দেখি?

নরেন্দ্র। তা আমি কেমন ক'রে বল্‌বো, জীবনের মধ্যে এই ত প্রথম আপনার সঙ্গে আমার দেখা।

বিলাস। দেখুন, আমার তা মনে হয় না। আপনাকে আমার আজীবনের পরিচিত বন্ধু ব'লে বোধ হচ্ছে। যেন কতকাল পরে—কতযুগ যুগান্তর পরে—শুভ দিনে—শুভ মুহূর্তে—আজ আবার দেখা হলো। প্রাণের ভিতর আহ্লাদের সাগর যেন ফুলে ফুলে উঠ্‌ছে। কেন এমন হচ্ছে, বল্‌তে পারেন কি?

নরেন্দ্র। আপনি অনেক দিন স্বদেশ ছেড়ে এসেছেন,—আত্মীয়-স্বজনের স্নেহ-মমতা হ'তে বঞ্চিতা হ'য়ে রয়েছেন, আজ হঠাৎ একজন দেশের লোক দেখে—বোধ হয়—মনের এরূপ ভাবান্তর হয়েছে।

বিলাস। দেশের লোক! না—না? তা নয়। হঠাৎ দেশের লোক দেখ্‌লে যে মনের অবস্থা এমন হয়, তাতো আমার বোধ হয় না। আর এ দেশে যে একবারেই বাঙ্গালী নাই, তাত নয়। চকে বেড়াতে গেলেও, এমন দু-চার জন দেশের লোকের সঙ্গে দেখা হ'য়ে থাকে। কিন্তু তাদের দেখে ত আমার মনে এমন কাতর তরঙ্গ উঠে না। আপনি কায়স্থ নয়! মিত্র কায়েৎ! আমি—কি জানেন—বসু কায়েতের মেয়ে। কিসে কি হলো—কে জানে? আপনি এ বাড়ীতে এসেছেন কেন?

নরেন্দ্র। কোন প্রার্থনার জন্য নয়, কেবল রাও সাহেবের সঙ্গে পরিচিত হবার অভিলাষ। আমি দেশভ্রমণে বহির্গত হ'য়েছি, রাজপুতনা ঘুরে আজ বোম্বাইয়ে এসে পৌঁছেছি।

বিলাস। বেশ—বেশ। তবে এখন বোম্বায়ে কিছুদিন থাক্‌বেন? যেখানেই থাকুন, আমায় চিঠি লিখ্‌বেন, আমি গিয়ে আপনার সঙ্গে দেখা কর্‌বো। দেখুন, ঐ মোহন আস্‌ছে; আমি এখন যাই—আবার দেখা হবে। [প্রস্থান।]

নরেন্দ্র। (স্বগত) কে এ যুবতী! কথাবার্ত্তার ছটা—ভাব-ভঙ্গীর ঘটা—আমার ভাল ব'লে বোধ হচ্ছে না। শুনলেম—ব্রাহ্মিকা। আমি ব্রাহ্মিকার সংসর্গ কখনও করি নাই। বলতে পারি না, তাদের রীতি-চরিত্র কেমন।

(মোহনের প্রবেশ।)

মোহন। আপনি আসুন—রাও সাহেব আপনার অভ্যর্থনার জন্য প্রস্তুত।

[উভয়ের প্রস্থান।]

(মোহিনীর প্রবেশ।)

মোহিনী। মোহন ছোঁড়া এ ঘরে এসেছিল নয়? মুখ-পোড়া কর্পূর হয়ে উপে গেল না কি? আজ মিনসের নাকে ঝামা ঘ'সে তবে ছাড়ুবো। মাইজীর মুখে শুনলুম, হতভাগাটা কালরাত্রে কস্‌বী পাড়ার দিকে বেড়াতে গিয়েছিল।' মর্‌ মর্—তোর পেটে পেটে এত? আবার সোহাগ কাড়িয়ে পীরিত জানিয়ে বলা হয়,—'মোহিনী তোকে ছাড়া আর কারোও জানিনি!' মনিব সাহেবও আমায় তেম্‌নি! ওর সঙ্গে আমার বিয়ে দিতে চান্! ঝাঁটার বাড়ি—ঝাঁটার বাড়ি। যারা সাত ফুলের মধু টুকরে বেড়ায়, তাদের যে বিশ্বাস করে, সেও মারা যায়। কি ঘেন্না—কি ঘেন্না! আমি মরি তোর জন্য, আর তুই কস্‌বী-পাড়ায় হয়ে

হয়ে বেড়াচ্ছিস্! যায় প্রাণ যাক্—হক্ পুড়ে থাক্,—তবু নারীর মনের জাঁক্ ছাড়ছি না। মনের আগুন জেলে, নিজে পুড়ে মর্‌বো,—তবু পাঁচ-মিসিলি প্রেমের ডঙ্কা রাখবো না। দেখি; পারি—কি হারি! বাঁচি কি মরি।

গীত।

ছল চাতুরী মনেতে যার, সেত আমার চোখের বালি।
পায়ে ধরে—মাথা খোঁড়ে—সে সব মুখের সোহাগ খালী!
পাঁচ ফুলেতে মধু খেতে,
ওত খোঁজে যে ফাঁদটী পেতে,
খেতে শুতে—তার গালেতে কেবল চাপি চূণ-কালী॥
ঠিকরে পরান বেরিয়ে গেলে,
ফয়কে চলি—কাছে এলে,
চোখের জলে সাগর হলে—তবু নিজের চাল্ চালি॥

তৃতীয় দৃশ্য।

সুসজ্জিত হল ঘর—বিশ্বনাথ রাও ও নরেন্দ্র নাথ।

নরেন্দ্র। রাও সাহেব্‌! আপনার আদর অভ্যর্থনায় ও আন্তরিক যত্নে আমি চরিতার্থ হ'লাম। অভ্যাগতের প্রতি আপনার সহৃদয়তার খ্যাতি যেরূপ শুনিয়াছিলাম, আজ প্রত্যক্ষ দেখি-লাম। লক্ষ্মী ও সরস্বতী একাধারেই আপনার গৃহে চিরবিরাজিত থাকুন, এই আমার ঐকান্তিক কামনা।

বিশ্ব। আপনি আমার পরম পূজনীয় রাজা পরেশনাথের আত্মীয়। আপনাকে আদর অভ্যর্থনা কর্‌বো না তো কাকে কর্‌বো? রাজা পরেশনাথ হ'তেই আমার সৌভাগ্যের সূত্রপাত। আপনাকে আজ অতিথি-রূপে পেয়ে আমার আনন্দের সীমা নাই। এখানে কি উদ্দেশ্যে আসা হয়েছে, বলুন। আমাদ্বারা আপনার যে কোন সাহায্য আবশ্যক হবে, আমি এই দণ্ডেই তা সমাধা কর্‌তে প্রস্তুত।

নরেন্দ্র। আপনার নাম-খ্যাতি ও স্বদেশভক্তি সুদূর বাঙ্গালা দেশ থেকেও আমরা অনেক শুনেছি। আপনি সৌজন্য ও বিনয়ের অবতার। এখানে আস্‌বার আমার অন্য কোনও উদ্দেশ্য নাই, দেশ-ভ্রমণই আমার এক মাত্র উদ্দেশ্য। বাল্য কাল হ'তে এই বোম্বাই সহর দেখ্‌বার আমার বড় সাধ ছিল। সেই সাধ পূর্ণ করতেই আমার এখানে আসা।

বিশ্ব। আপনি কখন এখানে এসে পৌঁছেছেন?

নরেন্দ্র। আজ অপরাহ্নে।

বিশ্ব। তবে সহরের এখনও কিছুই দেখা হয় নাই!

নরেন্দ্র। কিছু দেখা হয় নাই বটে, কিন্তু এরই মধ্যে যা দেখেছি তাতেই আমি আশ্চর্য্য হয়ে গেছি। আমার কৌতূহলের সীমা নাই। সেরূপ দৃশ্য আমাদের দেশে দুর্লভ।

বিশ্ব। কি দেখেছেন, শুনতে পাই না কি?

নরেন্দ্র। কেন পাবেন না। ঠিক সূর্য্যাস্তের সময় আমি বন্দরের দিকে সমুদ্রতীরে এসে উপস্থিত হই। সেখানে দলে দলে পার্শী, মহারাষ্ট্রী, গুজরাটী প্রভৃতি রমণীদের নিঃসঙ্কোচে নৃত্য গীত কর্‌তে দেখে আমি বড়ই আশ্চর্য্য হয়ে গেছি। ভদ্র-বংশীয়া যুবতী রমণীদের ওরূপ প্রকাশ্য স্থানে অবাধে ভ্রমণ কর্‌তে

দেখে আমি বড়ই কৌতূহলী হলেম। ওরূপ দৃশ্য, আমার চক্ষে এই নূতন। আপনি অবশ্যই জানেন, আমাদের দেশে স্ত্রী স্বাধীনতা নাই। সুতরাং এখানকার স্ত্রীলোকদের প্রচলিত এই প্রথা, আমার বিস্ময়-জনক বলে বোধ হলো।

বিশ্ব। (সহাস্যে) আর কিছু দেখেছেন কি?

নরেন্দ্র। আর যা দেখেছি, সে কথা আপনার কাছে বল্‌তে পার্‌বো না। সে দৃশ্য মুখে বল্‌বার নয়। আমার প্রাণে অঙ্কিত আছে। হৃদয়ের স্তরে স্তরে পরতে পরতে কে যেন গেঁথে বসিয়ে দিয়েছে। পাষাণে খোদিত ছবি মুছে ফেল্‌বার নয়।

বিশ্ব। এমন কি দৃশ্য দেখেছেন, আমায় বলুন না, তাতে দোষ কি?

নরেন্দ্র। আমায় ক্ষমা করুন, সে দৃশ্যের কথা মনে হলে আমি আত্মহারা হয়ে যাই, এমন সোণার সংসার আমার বিষময় বলে বোধ হয়।

বিশ্ব। বল্‌তে যদি আপনার ক্লেশ অনুভব হয়, তেমন অনুরোধ আমি করি না। তবে এই মাত্র বল্‌তে পারি, এই সমৃদ্ধি-শালী বোম্বাই নগরে এমন কোন দুর্লভ বস্তু নাই—যা আমি চেষ্টা কর্‌লে আপনি না পেতে পারেন। আপনার হৃদয়ে কোন গুরুভার উপস্থিত হয়েছে, তা আমি বুঝতে পাচ্ছি। আমার দ্বারা যদি সে কষ্টের কিঞ্চিৎও লাঘব হয়, তবে আমি আমাকে সৌভাগ্যবান জ্ঞান করবো। সেই আশাতেই আমি এরূপ অন্যায় অনুরোধ কর্‌তে সাহসী হয়েছিলাম।

নরেন্দ্র। আপনার সঙ্গে আমার অল্পক্ষণ মাত্র পরিচয় হয়েছে, কিন্তু এইটুকু সময়ের মধ্যেই আপনি যেন একজন আমার কত

কালের বন্ধু বলে মনে হচ্ছে। পাছে আপনি আমায় উন্মাদ মনে করেন, স্বার্থপর বিবেচনায় ঘৃণা করেন, চরিত্রহীন জ্ঞানে বন্ধুত্ব ফিরিয়ে নেন্, কেবল এই ভয়েই সে কথা গোপন রাখ্ছিলেম। কিন্তু আপনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে—যে আশা আমার মনে জাগিয়ে দিলেন, যে স্বর্গ-সুখ অনুভব কর্‌বার জন্য আমায় কল্পনার রাজ্যে স্বেচ্ছায় তুলে দিলেন, সে আশা অতি দুরাশা হলেও আর গোপন কর্‌বার আমার ক্ষমতা নাই। আপনি অনুমতি করুন, আমার মনের পাপ আপনার নিকট ব্যক্ত করি।

বিশ্ব। নিঃসঙ্কোচে বলুন। আমায় আপনার অকপট বন্ধু মনে ক'রে সকল কথা খুলে বলুন। মানুষের দ্বারা যদি সম্ভব হয়, তবে আপনার আশা আমি পূর্ণ কর্‌তে সক্ষম হবো।

নরেন্দ্র। তবে শুনুন। এই সহরে সন্ধ্যার প্রাক্কালে এক দেবমন্দিরে আমি একজন অপূর্ব্ব সুন্দরীকে দেখে আত্মজ্ঞান শূন্য হয়েছি। সত্য বল্‌তে কি, নিজের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত আমি বিসর্জ্জন দিয়েছি। তেমন অলৌকিক রূপসী আমি জীবনে কখন দেখিনি; যেন ধ্যানে-গড়া প্রতিমূর্ত্তি। সে রূপের তুলনায় স্বয়ং কল্পনা দেবীও পরাজিত। বিধাতার সৃষ্টি-কৌশলের চরমোৎকর্ষ।

বিশ্ব। আপনি কোন্ মন্দিরে সে সুন্দরীকে দেখেছেন, বল্‌তে পারেন?

নরেন্দ্র। তা বল্‌তে পারি না। সে মন্দির যে কোথায়, তাও আমি জানি না। জীবনে আর কখনও যে সে সুন্দরীকে দেখ্‌তে পাব, সে আশাও আমার নাই। সমুদ্রতীরে আস্‌তে আস্‌তে পথের পাশে এক দেবমন্দিরে অতি সুললিত রমণীকণ্ঠনিঃসৃত

অপূর্ব্ব সঙ্গীত বীণার ঝঙ্কারের ন্যায় আমার কাণে গিয়ে বাজ্‌লো। মন্দিরে প্রবেশ করে দেখি, এক স্বর্গীয় দৃশ্য, যেন এক সৌন্দর্য্যের রাজ্য। অপ্সরী কিন্নরীদের কথা গল্পে পড়্‌তাম, আজ চক্ষে' দেখে চরিতার্থ হয়েছি। সেই সুন্দরীর মেলার মধ্যে আমার সাধনার অধিষ্ঠাত্রী দেবী, সৌন্দর্য্যের রাণী হয়ে, মধ্যস্থলে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। তাঁরই মধুর সঙ্গীতে সে মন্দিরের দেবতাও যেন নিশ্চল হয়ে বাহ্যজ্ঞানশূন্য। স্বদেশে ও বিদেশে আমি অনেক সুন্দরী দেখেছি, অনেক সুকণ্ঠীর সঙ্গীতও শুনেছি; কিন্তু তেমন সুন্দর তেমন মনোহর সৌন্দর্য্য কখনও দেখি নাই, তেমন মধুর স্বরও কখন শুনি নাই। সেই প্রথম আর বোধ হয় সেই শেষ।

বিশ্ব। আচ্ছা, সে সুন্দরীর পরিধানে সবুজ রঙের পরিচ্ছদ ছিল কি?

নরেন্দ্র। হাঁ, সবুজ রঙের পরিচ্ছদ ছিল।

বিশ্ব। আচ্ছা, সুন্দরীর কাণে দুটী হীরার ইয়ারিং ছিল কি?

নরেন্দ্র। হাঁ কাণে হীরার ইয়ারিং ছিল। সেই ইয়ারিংয়ের উপরেই দুদিক্ হ'তে নিতম্বচুম্বিত কুঞ্চিত কালো চুলের দুটী কেয়ারি এসে পড়েছিল। সে এক প্রাণ-মাতান শোভা। চাঁপা ফুলের মত রং, টুকটুকে গাল দুখানি, যেন বসরাই গোলাপকে লজ্জা দিচ্ছে। সে যে কি সুন্দর, তা আপনাকে কি ক'রে বোঝাব? বড় দুঃখ, আমি কবি নই।

বিশ্ব। তা হলে নরেন্দ্র বাবু, আপনি সে অপরিচিতা যুবতীকে নিশ্চয়ই ভালবেসে ফেলেছেন?

নরেন্দ্র। কি বল্‌বো! শুধু ভালবাসা নয়—প্রাণের সহিত ভালবাসা। সে ভালবাসার কথা আপনাকে বোঝাতে

পারবো না। কেবল ভালবাসি ব'ল্‌লে, সে ভালবাসার যে কিছুই বলা হয় না।

বিশ্ব। সে সুন্দরীকে দেখ্‌বার জন্ত আপনার প্রাণ এখন বড়ই ব্যাকুল হচ্ছে নয়?

নরেন্দ্র। আপনি বিদ্বান্, বুদ্ধিমান্, সহৃদয় ব্যক্তি। সে কথা আপনাকে ব'লে জানাতে হবে কি?

বিশ্ব। আমি যদি সে সুন্দরীকে এখনই দেখাই, যে গান শুনে আপনি মোহিত হয়েছিলেন, সেই গান যদি এখনই শুনাই?

নরেন্দ্র। তবে নিশ্চয়ই আপনি মানুষ নন, অন্তর্যামী ভগবান্।

বিশ্ব। ও কথা আপনি মুখে আনবেন না, আমি তাঁর দাসানু-দাস। সম্মুখে চেয়ে দেখুন—কেমন সেই সুন্দরী! এই কি?

(হলের স্ক্রীন উত্তোলন, রমাবাইয়ের প্রকাশ এবং রমাবাইয়ের পিয়োনো বাজাইতে বাজাইতে গীত।)

শিব শঙ্কর বোম বোম ভোলা
কৈলাসপতি মহারাজাধিরাজ রাজ।
বৃষভ তুরঙ্গ ছবি অঙ্গে অঙ্গে
লিয়ে গৌরী সঙ্গে শোভে শিব গঙ্গে
পিয়ে ভাঙে চঙে সোঁ করতু বাজে।
কহে দাস নিজামি করজোড়ে জোড়ে
দেহি মুক্তিদান রাখ মান মুড়ে
হাম চরণ ছোড়ে কাঁহা যাওয়ে আজ॥

নরেন্দ্র। (স্বগত) একি! আমি কোন দেবতার রাজ্যে এসে উপস্থিত হয়েছি নাকি? একি সত্য না স্বপ্ন? এই তো আমার

হৃদয়মন্দিরের সেই আরাধ্য দেবী। সেই মুখ—যার সুকুমার সৌন্দর্য্য দেহের প্রতিশোণিতবিন্দুটীতে মিশ্রিত। সেই সঙ্গীত, যার অমৃতময়ী প্রতিধ্বনি এখনও আমার কর্ণকুহরে ধ্বনিত। একি প্রহেলিকা! আমি নিদ্রিত না জাগ্রত?

বিশ্ব। আপনি এই সুন্দরীকেই কি দেবমন্দিরে দেখেছিলেন? এই সঙ্গীতই কি দেবমন্দিরে শুনেছিলেন?

নরেন্দ্র। (সলজ্জভাবে নিরুত্তর ও অবস্থান!)

বিশ্ব। লজ্জা কর্‌বেন না, আমার কথার উত্তর দেন্।

নরেন্দ্র। সেই সুন্দরীই বটে—সেই সঙ্গীতই বটে।

বিশ্ব। কিন্তু আমি বড় দুঃখিত হলেম্, আমার দ্বারা আপনার সে আশা পূর্ণ হবার সম্ভাবনা নাই। কারণ, আপনার ভালবাসাটা বড় অপাত্রে ন্যস্ত হয়েছে। এই সুন্দরীকুলগৌরব রমণী—এ অধম বিশ্বনাথেরই মনোমোহিনী রমাবাই। জীবনের চিরসঙ্গিনী—সুখে-দুঃখের সমভাগিনী—নয়নানন্দদায়িনী সহধর্ম্মিণী। বন্ধু ব'লে আপনাকে সাবধান করে দিচ্ছি—এর প্রতি আপনার ভালবাসা-আশা-পিপাসা প্রাণে থেকে একবারে মুছে ফেলুন। শোণিতশোষী কামনা, আর হৃদয়ে পোষণ কর্‌বেন না। কারণ, এ ভালবাসার কণামাত্র প্রতিদান, আপনি অন্য জন্মান্তরেও পাবেন না। হাজার আঘাত করুন, একটুও প্রতিঘাত হবে না। ঐ ক্ষুদ্র হৃদয়ের অনন্ত ভালবাসার একমাত্র অধিকারী এখন আমি।

নরেন্দ্র। আমায় ক্ষমা করুন, আমি আপনার নিকট বড়ই অপরাধী হয়েছি।

বিশ্ব। আপনি আমার কাছে কোন অপরাধেই অপরাধী নন। সুন্দরীর রূপে এ সংসারে কে না মুগ্ধ হয়? সুন্দরী দেখ্‌লে এ

সংসারে কে না ভালবাসে? তবে আপনাকে বন্ধু ব'লে স্বীকার করেছি—মিত্রপ্রেমের উপর বক্ষ আপনাকে পেতে দিয়েছি, তাই সাবধান ক'রে দিচ্ছি—ক্ষুদ্র পতঙ্গের মত এ অস্পৃশ্য রূপের আগুনে কখন ঝাঁপ দিবেন না, তা হ'লে কেবল পুড়ে মরাই সার হবে। রূপে মুগ্ধ হওয়ায়,—রূপকে ভালবাসায়,—মনুষ্যত্ব আছে;—কিন্তু অপবিত্র ভালবাসা—অপবিত্র রূপ—মানুষকে পশু করে। সাবধান—নরেন্দ্রনাথ—সাবধান!!

নরেন্দ্র। আপনার উপদেশ আমার শিরোধার্য্য। এখন অনুমতি হলেই আমি বিদায় হ'তে পারি।

বিশ্ব। সে কি! আপনি কোথায় যাবেন?

নরেন্দ্র। আমি কিছু দিন এখানে থাক্‌বো—একটা বাসস্থান খুঁজে নিতে হবে।

বিশ্ব। কোথায় থাক্‌বেন?

নরেন্দ্র। একটা ভাল হোটেলে।

বিশ্ব। আপনি এখানে এসে হোটেলে থাক্‌বেন? এতে আমি কিছুতেই সম্মত হতে পারি না।

নরেন্দ্র। তবে একটা বাড়ী আপনি ঠিক্ ক'রে দেন।

বিশ্ব। অন্য বাড়ীর কি আবশ্যক আছে? আমার বাড়ী আপনার নিজের বাড়ী মনে ক'রে—এখানেই স্বচ্ছন্দে থাক্‌তে পারেন। রাজা পরেশনাথকে আমি আমার পিতৃস্থানীয় মনে করি। আপনি যখন তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র, তখন আমরা উভয়ে সহোদর বল্‌লেও অত্যুক্তি হয় না।

নরেন্দ্র। আপনার এরূপ অনুগ্রহে আমি বিশেষ আপ্যায়িত হলেম। কিন্তু বিদেশে এসে, এরূপ স্বর্গতুল্য স্থানে বাস করার

আমি পক্ষপাতী নই। বিদেশে থাকায় যে আমোদ এখানে থেকে—আমি তা পারো না। দেশ ভ্রমণে এসে কষ্ট সহ্য করাই আমার ইচ্ছা।

বিশ্ব। আমার গৃহে কষ্ট সহ্য করার কোন অভাবই আপনার হবে না। আর কষ্ট সহ্য করাই যখন আপনার বিদেশ-ভ্রমণের উদ্দেশ্য, তখন ত আমি আপনাকে আর কোন ক্রমেই ছেড়ে দিতে পারি না। (রমার প্রতি।) রমা—রমা!—এই অতিথি আমার পরম আত্মীয়—এঁর সেবার ভার আমি তোমার উপর অর্পণ করলাম। তোমায় আর বেশী কি বল্‌বো? তুমি সর্ব্বগুণে গুণাধিতা—পরম পতিব্রতা—রমণীরত্ন। তোমার জীবন-দানেও যদি অতিথি সন্তুষ্ট হন, তাতেও তুমি কুণ্ঠিতা হ'ও না। অতিথি-সৎকার-ব্রতে—মহারাষ্ট্রের বহুকষ্টার্জ্জিত অক্ষয় যশ—যেন অক্ষুণ্ণ থাকে। এখন তোমার সহচরীদের ডেকে—আর একটি গান গেয়ে—তোমার অতিথিসৎকারের সূত্রপাত কর।

(রমার, বেল্ বাজাইয়া সহচরীগণকে আহ্বান; তাহাদের প্রবেশ।)

নরেন্দ্র। (স্বগত) বিশ্বনাথ রাও মানুষ নয়—নিশ্চয় কোন শাপভ্রষ্ট দেবতা।

(সহচরীগণের নৃত্য ও গীত।)

পাতিয়া রেখেছি, প্রাণের আসন, হৃদয়রতন এস হে।
চির পরিচিত সুখস্মৃতি নিয়ে—প্রীতি-গীতি গেয়ে ব'স হে॥
সোণার স্বপনে থাক'হে ভোর,
টুটে—ছুটে যাক্—জীবন ঘোর,
শুধু বঁধু নও,—এ 'চিত' চোর,—মাথা খাও মৃদু হাস হে॥

মরমে মরমে লুকায়ে থা'ক;—
সরমের মানা মানিব নাক'—
ঠেলে ফেল'—আর পায়ে ধ'রে রাখ'—সেই ভালবাসা বাস হে॥

চতুর্থ-দৃশ্য।

(মোহনের গৃহ—মোহনের প্রবেশ।)

মোহন। (স্বগত) কলকেতার বাবুটী অতি মোলায়েম ভদ্রলোক। নিজে খেলেন এক কপ্ চা, আর আমার জন্যে পাঁচ পাঁচ টাকা খরচ ক'রে ফেল্‌লেন। ফেদার মমূলেট্ আর মটন্ রোষ্ট খেয়ে, পেট যেন জয় ঢাক হয়ে উঠেছে। গা ভেঙ্গে ভেঙ্গে আস্‌চে। একটু নিদ্রা না দিলে, এ সব তোয়াজী জিনিস হজম করা দায় হবে। যাই বল বাবা, বাড়ীর রান্নার কাছে কিছুই নয়। হোটেলে গিয়ে পান্নার কারীই খাও, আর হীরার কোর্ম্মাই লোস, ঘরের ডাল-রুটীর কাছে সব মিঞাকে ঘাড় নীচু ক'র্‌তে হবে। একটু শুয়ে পড়ি—ঘণ্টা খানেক আড়া গোড়া দিয়ে নি। নইলে শরীরটা জুত কর্‌তে পার্‌বো না। ঘুমে যেন চোক্ ঢুলে আস্‌চে। এখনই ত' উঠতে হবে, বিছানায় গিয়ে শুয়ে আর কি কর্‌বো,—এইখানেই শয়নে পদ্মলাভ করা যাউক।

(শয়ন ও নিদ্রা)

(পা টিপিয়া পা টিপিয়া মোহিনীর প্রবেশ।)

মোহিনী। (স্বগত) এই যে নাগর আমার ধুলোয় পড়ে

গড়াগড়ি খাচ্ছেন। আহা! কস্‌বী পাড়া ঘুরে এসে, গা গতরে একটু আলিস্যি জন্মেছে, তাই একটু আরাম নিচ্ছেন। ওরে হতচ্ছাড়া—ওরে মুখপোড়া—ওরে হাড়হাবাতে—ওরে লম্পটের শিরোমণি—আজ তোর কি হাল করি দেখ্। তুই গরীবের ছেলে, কি ব'লে পাঁচ দরজায় ছুটোছুটী করিস্? বড় লোকের বাড়ীতে থেকে—পাঁচখানা কাঁচা পাকা মুখ দেখে—শুকনো প্রাণে রসের সঞ্চার হয়েছে—নয়? আজ তোরই এক দিন—কি আমারই এক দিন।

(অতি সন্তর্পণে দড়ি দিয়া মোহনের হস্ত পদ বন্ধন, পরে বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে চাবুক বাহির করিয়া।)

ওরে—উল্লুক—ওরে ভাল্লুক—ওরে পাজী—ওরে শূয়ার—লাটসাহেবের মতন শুয়ে রয়েছিস্ যে? ওঠ্ বে ওঠ—খাড়া হো যাও—জলদি খাড়া হো যাও—(চাবুক প্রহার।)

মোহ। ওরে বাবারে—গেছিরে—খুন করেরে!

মোহি। চুপ রহে যাও ভেড়ুয়া।

মোহ। ওরে—বাবা—প্রাণ যে কড়ুয়া কড়ুয়া ক'রছে রে! একি আমার হাত-পা বাঁধা যে! এ কাজ কে ক'রলে রে?

মোহি। তোমার যম করেছে রে মুখ-পোড়া।

মোহ। ওরে মোহিনি, তোর এই কাজ? আমার উপর এ ঝাঁজ কেন মণি?

মোহি। আবার মুখ নেড়ে কথা কচ্চিস্? তোর লজ্জা করে না? গাধা—বাঁদর—অজবুক,—ফিন্ লাগায়গা চাবুক!

(চাবুক প্রহার।)

মোহ। ওরে বাবারে—মা-রে—গেলুম-রে। ওরে মোহিনি,

তোর পায়ে পড়ি, আর চাবুক হাঁকড়াস্‌-নি। আমার কচি মাংস কত সহ্য ক'র্‌বে বল্‌। ওরে তোর হাত যে হালুয়ার মতন নরম রে,—আজ এমন জোলাপের সমান গরম ভাব ধারণ কর্‌লে কেন মণি ?

মোহি। কস্‌বী পাড়ায় তোর কোন্‌ বাবার শ্রাদ্ধ কর্‌তে গেস্‌লি ?

মোহ। আমার বাপ-মা-চৌদ্দপুরুষ—সবই ত তুই মণি। তোর শ্রাদ্ধ এত সকাল সকাল কি আমি প্রাণ ধরে কর্‌তে পারি ?

মোহি। আবার ফাজলামি ? তোমার যেমন রোগ—তার এই ঠিক অষুধ। (চাবুক প্রহার।)

মোহ। ওরে—থাম্‌ থাম্‌, আমার মাথা খাস্‌। প্রাণ যায় যায় হয়েছে। ওরে আমি হোটেলে গেছ্‌লুম—হোটেলে গেছ্‌লুম। কল্‌কেতার বাবুদের সঙ্গে খানা খেতে গেছ্‌লুম।

মোহি। তবে ত যা শুনেছি, ঠিক্‌। তুই হোটেলেও গিস্‌লি আর কস্‌বী পাড়ায় ইয়ার্‌কি মার্‌তেও গিস্‌লি। যারা হোটেলে খায়, তারাই ত কস্‌বী পাড়া যায়। আজ তোর রক্ষা নাই, আমি মরিয়া হয়েছি। (চাবুক প্রহার।)

মোহ। গেছিরে—গেছি। আজকের মতেই ছিলুম। মোহিনি! বিয়ে না হতে হতেই তোর বিধবা হবার সাধ এতটা উঠলো কেন, আমায় বুঝাতে পারিস্‌ ? তোকে যে আমি প্রেমিকা ব'লে জানতুম রে! তুই এমন রক্তখাদিকা কত দিন থেকে হলি ? এই দেখ্‌ মোহিনি, আমি কেঁদে ফেলেছি ?

মোহি। নাকখৎ দে—আর কখনও হোটেলে খানা খেতে যাবি না।

মোহ। আমি যে সমস্ত পক্ষীর ভাব ধারণ করে রয়েছি,—তোর রকম নাকেখৎ দিই কেমন ক'রে? আমার বাঁধন খুলে দে।

মোহি। বাঁধন খোলা-টোলা হবে না, ঐতেই যেমন করে পারিস্ নাকখৎ দে।

মোহ। (ভক্তি করিয়া নাকেখৎ দিতে দিতে) আজ থেকে হোটেল আমার গর্ভধারিণী।

মোহি। কাণ মল্—আজ থেকে কস্‌বো পাড়ায় দিক্ মাড়াবিনি?

মোহ। এই বারেই ত গোলে ফেল্লি মোহিনি। তুই যে যশোদা রূপ ধারণ ক'রে, ননি চুরি অপরাধে, গোপালের হাত বেঁধে রেখেছিস্। সে কাণমলে কি ক'রে?

মোহি। আচ্ছা ওই বাঁধা হাত কাণে ঠেকা, তাহ'লে হবে।

মোহ। ওরে এযে পৌঁছায় না—ঠেকাই কেমন করে?

মোহি। আচ্ছা—আমি তোর কাণ ধরছি, তুই বল্। (মোহনের কর্ণধারণ)

মোহ। আহা বড় মধুর শোভা হলো মোহিনী। এসময় একজন ফটোগ্রাফার থাকলে একখানা ছবি তুলিয়ে নিতুম।

মোহি। আবার নেকামি—ফের চাবুক খাবি!

মোহ। না—না—বলছি—বলছি। কস্‌বো পাড়া আজ থেকে আমার ভাদ্রবউ। কেমন হলো তো। এই বার নাগ-পাশ থেকে মুক্ত কর্।

মোহি। দাঁড়া—এখনও কাজ বাকী রয়েছে। এই বার

খানে এসে ব'স্‌। আমরা কজন জুটিতে মিলে চাঁদা ক'রে তোর মাথায় চড় মারবো, তবে তুই ছাড়ান্‌ পাবি।

মোহ। ওরে বাবা! এর উপর আবার চাঁদা ক'রে চড়! আমার মাথাটা কি শিবজী মহারাজের গড় পেলি নাকি?

মোহি। কেন আবার চাবুক খাবি? চুপটী ক'রে ঠাণ্ডা হ'য়ে এইখানে এসে ব'স্‌।

মোহ। এইনে বাবা—নিস্পয়োয়ায় পা ঢেলে দিলুম। তবে মণি, একটু আলতো রকম চড়টড়গুলো হাকড়ো। কোন' গতিকে মাথার খুলিখানা যেন বজায় থাকে।

মোহি। ওলো—আয়লো আয়—কে কোথায় আছিস্‌ ছুটে আয়—বেওয়ারিস্‌ মাথা—মিনি পয়সায় বিকায়ে যায়!!—সময় গেলে আর পাবিনি—ভেস্তে যাবে নাগর মণি! চড়ের বহর যেমন যায়,—দিন এসেছে দেখাবায়।

(অন্যান্য সহচরীগণের দ্রুত প্রবেশ ও মোহিনীর সহিত মিলিত হইয়া নৃত্য ও গীত।)

বর্ষা কালে শিল পড়ে—আর ভাদ্দর মাসে তাল
চোরের হাতে হাতকড়ি—আর বীরের হাতে ঢাল॥
দেখ্‌বে যত মত্ত ভুঁড়ি,—
ন্যাকো গাড়ী—ওয়েলার জুড়ি,
ভিতরে সব প্যাঁচের ঝুড়ি, আগাগোড়াই জাল॥
চোখের উপর সার্‌সি দিয়ে,
লজ্জা সরম ঢেকে নিয়ে,
চেন ঝুলিয়ে—বুক চিতিয়ে—বেড়ায় যাচ্ছে চাল॥

দেখ্‌ছে ব'সে দুনিয়ার মালিক্‌
হাস্‌ছে কেবল ফিক্‌—ফিক্‌—ফিক্‌,—
চাবুক দিয়ে ক'র্‌বে সে ঠিক্‌,—শেষটা হাড়ির হাল॥

পঞ্চম দৃশ্য।

চিত্রশালা।

রমাবাই ও বিলাসবতী আসীন।

(বিশ্বনাথ রাও ও নরেন্দ্রের প্রবেশ।)

বিশ্ব। নরেন্দ্র বাবু, আপনি এরূপ সঙ্কুচিতভাবে থাক্‌লে আমি বড়ই মর্ম্মাহত হবো। আপনি রমার সঙ্গে ভাল ক'রে আলাপ করেন না বলে, সে বড় দুঃখ করে। রমার সঙ্গে কথা-বার্ত্তা কইলে, আপনি খুব সুখী হবেন। বিদেশের ক্লেশ আপনার কিছুই অনুভব হবে না। এস তো রমা, নরেন্দ্র বাবুর সঙ্গে একবার আলাপ পরিচয় করতো।

রমা। আমি আলাপ পরিচয় কর্‌বো কি করে? নরেন্দ্র বাবু আমায় দেখ্‌লেই পালিয়ে যান। যদি সৌভাগ্যক্রমে দৈবাৎ সাম্‌নে পড়েন, তবে ভয়েই যেন একবারে জড়-সড়। আমি বাঘও নই, সিংহীও নই, ভাল্লুকও নই! তবে কেন যে উনি অমন করেন, তা উনিই জানেন।

বিশ্ব। না না, উনি তা মনে কর্‌বেন কেন?

রমা। তবে বুঝি আমার কুৎসিত চেহারা দেখে নরেন্দ্র বাবু আমায় ঘৃণা করেন!

বিশ্ব। না না, তুমি ভুল বুঝেছ, আমি তোমায়—

রমা। না, আমি তোমার কথা শুনবো না। কেন? নরেন্দ্র বাবু কি বোবা, ওঁর কি উত্তর উনিই বলুন না।

বিলাস। ওগো বোবা নয়—বড় লাজুক। বিশেষ রমণী-সমাজে ওমন লাজুক দেখ্‌তে পাবে না।

রমা। তুই চুপ্‌ কর্‌না বিলাস! যাঁকে জিজ্ঞাসা করছি, তাঁকেই উত্তর দিতে দে।

নরেন্দ্র। (স্বগত এ কি কণ্ঠস্বর না বীণার ঝঙ্কার? (প্রকাশ্যে) আপনার সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করি, সেরূপ উপযুক্ত আমি নই।

রমা। বুঝলেম, আপনি খুব বিনয়ী; কিন্তু সেই সঙ্গে আমার মনে এটাও ধারণা হয়ে যাচ্ছে যে, আপনি রমণীর উপযুক্ত সম্মান জানেন না। বরং রমণীকে ঘৃণার চক্ষে দেখেন। সেটা কিন্তু আপনার স্থায় শিক্ষিত লোকের পক্ষে গৌরবের বিষয় হবে না।

নরেন্দ্র। আমি অতি সামান্ত লোক, আমার গৌরব করবার কিছুই নেই।

রমা। আবার সেই বিনয়! এক বিনয় ছাড়া আপনাতে নিশ্চয়ই আরও অনেক গুণ আছে। আপনি অন্ত কথা পাড়ুন না।

নরেন্দ্র। কি কথা বলুন।

বিশ্ব। রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্ম্মনীতি, অর্থনীতি, ইতিহাস, প্রত্নতত্ব যে বিষয় ইচ্ছা, আপনি রমার সঙ্গে আলাপ করতে পারেন।

নরেন্দ্র। সে পরিচয় আমি কতক বুঝ্‌তে পেরেছি বলেই,

প্রথমেই বলেছি, আমি সে আলাপের উপযুক্ত নই। (স্বগত) এরূপ কলুষিত মন নিয়ে আর অধিক দিন এখানে থাকা আমার উচিত নয়।

রমা। আপনি আমাদের অতিথি। অতিথিকে আমরা নারায়ণস্বরূপ মনে করি। আর বিশেষতঃ আমার স্বামী আমার প্রতি কি আজ্ঞা করেছেন, সে কথা আপনি স্বকর্ণে শুনেছেন। কোনরূপ পীড়ন ক'রে, আমি আপনার সঙ্গে আলাপ কর্‌তে ইচ্ছা করি না। আপনাকে সুখে রাখাই আমাদের উদ্দেশ্য। আপনার মুখ বিষণ্ণ দেখ্‌লে, আমার কর্ত্তব্য কর্ম্মের ত্রুটি হচ্ছে মনে কর্‌বো। এখানে আপনার কোনরূপ কষ্ট না হলেই আমার পরম সন্তোষ।

নরেন্দ্র। সে বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আমার এখানে কোন কষ্ট নাই। আমি পরম সুখেই আছি। আপনাদের আদর ও যত্ন আমি এ জীবনে ভুল্‌তে পার্‌বো না।

রমা। ভদ্রতার খাতিরে ভদ্রলোক মাত্রেই সাম্‌নে এরূপ শিষ্টাচার দেখিয়ে থাকেন। দেশে ফিরে গিয়ে, আপনি হয় তো আমার কত নিন্দা কর্‌বেন।

নরেন্দ্র। আমি নরাধম বটে, কিন্তু তত কৃতঘ্ন নই।

বিলাস। লাজুক গো লাজুক। বিশেষ বিদেশী স্ত্রীলোকের সঙ্গে আলাপ কর্‌তে একটু কিন্তু বোধ কচ্ছেন।

রমা। অচ্ছা বিলাস! তুমি তো নরেন্দ্র বাবুর স্বদেশী স্বজাতি, ঘনিষ্ঠ পরিচয় হ'লে একটা সম্বন্ধও বেরুতে পারে। আমরা এখন বরং এখান থেকে যাই, তুমি আমার প্রতিনিধিস্বরূপ নরেন্দ্র বাবুর মনস্তুষ্টি কর।

বিধু। কি আশ্চর্য্য! আমি সে কথাটা একবারেই ভুলে

গেছি। নরেন্দ্র বাবুর সঙ্গে বিলাসবতীর পরিচয়টা ক'রে দেওয়া আমার প্রথমেই উচিত ছিল। (বিলাসের প্রতি) দেখ বিলাস, উনি তোমার দেশীয়। রাজা পরেশনাথের নাম বোধ হয় তুমি শুনেছ? উনি তাঁহারই ভ্রাতুষ্পুত্র, নাম নরেন্দ্রনাথ। (নরেন্দ্রের প্রতি) আর দেখুন নরেন্দ্র বাবু! বিলাসবতী আমাদের কলিকাতার ব্রহ্মধর্ম্মপ্রচারক দীননাথ বসু মহাশয়ের একমাত্র কন্যা। ইনি এখানে স্ত্রী-শিল্পবিদ্যালয়ে চিত্রবিদ্যা শিখতে এসেছেন। আপনি এখানে একজন শিক্ষিতা স্বদেশী মহিলার সঙ্গলাভ-সুখ অনুভব কর্‌তে পার্‌বেন।

বিলাস। (স্বগত) সে সব পরিচয় তোমায় দিতে হবে না; তোমাদের সঙ্গে পরিচয় হবার পূর্ব্বেই আমি নিজেই সে পরিচয় দিয়েছি। এখন তোমরা এ ঘর থেকে চলে গেলেই, আমি বিশেষ আপ্যায়িত হই।

রমা। তবে নরেন্দ্র বাবু! আমরা এখন আসি! ভরসা করি, কিছুকাল আপনি একজন স্বদেশীয় শিক্ষিতা মহিলার সঙ্গে আলাপ ক'রে বিশেষ সুখানুভব কর্‌বেন।

[রমা ও বিশ্বনাথের প্রস্থান।]

বিলাস। রমার শেষ কথাটার অর্থ বুঝ্‌লেন কি?

নরেন্দ্র। কেন এত সাদা কথা!—এর ভিতর অন্য অর্থ কি থাক্‌তে পারে?

বিলাস। তোমার সাদা মন, তাই সাদা কথা মনে কর্‌ছ। এর ভিতর শ্লেষ আছে—হিংসা আছে, রিস্ আছে, আরও কত কি আছে।

নরেন্দ্র। আমার ত তা মনে হয় না।

বিলাস। আমি ত' বলেছি, তোমার বড় সাদা মন। অত সাদা মন কিন্তু ভাল নয়।

নরেন্দ্র। আপনি আমার মনকে যেরূপ সরল মনে করেন বাস্তবিক আমার মন তত সরল নয়। আমার চিত্ত বড়ই কলুষিত, সেজন্য আমি নিজেই লজ্জিত।

বিলাস। আঃ!—আপুনি টাপ্‌নি গুলো ছেড়ে দাওনা! ওতে কেমন পরপর মনে হয়। সে যখন রমাবাইয়ের সঙ্গে কথা কইবে, তখন ও সকল সম্মানের কথা ব্যবহার করবে।

নরেন্দ্র। কেন—আপনাকেও সম্মান করা কি আমার উচিত নয়!

বিলাস। কি ক'রে উচিত হলো, আমি যে তোমার স্বদেশী স্বজাতিবিষয়ের লোক আপনার লোক।

নরেন্দ্র। সেই জন্য আপনাকে আমার অধিক সম্মান করা উচিত।

বিলাস। আমি কিন্তু ও সম্মান ভালবাসি না। ওতে কেমন অনেকটা দূর দূর মনে হয়। যা'ক্ সে কথা,—এখন যে কথা বল্‌ছিলাম, সেই কথা বলি। রমা দেখ্‌তে সুন্দরী বটে,—কিন্তু ওর মন মোটেই সুন্দরী নয়। ঐ যে বল্লে—"স্বদেশীয়" ওর ভিতর রিস্ একবারে ভরা রয়েছে। আর ওর পর যে বল্লে, "শিক্ষিতা" ওটা শ্লেষ ক'রে বলা। ওঁরা আমাদের শিক্ষিতা ব'লে স্বীকার করেন না। তার পর কি কথা? হাঁ—মনে পড়েছে। "বিশেষ সুখানুভব করবেন!" এর ভেতর কত টিট্‌কিরি ক'রে গেল,—বুঝ্‌লে? তোমায় বিশেষ ক'রে সাবধান ক'রে দিচ্ছি, রমার মধুমাখা কথায় একবারে ভুলে যেও না। রূপের অহঙ্কারেই

গেলেন! আমাদের দেশে কি অমন রূপবতী নেই? আমরা কি এতই কুরূপা? খুব সাবধান—নরেন বাবু—খুব সাবধান!

নরেন্দ্র। (স্বগত) বিলাসবতী সম্বন্ধে সন্দেহ আমার ক্রমেই বদ্ধমূল হচ্ছে। এ এক অদ্ভুতচরিত্রের স্ত্রীলোক দেখ্‌ছি।

বিলাস। কি ভাবছ? বাড়ীর জন্যে কি তোমার মন-কেমন করছে? বাড়ীতে বুঝি তুমি বিরহিণী স্ত্রীকে রেখে এসেছ?

নরেন্দ্র। আমি আজও বিবাহ করি নাই।

বিলাস। আজও তোমার বিবাহ হয় নাই? এখন পর্য্যন্ত তুমি অবিবাহিত? তবে তুমি পুতুল পুজো করা হিন্দু নও, নিশ্চয়ই ব্রাহ্মসমাজভুক্ত।

নরেন্দ্র। না—আমি ব্রাহ্ম নই।

বিলাস। ব্রাহ্ম নও? তা-তা-তোমার ব্রাহ্ম ধর্ম্মের উপর বিদ্বেষ ভাব নাই ত?

নরেন্দ্র। না, কোন ধর্ম্মের উপরই আমার বিদ্বেষ ভাব নাই।

বিলাস। তোমায় কিছু দিন আমার কাছে পেলে, আমি তোমার ধর্ম্মমতের পরিবর্ত্তন ক'রে দিতে পারি।—তোমাকে আমাদের ব্রাহ্মসমাজে ভুক্ত করে নিতে পারি।

নরেন্দ্র। (স্বগত) গতিক ভাল বোধ হচ্ছে না। এখান থেকে স'রে পড়াই ভাল। চারিদিকে গোলযোগ। (প্রকাশ্যে) দেখুন, আমাদের এখানে এভাবে বেশীক্ষণ কথাবার্ত্তা কওয়া ভাল দেখায় না। আমি যাই।

বিলাস। না—না, খুব ভাল দেখায়। এ তোমার বাঙ্গালা দেশ নয়। আমাদের ব্রাহ্মসমাজের মতন, এখানে হিন্দুসমাজেও স্ত্রী-স্বাধীনতা আছে।

নরেন্দ্র। তা থাকুক স্ত্রী-স্বাধীনতা, আপনি ভুলে যাবেন না—আমি ব্রাহ্ম নই, আমি হিন্দু। আমার কুসংস্কার আছে।

বিলাস বিশ্বনাথ রাও কি হিন্দু নন্? তিনি যে ব্রাহ্মণ, তোমার বর্ণের গুরু।

নরেন্দ্র। তিনি আমার পূজনীয় বটে, কিন্তু যে দেশের যেমন ব্যবহার। আমাদের দেশের ব্যবহার আমার মান্য করা উচিত। আমি যাই।

বিলাস। না-না, যাবেন না, আমি কবিতা লিখ্‌তে জানি। আপনার জন্যে একটা কবিতা রচনা ক'রেছি শুনুন:—(কাগজ লইয়া কবিতা পাঠ)।

কে তারে সাধিয়াছিল দেখা দিয়ে মজাতে।

কে তারে বলিয়াছিল অবলারে কাঁদাতে।

নরেন্দ্র। না—না—আমি আপনার কবিতা শুন্‌তে চাই না! আমি কবিতার বড় পক্ষপাতী নই।

বিলাস। আচ্ছা, তুমি গান শুন্‌তে ভালবাস, আমি জানি। আমি একটা গান গাই, তুমি শোন'। না শুন্‌লে আমি তোমায় যেতে দোব না। এ তোমার বাঙ্গালা দেশের গান নয়,—এদেশের গুজরাটী থিয়েটারের গান।

(বিলাসের গীত।)

"ও মনোহর চতুর সুঘড় মোহন চিতল চোর হো।

শীরনে মুকুট মোর হো॥

কৌস্তভ মণি হৈঁ বাঁধ্‌ কণ্ঠ তেজপুঞ্জ উর হো॥

প্রিয় সুখ মুখ মোর হো।

নামানা বল কি শোর হো।"

নরেন্দ্র। আমার গান শোনা হয়েছে, আমি দেরী কর্‌তে পারবো না! আমি যাই।

বিলাস। না—না—আর একটা কাজ বাকী আছে। তুমি আমার দিকে চেয়ে একটু স্থির হ'য়ে ব'স। আমি তোমার ছবি আঁকবো।

নরেন্দ্র। এ অনুগ্রহের জন্যে আপনাকে শত সহস্র ধন্যবাদ। আর বিলম্ব করা আমার পক্ষে অসম্ভব, আমি চল্লুম। চকে এক-জনের সঙ্গে দেখা করবার কথা আছে। [প্রস্থান।]

বিলাস। বড় লাজুক—বড় লাজুক। তা হ'ক লাজুক,—লাজুক না হ'লে সৌন্দর্য্যের পূর্ণ বিকাশ হয় না। হীরা খনির ভিতর থাকে, তার সংস্কার ক'রে, মেজে ঘসে, আংটীতে বসালে—তবে তার শোভা খোলে। নরেন্দ্র! আমি তোমার লজ্জা ভাঙ্গবো। আমি তোমায় আপনার ক'রে নেবো। নরেন্দ্র! তুমি যেখানেই যাও, তুমি আমার, কেউ তোমায় নিতে পার্ব্বে না।

[প্রস্থান।]

ষষ্ঠ দৃশ্য।

বিশ্বনাথ রাওয়ের উদ্যান-বাটী।

(বিশ্বনাথ রাও ও নরেন্দ্রের প্রবেশ।)

বিশ্ব। নরেন্দ্র বাবু, আপনি বেড়াতে বেরুচ্ছেন শুনেও আপনাকে বিরক্ত কর্‌তে এলুম, সে জন্য ক্ষমা করবেন। আপনাকে

আমার একটী বিশেষ উপকার কর্‌তে হবে। ভগবান্ বড় উপযুক্ত সময়েই আপনাকে আমার গৃহে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

নরেন্দ্র। আমার দ্বারা আপনার কি উপকার হতে পারে?

বিশ্ব। বলুন, আমার অনুরোধ রক্ষা কর্‌বেন?

নরেন্দ্র। সাধ্য হয়, অবশ্য করিব; কি অনুরোধ, বলুন—

বিশ্ব। অগ্রে প্রতিজ্ঞা করুন, সাধ্যের অতীত না হলে, আমার উপরোধে অবজ্ঞা কর্‌বেন না।

নরেন্দ্র। আমি প্রতিজ্ঞা কর্‌ছি, আমার জীবন-দানেও যদি আপনার কিছুমাত্র উপকার হয়, আমি এই দণ্ডে প্রস্তুত।

বিশ্ব। আর অধিক বল্‌তে হবে না! আমার অনুরোধ অতি সামান্য। এইমাত্র কাশ্মীরের মহারাজের নিকট হ'তে এই টেলিগ্রাম এসেছে, তাঁর পাঁচ লক্ষ টাকার জহরতের প্রয়োজন। আমার আজই কাশ্মীর অভিমুখে যাত্রা কর্‌তে হবে। সম্ভবতঃ গৃহে প্রত্যাগমন কর্‌তে আমার মাসাবধি বিলম্ব হবে। আমার ফিরে আসা পর্য্যন্ত আপনি এখানে অবস্থিতি করুন, এইটুকু আমার অনুরোধ। এই দীর্ঘকাল আমার সুন্দরী যুবতী স্ত্রীকে একাকিনী ফেলে রেখে যেতে আমার সাহস হয় না। তাই আপনার সাহায্য ভিক্ষা কর্‌ছি।

নরেন্দ্র। (আশ্চর্য্য) আপনি না থাক্‌লে আমি আপনার গৃহে কি ভাবে থাক্‌বো?

বিশ্ব। কেন, আমি যে ভাবে আছি। আমার প্রতিনিধির স্বরূপ, এ বাড়ীতে সর্ব্বময় কর্ত্তা হ'য়ে থাক্‌বেন।

নরেন্দ্র। আমায় ক্ষমা করুন। আমি আজই দেশে চলে যাব, অনেক দিন বাড়ী ছাড়া হয়েছি।

বিশ্ব। তাহলে আমি বড় বিপদ্‌গ্রস্ত হবো। আর আপনারও প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে।

নরেন্দ্র। (স্বগত) তা বটে, কি করি? এ যে বিষম সমস্যায় পড়্‌লেম। (প্রকাশ্যে) রাও সাহেব! প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্ত আমি না হয় থাক্‌তে প্রস্তুত আছি। কিন্তু আমার সঙ্গে আপনার কোন আত্মীয় লোকের থাকা চাই। আপনার সেরূপ আত্মীয় কি কেউ নাই?

বিশ্ব। আত্মীয় অনেক আছেন, বিশেষতঃ মা কমলা যখন কৃপা করেন, তখন আর আত্মীয়-স্বজনের অভাব হয় না। কিন্তু আমার স্ত্রীর কাছে আমার অবর্ত্তমানে আর কারেও রাখ্‌তে আমার বিশ্বাস হয় না।

নরেন্দ্র। তাঁদের অপেক্ষা আমি আপনার কাছে অধিক বিশ্বাসী কিসে হলাম? আপনি তো সকলি জানেন।

বিশ্ব। জানি ব'লেই আপনি আমার অধিক বিশ্বাসী।

নরেন্দ্র। কিসে?

বিশ্ব। কিসে? আপনি আমার স্ত্রীকে ভালবাসেন ব'লে। আমার রমাকে যিনি প্রাণের অধিক ভালবাসেন, তিনিই তার উপযুক্ত রক্ষক। এ পৃথিবীতে দুইজন মাত্র রমার রূপে ও গুণে মুগ্ধ। একজন আমি, আর অপর জন আপনি। আমার অনুপস্থিতে আপনি ভিন্ন তার উপযুক্ত রক্ষক আর কে হ'তে পারে।

নরেন্দ্র। (স্বগত) না বুঝে হঠাৎ একটা প্রতিজ্ঞা ক'রে এ কি বিপদেই পড়লাম। উপায় নাই, পণ রক্ষা কর্‌তেই হবে, নচেৎ রাও সাহেবের চক্ষে ঘৃণার পাত্র হবো। ভগবান্ হৃদয়ে

বল দাও। তোমার মনে যা আছে, তাই হবে। (প্রকাশ্যে) আমি সম্মত হলাম, কিন্তু আপনি অধিক দিন বিলম্ব করবেন না। যত শীঘ্র পারেন, ফিরে আসবেন।

বিশ্ব। সে কথা আপনাকে বল্‌তে হবে না। রমা আমার জীবনসর্ব্বস্ব। যে কয় দিন তাকে চক্ষের আড় ক'রে রাখ্‌বো, আমি জীবন্মৃত হয়ে থাকবো। আপনার উপকার আমি এজন্মে ভুলতে পারবো না। আর একটী বিশেষ কথা,—সম্প্রতি ঘন ঘন দুর্ভিক্ষ হওয়ায় এ অঞ্চলে বড় ডাকাতের ভয় হয়েছে। আমার একটা ধনাপবাদও আছে, আপনি খুব সাবধানে থাকবেন কি জানি, কি হ'তে কি হয়। আমার অন্যান্য ধন-রত্ন রক্ষার জন্য যথেষ্ট লোক আছে; সে বন্দোবস্ত আমি মহারাজের টেলিগ্রাম পেয়েই করেছি। কিন্তু আমার সকল সম্পত্তির সার, সকল রত্নের শ্রেষ্ঠ, জীবনের একমাত্র অবলম্বন, রমার রক্ষার ভার আপনার উপর দিয়ে গেলাম। আপনি ভিন্ন আর কারেও আমার সে বিশ্বাস নাই।

নরেন্দ্র। আমি যথাসাধ্য এ গুরু ভার বহনে চেষ্টা করবো। আপনার উচ্চ হৃদয়ের এ মহান্ বিশ্বাস অক্ষুণ্ণ রাখ্‌তে আমি প্রাণান্তেও কোনরূপ ত্রুটি করবো না। আপনি কি আজই যাবেন?

বিশ্ব। আজই—এখনিই।

নরেন্দ্র। আপনার যাওয়ার কথা আপনার স্ত্রী জানেন কি?

বিশ্ব। কাশ্মীর থেকে খবর আসবা মাত্রেই, রমার সঙ্গে আমার এ সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা হয়ে গেছে। তিনি উপযুক্ত রক্ষকের অভাবে চিন্তিত হয়েছিলেন। আপনার নাম করবা মাত্রই তিনি আনন্দের সহিত সম্মতি দান করেছেন।

নরেন্দ্র। (স্বগত) আমার নাম করবা মাত্রই তিনি আনন্দের

সহিত সম্মতি দান করেছেন? কি জটিল রহস্য! লীলাময়! স্রোতের অতি তুচ্ছ তৃণ আমি, আমায় নিয়ে কি খেলা খেলতে সাধ করেছো।

(রমা, বিলাসবতী, মোহন ও মোহিনীর প্রবেশ।)

বিশ্ব। রমা, তোমার আর উদ্বিগ্ন হবার কোন কারণ নাই, তোমার ইচ্ছানুরূপ নরেন্দ্র বাবুই তোমার রক্ষক-স্বরূপ থাকবেন। আমার কাতর অনুরোধ কোন মতেই ঠেলতে পারেন না। আমি এখনই যাত্রা করবো।

রমা। ভাল ভাল। নরেন্দ্র বাবুর এরূপ অনুগ্রহে আমি যার পর নাই আনন্দিত হলুম। একলাটী প'ড়ে থাকবো, ওঁর মতন একজন শিক্ষিত লোকের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কয়ে, তবু প্রাণটাকে অনেকটা সান্ত্বনা দিতে পারবো। (নরেন্দ্রের প্রতি) নরেন্দ্র বাবু, আপনি যেমন আমার রক্ষক নিযুক্ত হলেন, আমিও দাসীর ন্যায় আপনার পরিচর্য্যা করবো, আপনার কোন কষ্ট হবে না।

নরেন্দ্র। (স্বগত) আশ্চর্য্য! স্বামী দীর্ঘকালের জন্য গৃহ ত্যাগ ক'রে বিদেশে যাচ্ছেন, স্ত্রীর মুখে একটুও বিষাদের চিহ্ন নাই! কে জানে এ কি প্রকৃতির রমণী।

বিশ্ব। মোহন মোহিনি, তোমরা আমার অনুপস্থিতে আমার এই বন্ধুকে প্রভুর অধিক সম্মান করবে। অতি অন্যায় আদেশ করলেও সেই দণ্ডে তা পালন করতে কুণ্ঠিত হ'ও না। অন্যান্য দাস-দাসীদেরও ব'লে দাও—আমার অবর্ত্তমানে, ইনিই গৃহস্বামী।

মোহন। আপনার অনুমতি শিরোধার্য্য! কাশ্মীরে যাচ্ছেন,

শুনেছি সেখানকার শাল বড় জবর, এক জোড়া আমার জন্ত আনবেন।

বিশ্ব। ভাল! আর মোহিনীর জন্ত কিছু আনতে হবে না?

মোহন। যদি অভয় দেন তো বলি।

বিশ্ব। স্বচ্ছন্দে বল।

মোহন। এক জোড়া শূল।

রমা। তুমি তো বড় বেইমান লোক দেখছি মোহন, তোমার বেলায় শাল আর মোহিনীর বেলায় শূল!

মোহন। মাইজী যে যে রকম প্রাণ নিয়ে দুনিয়ায় এসেছে, সে সেই রকম পাবে তো?

মোহিনী। নিশ্চয়! শালও আসুক আর শূলও আসুক, কার ভাগ্যে কোন্‌টা পড়ে তখন দেখা যাবে।

মোহন। এ মন্দ নয়!

বিশ্ব। বিলাস! তুমি একটীও কথা কচ্ছ না যে? তোমার মুখ এত বিষণ্ণ কেন?

বিলাস। আপনি আজই চ'লে যাবেন?

বিশ্ব। যার যা ব্যবসা। না গেলেই নয়।

রমা। বিলাস, তুই ভাবছিস্ কেন? নরেন্দ্র বাবু রইলেন, আমাদের ভাবনা কি? কোন বিষয়েরই অভাব আমরা টের পাব না। ওঁকে নিয়ে রোজ সমুদ্রের ধারে বেড়াতে যাবো; হলো বা একদিন 'এলিফেণ্টা কেভ' দেখ্‌তে গেলুম, হলো বা একদিন 'লাইট হাউস' দেখে এলুম।

বিলাস। (স্বগত) সয়তানী! তোমার মনের ভাব কি বুঝিনি? এই তোমার পরম সুযোগ উপস্থিত। নরেন্দ্রকে ভোগ-

বিলাসের সামগ্রী কর্‌তে চাও? কলুষিত আকাঙ্ক্ষায় পাপ আহুতি দিতে চাও? তুমি না সতী? আর যাই হও, তুমি বড় ভাগ্যবতী, তা নইলে এমন মূর্খ অপদার্থ স্বামী-লাভ তোমার অদৃষ্টে ঘট্‌তো না। তা হবে না। রমা! আমি থাক্‌তে তোমার সে আশা পূর্ণ হবে না। নরেন্দ্র তোমার নয়, নরেন্দ্র আমার।

বিশ্ব। আর বিলম্বের প্রয়োজন নাই। রমা, আমায় বিদায় দাও।

রমা। তা দিচ্ছি। পার' যদি খুব দেরী ক'রে এসো। এক মাস ব'লে যাচ্ছ, ছ'মাসের কম বাড়ী এস না। (জনান্তিকে) কি বলেন নরেন্দ্র বাবু?—আপনি কথা কন না যে? এই রকম বোবা হয়ে থাক্‌লেই আমি আপনার কাছে একমাস থেকেছি, আর কি?

নরেন্দ্র। না-না, উনি আরো শীঘ্র আস্‌বেন।

রমা। দেখা যাবে। (জনান্তিকে) ওলো মোহিনি! তোদের মনিব এক মাসের জন্তে বাড়ী ছেড়ে বিদেশে যাচ্ছেন—একটু রকমারি ক'রে বিদেয় দে—নইলে তোর যে বদনাম হবে।

মোহিনী। ঠিক্ বলেছ মাইজী, তোমরা দুজনে হাত ধরাধরি-করে দাঁড়াও,—আমাদের কাজ আমরা করি।

(সহচরীগণের গীত গাহিতে গাহিতে প্রবেশ।)

গীত।

যাবে যাও—নাও তুলে নাও—নয়নজলে গাঁথা হার।
আর কিছু নেই—যা আছে এই—আমার আশা নিরাশার॥

যত্ন ক'র—স্নৃথ ফেলে,
ছিঁড়'নাক' শুকিয়ে গেলে,
মনের কোণে রেখ' তুলে—প্রাণের সোহাগ অবলার ॥
সাধের সাগর বুকে ধরে,
প্রেমের আলো জ্বালিয়ে ঘরে,
পথ চেয়ে সে থাকবে প'ড়ে, আর ত' কিছু নাইক' তার ॥

(প্রথমাঙ্ক সমাপ্ত।)

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

(বিশ্বনাথ রাওর প্রাঙ্গণ, বিলাসবতীর প্রবেশ।)

বিলাস। (স্বগত) সংসার মরুভূমি? পৃথিবী জ্বালাময়। সুখ কোথায়? কেবল মরীচিকা—কেবল নৈরাশ্য—কেবল মর্ম্ম-ভেদী যন্ত্রণা! যে যারে ভালবাসে—যে যারে চায়—তার ভাল-বাসা তো সে পায় না—সে তো তার হয় না। নির্ম্মম বিধাতার একি কঠোর বিধান! কেন আমি এদেশে এসেছিলুম! কেন আমি নরেন্দ্রের দেবমূর্ত্তি এ পাপচক্ষে দেখেছিলুম! কেন আমি তার মধুর স্বর শুনে মোহিত হয়েছিলুম? এখন আমার সব যায়। পবিত্র নারীধর্ম্ম জলাঞ্জলি দিতে বসেছি। রমণীহৃদয়ের গর্ব্ব, মান,

অভিমান, সমস্তই বিসর্জ্জন দিয়েছি। সমাজের পবিত্র নাম পর্য্যন্ত কলঙ্কিত করতে অগ্রসর হয়েছি। কিন্তু যার জন্যে এত কর্‌ছি—হাসি মুখে সর্ব্বস্ব লুটিয়ে দেবার জন্যে বুক পেতে ব'সে আছি—সে তো আমার নয়? সে তো আমায় চায় না! তার যে রমা-অন্ত প্রাণ! সে যে রমার পায়ে বিক্রীত। সে যে রমার কৃপা কটাক্ষের ভিখারী। রমা! রমা! তুই না একজনের বিবাহিতা স্ত্রী? রাও সাহেব না তোকে প্রাণ ঢেলে বিশ্বাস করেন? রমণী-রত্নের আদর্শ ব'লে তুই না স্বামীর বড় সোহাগের পাত্রী? ব্যভিচারিণী! তোর একি ব্যবহার? আমার বুকের ধন আমার প্রাণ ছিঁড়ে তুই নিতে চাস্? আমার বড় যত্নে গাঁথা কোহিনুরের মালা—আমার গলা থেকে তুই খুলে নিতে চাস? আমার কত সাধের সোণার ফুলবাগান, তুই শ্মশান ক'রে দিতে চাস্? বড় সুযোগ এসেছে, সুন্দর অবসর উপস্থিত। রাও সাহেব এখন গৃহে নাই। কিন্তু বিলাসবতী জীবিতা থাকতে তোমার পাপ ইচ্ছা পূর্ণ হবে না। নরেন্দ্রের ভালবাসার অধিকারিণী একমাত্র আমি। তুমি কেউ নও। নরেন্দ্র আমার, আমারই জন্য সৃজিত, সে আমারই হৃদয়ের দেবতা, সে আমারই চিরকাল থাকবে। যে আমার পথের কণ্টক হবে—যে আমার সরস প্রাণে আগুন জ্বেলে দেবে, আমি তার সর্ব্বনাশ করবো। ধর্ম্মাধর্ম্ম মানবো না, পাপপুণ্য বিচার করবো না। সংসার-সমাজ-স্বদেশ-আত্মীয়-স্বজন সব ভাসিয়ে দেবো। অঞ্জলি পূরে বুকের রক্ত উৎসর্গ করবো। বিধাতার সহস্র অভিশাপ মাথায় পেতে নেবো। প্রকৃতির বিভীষিকাময়ী-লীলার মধ্যে চঞ্চলা চপলার মত খেলা ক'রে বেড়াবো—তবু নরেন্দ্রকে কখনও ছাড়বো

না। নরেন্দ্রের আশা এ জীবনে ত্যাগ করবো না। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ একদিকে, আমার নরেন্দ্র একদিকে।

(মোহিনীর প্রবেশ।)

মোহিনী। কি গো দিদি ঠাকরুণ? আজ যে বেড়াতে বেরুলে না? মাইজী গেলেন, নরেন্দ্র বাবু গেলেন, আর তুমি এখানে একলাটী দাঁড়িয়ে রয়েছ যে?

বিলাস। আমার ওসব ভাললাগে না বাবু। একজন কোথাকার কে—জানি না—শুনি না, অপরিচিত পুরুষের সঙ্গে গা ঢুলিয়ে, বুক ফুলিয়ে—বেড়াতে বেরুতে, আমার কেমন কেমন লাগে।

মোহিনী। তা বড় মিছে বলনি দিদিমণি! আর আমাদের কলকেতার বাবুটী কেমন এক ধাজের লোক। কারো সঙ্গে ভাল ক'রে কথাই কন্না—মাইজীর সঙ্গেও নয়। দেমাকে ধরাখানা সরা দেখ্ছেন। কাজের মধ্যে দিনরাত পোশাকের কারিকুরী হচ্ছে—রকম রকম এসেন্স মাখ্ছেন, আর কি ফ্যাসন বাবু, পাকিয়ে পাকিয়ে গোঁপ সরু করা, রাতদিনই তাই কচ্ছেন।

বিলাস। আচ্ছা, মোহিনী, তোর মাইজী ঐ বাবুটীর সঙ্গে যখন তখন বেড়াতে যান, দুজনে এক ঘরে ব'সে গল্প করেন, হাসিতামাসাও বেশ চলে দেখ্তে পাই, এসব গুলো কি ভাল? মেয়েমানুষের মন পদ্মপাতার জল, কখন কি হয় তাকি বলা যায়? বিশেষ নরেন্দ্র বাবুর এই উঠ্তি বয়েস—অমন সুন্দর চেহারা। আগুনের কাছে ঘী থাক্লে কতক্ষণ না গ'লে থাক্তে পারে বল?

মোহিনী। তোমাদের কল্‌কেতার বাবুটীর মনে কি আছে বল্‌তে পারিনি। কিন্তু আমাদের দেশের মেয়েমানুষ,—বিশেষতঃ আমাদের মাইজী, স্বামী ছাড়া স্বয়ং কামদেব এলেও তার মুখে লাথি মারেন, এই বাঁ পায়ের লাথি—বুঝলে দিদিমণি?

বিলাস। চুপ কর্, আর ওসব কথায় কাজ নেই। রমা ও নরেন্দ্র বাবু এদিকে আস্‌ছেন। বোধ হয় বেড়িয়ে এই ফিরছেন। (স্বগত) লজ্জা করে না। প্রাণে একটু সরম আসে না! নায়ক নায়িকার মতন দুজনে হেল্‌তে দুল্‌তে আস্‌ছেন। আমার প্রাণ জ্বলে যায় কেন? আমার মনে আগুন জ্বলে উঠে কেন? এ আমার কি হলো?

(রমা ও নরেন্দ্রের প্রবেশ।)

রমা। বিলাস, তুমি তো বড় মজার লোক দেখ্‌ছি। সমুদ্রের ধারে আমাদের সঙ্গে বেড়াতে যাবার জন্যে এত ক'রে ডাক্‌লুম— বিবিজীর কিছুতেই বার হলো না। বল্লে অসুক করেছে, আমি একটু ঘুমুবো! এই বুঝি তোমার ঘুম?

বিলাস। আমি ভাই, এইমত্র উঠলুম। তোমাদের বেড়ান হয়েছে তো? তা হলেই আমার হলো।

রমা। কি রকম? আমি খেলে বুঝি তোমার পেট ভরে। (নরেন্দ্রের প্রতি) হাঁ নরেন্দ্র বাবু! এ কি রকম কথা বুঝ্‌তে পারছেন্ কিছু?

নরেন্দ্র। বিলাসবতীর হেঁয়ালীর মধ্যে ঢোকা আমার মতন অল্পবুদ্ধির লোকের কাজ নয়।

বিলাস। আপনার অল্প বুদ্ধি! তা হ'লে তো আমরা নেই।

আপনার পেটরীর মধ্যে অন্ততঃ চার খানি ম্যানঅফ্‌ওয়ার আছে। কত বন্দুক, কত কামান, কত গোলা-গুলি, কত বারুদ নিয়ে আপনি ঘর করেন, আমরা একটু আধটু বুঝি বই কি?

রমা। নরেন্দ্র বাবু! বিলাস একহাত আপনাকে খুব নিয়েছে। (বিলাসের প্রতি) বেঁচে থাক বিলাস, তুমি না হ'লে এমন জবাব দেয় কে?

নরেন্দ্র। আপনিও বুঝি ওঁর দিকে হলেন—তা হ'লে আমি দাঁড়াই কোথা?

বিলাস। আপনি কি উড়ে এসে জুড়ে বস্‌তে চান না কি! আমরা কত দিনের পরিচিত গঙ্গা-যমুনার মতন দুজনে একত্রে মিলে রয়েছি, আপনি কি জোড়া ভাঙ্গতে চান নাকি?

নরেন্দ্র। ঈশ্বর আপনাদের চিরদিন একত্রে রাখুন। এমন নির্দ্দয় কে আছে, একটা বোঁটার দুটী ফুলের একটিকে ছিঁড়ে তুলবে?

রমা। বিলাস! কাল আমি নরেন্দ্র বাবুকে নিয়ে এলিফেন্টা কেভ্‌ দেখ্‌তে যাবো—তুমি আমাদের সঙ্গে যাবে!

বিলাস। না ভাই, আমার শরীরটা আজ সকাল থেকে এমন খারাপ হয়েছে—তোমায় আর কি বলবো? সমস্ত দিন মাথা টিপ্‌-টিপ্‌ করছে—রাত্রে বোধ হয়, আমার জ্বর হবে। (মোহিনীর প্রতি) মোহিনী, আমায় একটু কুইনাইন কিনে এনে দে না। ঘরে যে টুকু ছিল, দুপুর বেলায়ই আমি খেয়ে ফেলেছি।

মোহিনী। ও নাম আমার মনে থাকবে না বাবু। একটু কাগজে লিখে দাও—ডাক্তারখানা থেকে এনে দিচ্ছি।

বিলাস। আচ্ছা, আমার ঘরে আয় লিখে দিচ্ছি। (রমার

প্রতি) আমি চল্লুম ভাই. একটু শুয়ে পড়িগে—মাথার যন্ত্রণাটা বড় বেড়ে উঠলো বোধ হয় জ্বর এলো।

[[illegible]নবতী ও মোহিনীর প্রস্থান]

রমা। [illegible] কদিন থেকে যেন কেমন হয়েছে। সদাই অন্যমনস্ক [illegible] উদাস ক'রে চেয়ে থাকে। বেশী কথা কইতে [illegible] বোধ করে। কে জানে কেন ওর এ রকম হলো ?

নরেন্দ্র। শুধু তাই নয়। আর একটী লক্ষ্য করছেন—ও যেন আমাদের সঙ্গ ইচ্ছা ক'রে ত্যাগ করে। অসুখ—শরীরের কি মনের সেটা বুঝলেন কি ?

রমা। মনের অসুখ হবার তো কোন কারন দেখিনি। তাই যদি হয়, বাঙ্গালীর মেয়ে হলেও, ও তো আপনাদের জেনানা স্ত্রীলোক নয়—ওদের সমাজে স্ত্রী-স্বাধীনতা আছে—মনে করলে ও যা ইচ্ছা—তাই করতে পারে।

নরেন্দ্র। স্ত্রীলোকের মনে যদি কোন পাপ ইচ্ছার উদয় হয়, তার স্বাধীনতা থাকলেও কি সেই পাপে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত ?

রমা। আপনারা বাঙ্গালী কিনা, তাই বোধ হয়, স্ত্রীলোকের স্বাধীনতা স্বীকার করেন না। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস, স্ত্রীলোক পুরুষ অপেক্ষাও স্বাধীন। কারণ, পুরুষেরা অন্য কাহার অধীন না হলেও, স্ত্রীলোকের অধীন।

নরেন্দ্র। কিন্তু বিবাহিতা স্ত্রীলোকের সম্বন্ধে আপনি ও কথা বলতে পারেন না। সকল দেশের বিবাহিতা স্ত্রী মাত্রেই স্বামীর অধীন।

রমা। আপনার ওটা মহা ভ্রম। স্ত্রীলোকের স্বাধীনতার প্রতি

হস্তক্ষেপ করবার ক্ষমতা কোন দেশের কোন স্বামীরই নাই। তা থাকলে আমি কি আপনার ন্যায় একজন অপরিচিত যুবকের সঙ্গে যখন তখন যেখানে সেখানে এমন ক'রে যেতে পারি? যা খুসী তাই করতে পারি? অবশ্য আপনার সঙ্গটাও যে আমার একটু ভাল লাগে, তার আর সন্দেহ নাই।

নরেন্দ্র। (স্বগত) বিবাহিতা রমণীর মুখে এ সব কি কথা! একে আমি রমার রূপে ও গুণে মুগ্ধ, তার ওপর অনুকূল বাতাস পেলে ঢেউ উঠতে কতক্ষণ লাগে? আমি এখন কোন্ পথে যাই? মনের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে কতক্ষণ স্থির থাকতে পারবো?

রমা। কি ভাবছেন নরেন্দ্র বাবু? চলুন, লাইব্রেরী ঘরে, একটু খপরের কাগজ পড়া যাক্। আজ একটু সকাল সকাল ঘুমুবেন। ভোর বেলায় এলিফ্যান্টা কেভে যেতে হবে, নইলে সন্ধ্যার আগে ফিরতে পারবো না। জানেন তো, বজরার চাল্ বড় ঢিমে-তেতালা।

নরেন্দ্র। বজরা ক'রে সমুদ্রে যাবেন?

রমা। কোন ভয় নাই, অমরা বরাবরই যাই। আর যদিও কোন বিপদ হয়, আপনি আমায় রক্ষা করতে পারবেন না? আপনাকে একজন বীর পুরুষ বুঝেই তো আমার স্বামী আপনাকে আমার রক্ষক ক'রে গেছেন। তবে যদি আমার কপাল দোষে আপনি রক্ষক হয়ে ভক্ষক হন—তা হ'লে আমি আর কি করতে পারি বলুন। এখন চলুন।

[উভয়ের প্রস্থান।]

(অপর দিক্ দিয়া মোহন ও মোহিনীর প্রবেশ।)

মোহিনী। ওরে চুপি চুপি শোন্—চুপি চুপি শোন্। বড় মজার কথা। খপরদার কারুর কাছে ভাঙ্গিস্‌নি! তোর যে পেট আল্‌গা, তোকে বল্‌তেও ভয় করে।

মোহন। আজ বাদে কাল তুই আমার ইস্তিরী হবি, এখনও আমাকে চিন্‌তে পার্‌লিনি? আমি হ্যাকা সেজে সরল প্রাণ দেখাবার জন্যে পেট-আলগা ব'লে পরিচয় দিই, তোর সঙ্গে আমার আশনাই চলেছে—তা কখনও কারু কাছে ব'লেছি? তোর সঙ্গে নিরিবিলি দেখা সাক্ষাৎ করি, তা কাউকে জানতে দিয়েছি? তুই তীর্থ-ধর্ম্ম কর্‌তে গেছলি, তার খরচ আমি যুগিয়েছিলুম—সে কথা কেউ জানে? কাজের বেলায় ঠিক আছিরে মোহিনী, কাজের বেলায় ঠিক আছি। তুই নির্ভয়ে বল্।

মোহিনী। দিদিমণি বল্‌ছিল—আমাদের মাইজী কল্‌কেতার বাবুটীর সঙ্গে অমন ক'রে যখন তখন বেড়িয়ে বেড়ান—হাসি ঠাট্টা করেন—সেটা যেন কেমন কেমন ঠেক্‌ছে। রাওসাহেব এখানে নাই। শেষটা আমাদের উপর কোন ঝুঁকি-ঝাঁকি আস্‌বে না তো?

মোহন। বুঝেছি বুঝেছি—তোকে আর বল্‌তে হবে না। মার চেয়ে যে দরদী, তাকে বলে ডান্। মাইজী কার সঙ্গে বেড়াতে যান, কখন হাসি-তামাসা করেন, রুটী খান কি পোলাও খান, তার জন্যে দিদিমণির এত মাথা-ব্যাথা কেন? আসল কথাটা কি জানিস্,—বিলাসবতী ঠাকরুণ নিজেই পিরিতের ঝোঁকে আচাভূয়ার বোম্বা চাক্। নরেন্দ্র বাবুর আশনায়ে লাট্টু হয়ে ঘুর্‌ছেন। এই সময় তিনি একটু লেত্যি ছেড়ে দিলেই তোর দিদিমণিটী কেৎরে ঘর পার হয়ে যাবেন।

মোহিনী। তুই কি ক'রে বুঝ্‌লি?

মোহন। আমারও চোখ এদিক্ ওদিক্ একটু ঘোর পাক খায় রে। নেহাত ভেঁদোড়ের চক্ষু মনে করিস্‌নি। আমাদের দিদিমণিটী চান্—কল্‌কেতার বাবুকে সর্ব্বগ্রাস কর্‌তে, কিন্তু বড় সুবিধা ক'রে উঠতে পাচ্ছেন না। চারে খাই দিচ্ছে বটে, কাতলাটাও নড়ছে বটে, মৃদু মন্দ বাতাসও বইছে বটে, কিন্তু শীকার স'রে স'রে যাচ্ছে। তাই প্রাণের জ্বালায় রাঁধ ছড়িয়ে বেড়াচ্ছেন। আমি আড়াল থেকে নজর করেছি, বাঘিনী গুলো মানুষ ধর্‌তে গিয়ে, তার হাতের গুলি খেয়ে যেমন মাটীতে প'ড়ে আঁচড়া-কামড়া করে, বিলাসবতী ঠাকরুণের অবস্থা ঠিক তেমনি। যে কাজের যা,—এখন মর্‌ছেন ছটফট করে। অলুনির চোটে প্রাণ দিশেহারা।

মোহিনী। আমি মুখের ওপর খুব বলেছি। আমাদের মাইজীর নামে ঠেস্ দিয়ে ব'ল্লে, আমি চুপ ক'রে থাকৃতে পারি?

মোহন। যার যেমন মন। গোলাপ ফুলও ফুল, আর শিমুল ফুলও ফুল। বোম্বাই আমও আম, আর বুনো আমও আম। গিনি সোণাও সোণা, আর কেমিকেল সোণাও সোণা। তবে পাকা সোণায় খাদ মেশালে ধরা প'ড়ে যায়—এ কথা প্রাণে গেঁথে রেখে-দিস্।

মোহি। ঠিক বলেছিস্—পাকা সোণায় খাদ মেশালে জহুরীর চোখ কি এড়ান যায়?

(উভয়ের গীত।)

ধরা পড়ে এক আঁচড়ে পাকা সোণায় খাদ মেশালে।
জহুরী হুঁসিয়ারী জাহীর হবে একটি চালে॥

লুকিয়ে পিরীত ক'রতে হলে,
বিষের জ্বালায় পরাণ জ্বলে,
মনের কোণে আগুন জ্বেলে শেষটা পড়ে হাড়ির হালে ॥
যেমন ওঠায় তেমনি ওঠে,
যেমন ছোটায় তেমনি ছোটে,
আপনি এসে পায়ে লোটে, নাচ্‌তে থাকে তালে তালে ॥

দ্বিতীয় দৃশ্য।

নরেন্দ্রনাথের শয়ন-কক্ষ।

নরেন্দ্র। (স্বগত) আমার পাপ মন—তাই রমার চরিত্রে সন্দেহ করি। আমি তার রূপমোহে আবদ্ধ—তার প্রেমে আসক্ত, তার অলৌকিক গুণে মুগ্ধ—তাই মনে করি, সেও আমার প্রতি অনুরক্ত। এদেশের এই প্রথা। মহারাষ্ট্র সমাজ এই ভাবে গঠিত। স্ত্রীস্বাধীনতা এ জাতির অস্থি-মজ্জা, তাই অভ্যাগত অতিথির প্রতি রমার ঐকান্তিক যত্ন, আমি প্রণয়ের লক্ষণ মনে ক'রেছি। তার সহোদরার স্নেহ ও অনুরাগ আমি কামাতুরার ইঙ্গিত ব'লে ধারণা করেছি ছিঃ! ছিঃ! এ ভ্রম আমার মহাপাপ! কিন্তু আজকের সন্ধ্যা বেলার কথা-বার্ত্তাতে আমার প্রাণে এক প্রবল তরঙ্গ উঠেছে। এ কি কামনা না ছলনা? এ কি আসক্তি না পরীক্ষা? রমা দেবী না ছদ্মবেশী দানবী? স্বেচ্ছায় এ মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণা অর্জ্জন করবার জন্যে বোম্বাই বেড়াতে এসেছিলুম? কুক্ষণে

সে দেবমন্দিরে মধুর রমণীকণ্ঠস্বরে আকৃষ্ট হয়ে প্রবেশ ক'রেছিলুম। কুক্ষণে রাও সাহেবের গৃহে আতিথ্য স্বীকার ক'রেছিলুম আমার চারিদিকে পরীক্ষার আগুন জ্বলে উঠেছে, আমি পুড়ে পুড়ে মরছি—অথচ মুখে ফুটে বলবার উপায় নাই। এস্থান যে পরিত্যাগ ক'রে চ'লে যাবো—সে পথও বন্ধ। রাও সাহেবের নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছি আবার এদিকে বিলাসবতীও এক অদ্ভুতচরিত্রের লীলাময়ী রমণী। তবে মনের ভাব এখনও স্পষ্ট বুঝতে পারিনি বটে, কিন্তু তার সেই ঈর্ষা-পূর্ণ কটাক্ষ সকরুণ অথচ জ্বালাময়ী তীব্র দৃষ্টি—পরিস্ফুট অথচ অব্যক্ত প্রেমের ভাষা আমার প্রাণে এক প্রলয়ের সমুদ্র সৃষ্টি করেছে। চক্ষে নিদ্রা নাই—হৃদয়ে শান্তি নাই—জীবনের সুসার শুষ্ক প্রায়। এ অবস্থায় করি কি? পরিণাম ভেবে আমার আতঙ্ক উপস্থিত হয়েছে। আর ভাবতে পারিনি—বিছানায় গিয়ে একটু ঘুমুবার চেষ্টা করি। (শয়ন ও নিদ্রা)

(ধীরে ধীরে বিলাসবতীর প্রবেশ।)

বিলাস। (স্বগত) গেল—চুরমার হয়ে ভেঙ্গে গেল, নারী-হৃদয়ের এত গর্ব্ব, এত অহঙ্কার—ধূলোর মতন গুঁড়ো হয়ে গেল। দম্ভের তুঙ্গ শৃঙ্গে ব'সে উপেক্ষার চক্ষে চেয়ে সমস্ত পৃথিবীকে তুচ্ছ জ্ঞান করতুম। পুরুষের রূপ, প্রণয়াকাঙ্ক্ষীর কটাক্ষ, শিশুর অর্থহীন হাসি ব'লে মনে করতুম। কত সুন্দর সুপুরুষ—শিক্ষিত যুবার অযাচিত প্রেম পায়ে ঠেলে ফেলে দিয়েছি। তাদের প্রেমপত্রের কাতরোক্তি পাগলের প্রলাপ ব'লে মনে মনে হেসেছি। এ আমার কি পরিবর্ত্তন! এ আমার কি অধঃপতন! এই গভীর রাত্রে

প্রকৃতির এই সুষুপ্ত অবস্থায়—পাপীর নরকাগ্নি প্রজ্বলিত করবার এই শুভ মুহূর্ত্তে এ আমি কোথায় এসেছি? কেন এসেছি? যে প্রেম পায়ে ধ'রে কেউ পায়নি—যে প্রাণ ভিক্ষার্থী বেশে কর যোড়ে দাঁড়িয়েও কেউ ছুঁতে পারেনি—যে হৃদয় সহস্র তরঙ্গেও একটু বিচলিত হয়নি—আজ সেই অমূল্য রত্ন উপযাচিকা হয়ে বিলিয়ে দিতে এসেছি! সেই যুগযুগান্তরের সাধনার সামগ্রী ভিখারিণীর অধম হয়ে লুটিয়ে দিতে এসেছি। রমণীর সর্ব্বস্ব রতন রাজরাণীর আকাঙ্ক্ষিত ধন—পবিত্র সতীত্ব ভূষণ একজন অপরিচিত পুরুষের পায়ে পরিয়ে দিতে প্রস্তুত হয়েছি। জগদীশ্বর! তুমিই স্বর্গে রেখেছিলে—আবার তুমিই নরকে ফেলছো। তবে এই আমার কাতর-ভিক্ষা—নরকেও আমি যেন রাজরাণী হ'তে পাই। (নরেন্দ্রের নিকট আসিয়া) এই যে! নরেন্দ্র গভীর নিদ্রায় মগ্ন! ঘুমন্ত চক্ষু দুটীর কি সুন্দর শোভা হয়েছে। যেন সন্ধ্যার দুটী স্থল-পদ্ম মুদিত হয়ে রয়েছে। একি! প্রাণ আজ এত অধীর কেন? বুকের ধন বুকে তুলে নেবার জন্যে প্রাণের এত উল্লাস কেন? মুখে মুখে মিশিয়ে দিয়ে চ'খে চ'খে চেয়ে—অঘোরে ঘুমিয়ে পড়্‌বার এত সাধ আজ হয় কেন? নরেন্দ্র! আমার সর্ব্বস্ব তুমি—আমার জীবনের একমাত্র আরাধ্য তুমি—আমার ইষ্ট দেবতা তুমি—কার সাধ্য আমার বুকের ধন আমার বুক থেকে ছিনিয়ে নেয়? রমা তো দূরের কথা—স্বর্গের অপ্সরাই হ'ক আর নরকের রাক্ষসীই হ'ক, আমার বিষে জর্জ্জরিত হয়ে, মৃত্যুকে আলিঙ্গন ক'রতে হবে।

নরেন্দ্র। (নিদ্রিত অবস্থায়) না—না—আমি অবিশ্বাসী নই—আমি অবিশ্বাসী—নই। (ত্রাস্তে উঠিয়া) কেও রাত্রি দ্বিপ্রহরে আমার ঘরে স্ত্রীলোক কেন?

বিলাস। চেঁচিওনা, চুপ কর—আমি।

নরেন্দ্র। একি! বিলাসবতী। তুমি! তুমি এত রাত্রে আমার ঘরে কেন?

বিলাস। ব্যস্ত হবেন না, কোন বিশেষ কাজে এসেছি।

নরেন্দ্র। রাত্রে কি এমন কাজ? কর্ত্রী ঠাকুরাণীর কি কোন অসুখ ক'রেছে?

বিলাস। কর্ত্রী ঠাকুরাণীর অসুখের জন্তে আপনার এত ভাবনা কেন? তিনি বেশ সুস্থ আছেন। কাল সকালেই আপনাকে এলিফ্যাণ্টাকেভ দেখাতে নিয়ে যাবেন—তার কোন ত্রুটী হবে না। কই? আমার অসুখের কথা তো আপনি একবার জিজ্ঞাসা কর্‌লেন না। আপনি আমার স্বদেশী—ধর্ম্ম এক না হ'লেও, জাতে এক। এ গৃহের কর্ত্রী অপেক্ষা আমি কি আপনার বেশী আত্মীয় নই? আমার খোঁজ নেওয়া আপনার প্রথম দরকার।

নরেন্দ্র। সে বিষয়ে আমার ত্রুটী হয়েছে, আমি স্বীকার কচ্চি। এই গভীর রাত্রে তোমায় আমার ঘরে দেখে, আমি যার পর নাই আশ্চর্য্য হয়েছি, তাই তোমার অসুস্থতার কথা জিজ্ঞাসা করতে ভুলে গিয়েছিলুম। এখন আমার অনুরোধ, তুমি একদণ্ড বিলম্ব না ক'রে, আপনার ঘরে ফিরে যাও। তোমার প্রয়োজন যতই গুরুতর হউক, এই দ্বিপ্রহর রজনীতে আমার শয়নগৃহে আসা তোমার কিছুতেই উচিত হয়নি। তুমি শীঘ্র এ স্থান ত্যাগ কর।

বিলাস। আমরা হিন্দু নই—ব্রাহ্মিকা। যখন তখন নির্ভয়ে পুরুষের নিকট যাওয়া-আসা আমাদের দেশের রীতিবিরুদ্ধ হ'লেও আমাদের সমাজবিরুদ্ধ নয়।

নরেন্দ্র। আমি স্বদেশবাসী হলেও, যখন ধর্ম্ম সম্বন্ধে আমা-

দের মতের মিল নাই, তখন রাত্রিকালে আমার শয়নগৃহে আসা তোমার ভাল কাজ হয়নি।

বিলাস। মনের মিলন হলেই ধর্ম্মের মিল আপনা হ'তেই হবে।

নরেন্দ্র। বিলাসবতী কি বল্‌ছো? আমি তোমার কথাতো কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্ছি না। কি দরকারে এসেছ আমায় বল।

বিলাস। কি দরকার? নরেন্দ্র! এখনও তুমি বুঝ্‌তে পারোনি? তুমি কি পুরুষ নও—তোমার কি প্রাণ নাই? তোমার দেহ কি রক্তমাংসে নির্ম্মিত নয়? তোমার হৃদয় কি কামনা-বর্জ্জিত? নারীর বিদ্যুৎ কটাক্ষ তোমার হৃদয়ে কি বেঁধেনা? নরেন্দ্র! আর আমি তোমার কাছে কোন কথা গোপন কর্‌বো না—গোপন কর্‌বার শক্তিও আমার নাই আমি উপযাচিকা হয়ে আজ তোমার কাছে মনের দুর্ব্বলতা জানাতে এসেছি। আমি আর আমার নই—তোমার দাসী তোমায়, প্রেমের ভিখারিণী—তোমার সুখ-দুঃখের সমভাগিনী। তোমার অনুমতি না নিয়েই আমার মন, প্রাণ, জীবন, যৌবন সমস্তই তোমার পায়ে ফুলের মতন অঞ্জলি দিয়েছি। তুমি অনাদর ক'রে ফিরিয়ে দিলে, আর আমার উপায় নাই। নরেন্দ্র, আমায় রক্ষা কর—আমায় চরণে স্থান দাও। আমি বড় অভিমানিনী—বড় গর্ব্বিণী—কিন্তু বিধির বিধানে আজ তোমার একবিন্দু কৃপার প্রার্থিনী। আমার সব থেকেও, আমি যেন অনাথিনী। একবার বুকে তুলে নাও—একবার আদর কর—আমার বুকভরা চক্ষের জল—একবার তোমার মুখের ওপর ফেল্‌তে দাও। আমি রাজরাণীর ঐশ্বর্য্য, ইন্দ্রাণীর সম্পদ তুচ্ছ ক'রে—এই দণ্ডে তোমার পায়ে প'ড়ে ম'র্‌তে প্রস্তুত। নরেন্দ্র, একবার মুখ তুলে

চাও—আমার আর কেউ নেই। সব ছিল—সব ভাসিয়ে দিয়েছি—এখন তুমিই আমার সব।

নরেন্দ্র। বিলাসবতী!

বিলাস। নরেন্দ্র, এখন হতে আমায় শুধু বিলাস ব'লে ডেকো—তোমার মুখে বিলাস নাম বড় মধুর লাগে। আদর ক'রে বিলাস ব'লে ডেকে, আমাকে তোমার বিলাসের সামগ্রী ক'রে নাও। নারী—উপযাচিকা নারী—প্রেমভিখারিণী নারী—এই দেখ তোমার পদতলে। দেখনা—একবার মুখ তুলে দেখ না, আমি কুৎসিৎ নই; তোমার যোগ্য না হই, তোমার অযোগ্যও নই।

নরেন্দ্র। ছি! ছি! বিলাসবতী, তোমার হৃদয় এত কলুষিত। এই পাপ ইচ্ছা তুমি প্রাণে পুষে রেখেছ? যাও,—শীঘ্র আমার গৃহ হ'তে চলে যাও। তুমি ইচ্ছা ক'রে না গেলে, আমি তোমায় এস্থান ত্যাগ করতে বাধ্য করবো। যাও—আর তিলার্দ্ধ বিলম্ব করোনা—কর্ত্রী ঠাকুরাণী জানতে পারলে কি মনে করবেন?

বিলাস। কি! কর্ত্রীঠাকুরাণী! কর্ত্রীঠাকুরাণী! সে আমার কে? সে জানতে পারলে আমার কি করবে? তুমি তার প্রত্যাশা রাখ, তুমি তার গুপ্তপ্রেমের ভিখারী, তুমি তার প্রেমকটাক্ষের প্রার্থী, তুমি তাকে ভয় করতে পার—কিন্তু আমি তাকে এক কড়ারও ভয় করিনি। সেই মায়াবিনীই তো আমার সর্ব্বনাশ করেছে! সেই কুহকিনীই তো আমার সর্ব্বস্ব ছিনিয়ে নিতে ব'সেছে,—তাকে আমি ভয় করবো? তার সর্ব্বনাশ করবো, তার সোণার সংসার শ্মশান করবো, তার সাধের অট্টালিকা শৃগাল-কুকুরের বাসভূমি করবো। তার সতীত্বের মহিমা ডঙ্কা বাজিয়ে পৃথিবী জুড়ে প্রকাশ

ক'রে দেবো। নরেন্দ্র, আমি রমণী বটে, কিন্তু এখন দলিতা ফণিনী!

নরেন্দ্র। (স্বগত) একি ভয়ঙ্করী প্রতিহিংসার জলন্ত মূর্ত্তি। (প্রকাশ্যে) তোমার নিজের মন কলঙ্কিত ব'লে সকলেরই মন কলঙ্কিত মনে কর। কর্ত্রী ঠাকুরাণী সতী সাধ্বী রমণী, তাঁর পবিত্র নামে কলঙ্কের দাগ পাড়ুতে তোমার লজ্জা হয় না? যাও,—দূর হও—তুমি পাপিষ্ঠা।

বিলাস। কি! আমি পাপিষ্ঠা! আর তোমার সতী-লক্ষ্মী রমাবাই বুঝি বড় পুণ্যবতী নরেন্দ্র, সব ভুলতে পারবো, কিন্তু তোমার এই মর্ম্মান্তিক তিরস্কার কখন ভুলবো না। আমি পাপিষ্ঠা? বেশ! আজ হ'তে পাপিষ্ঠাই হলুম! নরকের আগুন ধূ ধূ জ্বালিয়ে তুলবো—পিশাচীর রূপ ধারণ ক'রে তোমার বড় সাধের রমার বুকের রক্ত অমৃতজ্ঞানে পান করবো—মৃত্যুর পরও প্রতিহিংসার জীবন্ত মূর্ত্তি হয়ে, ছায়ার মতন তোমার সঙ্গে সঙ্গে ফিরবো। রাত্রে তোমার সুখ-নিদ্রা কেড়ে নেবো; দিনে তোমায় অচেতন ক'রে রাখবো, এক মুহূর্ত্তের জন্যেও তুমি সুখের মুখ দেখতে পাবে না। নরেন্দ্র, আমি পাপিষ্ঠা—কিন্তু মনে রেখো, কেবল পাপিষ্ঠা নই—আমি রাক্ষসী—আমি দানবী—আমি পিশাচী!

[বেগে প্রস্থান।]

নরেন্দ্র। রাক্ষসী—যথার্থই রাক্ষসী—চ'খে আগুন, মুখে আগুন, প্রাণে আগুন। সব জ্বালাবে—সব পোড়াবে। জগদীশ্বর রক্ষা কর।

তৃতীয় দৃশ্য।

বাগবাজারের চক।

(মিউনিসিপ্যাল মার্কেট, পার্শী বালকগণের নৃত্য গীত।)

গীত।

মিছে পড়বো কি আর এ বি সি!
বিলাতি চাল ধ'রে হায় দেশের দশা হ'ল কি!
শেখে কেবল ফুঁক্তে চুরুট,
পমেটম চুলের চুনট্,
চায়্‌চে কাঁটা হাতে ছাঁটা বল্‌তে সরম ছি ছি ছি।
দেশের লোক পায়না খেতে,
বড় সাধ বিলেত যেতে,
বেড়ালচোখী কর্‌বে তাড়া পড়্‌বে সাড়া টি টি টি॥
আমরা তবু পদে আছি,
যা হোক্ দেশের মান রেখেছি,
কাপড় সূতর কল করেছি বাঙ্গালী ভাই কর্‌ছ কি॥

[প্রস্থান]

(সোরাপজীর প্রবেশ।)

সোরাপ। ক্যা তাজ্জব কি বাৎ! এমন নাকাল তো কখন হইনি। মেয়ে-মানুষের দালালি সম্বন্ধে আমি একজন দিগ্বিজয়ী বীর। কদিন ধ'রে খুঁজে খুঁজে সবুজ রঙের কাপড় আর

কাণে হীরার ইয়ারিং কিছুতেই বার কর্‌তে পাচ্ছিনি! আমার বাপ দাদার নাম ডোবাতে বসেছি। লজ্জায় যে কল্‌কেতার বাবুজীর কাছে মুখ দেখাতে পাচ্ছিনি। নগদ একশোখানি মুক্তা এখনি পাওয়া যায়, চোস্ত নসিবে এ বাগড়া কে লাগাচ্ছে বাবা? হে ভগবান্‌জী, হয় লাখ পাঁচ ছয় টাকা পাইয়ে দাও, নিশ্চিন্ত হয়ে পায়ের ওপর পা দিয়ে বসি, নয়তো সেই সবুজ রঙের কাপড় কাণে হীরার ইয়ারিং এনে সাম্‌নে খাড়া ক'রে দাও। (অন্য দিকে চাহিয়া) ভগবান্‌জীর তো বড় মেহেরবানী দেখ্‌ছি; এই যে সামনেই সবুজ রঙের কাপড় পরা মেয়ে মানুষ। তোফা বড়িয়া খাপ সুরৎ! একে দেখেই বাবুজীর মন টলেছে, তার আর সন্দেহ নাই। আমাদের হোটেলে চাকরি করা এমন কত্তাপ্রাণ ওকে দেখেই যেন ছাগলছানার মতন তিড়িং মিড়িং ক'রে লাফাচ্ছে, আর যাদের পকেট রূপোর চাকতিতে ভরা আছে, তাদের প্রাণ তো ফড়িঙ্গাচ্ছার মতন ডিগবাজি খাবেই। এখনি ছুঁড়িটাকে ঠিক ঠাক ক'রে কোম্পানির বাগানের একটা ঝোপের ভিতর বসিয়ে রেখে আসি। তার পর রাও সাহেবের বাড়ী গিয়ে বাবুজীকে খপর দিয়ে শুভসম্মিলনটা করিয়ে দিই। কিন্তু কাণে হীরার ইয়ারীং তো নেই, তা চব্বিশ ঘণ্টাই বুঝি কাণে হীরার ইয়ারিং প'রে থাক্‌তে হবে? খুলে রেখে থাকবে! হাঁ ঠিক—ঠিক খুলে রেখেছে।

(মোহিনীর প্রবেশ)

মোহিনী। (স্বগত) এক শিশি কুইনাইন নিয়েছি, খা তো বাবা কত খাবি। তোর রোগ যা তাতো বুঝেছি! কুইনাইনে বড়

কিছু হ'বে না। খানি-টা বিষ খেলে বরং উপকার হওয়া সম্ভব। পিরীতটা বড় ছেঁচড়া জিনিষ; যেন সোঁ-পোকা, ধরলে আর ছাড়তে চায়না—আবার ছাড়লেও জ্বলুনি যায় না।

সোরাপ। আদাব বিবি সাহেব আদাব! মেজাজ সরিফ?

মোহিনী। (স্বগত) এ মিন্সে কেরে! কখন দেখা শুনা নেই, চেনা পরিচয় নেই, এত নেওটা পানা করছে কেন? একটা কিছু মৎলব আছে বোধ হয়।

সোরাপ। বিবি সাহেব ভাল আছতো? আশনাই টাশনাই ভাল রকম চল্‌ছে তো?

মোহিনী। ও বুঝেছি, লোকটা মেয়ে মানুষের দালাল। একটু ন্যাকা সেজে রং করা যাক্। (প্রকাশ্যে) আশনাই আর চ'লবে কোথা থেকে সাহেব? যে বাজার ভাও প'ড়েছে আজকালকার পিরীত করণে ওয়ালার দল মিনি পয়সায় আশনাই করতে চায়। তা সাহেব, সুধু হাত কি মুখে উঠে? নিদেন দুটা চিঁড়েভাজাও তো চাই।

সোরাপ। ঠিক বলেছ বিবি, ঠিক বলেছ। তুমি বড় দিল-খোলাসা মেয়ে মানুষ। তোমার এমন সুরৎ, চাঁদকা মাফিক সুরৎ—তোমার সঙ্গে মিনি পয়সায় আশনাই করতে আসে? তোমার তো ঘণ্টা কুড়ি টাকা হওয়া উচিত।

মোহিনী। আচ্ছা সাহেব! তোমার দেবতা স্বয়ং অগ্নিদেব—তোমার শ্রীমুখে এসে এখনই লাগুক। তোমার জয় জয় কার হ'ক। একটা দেখে শুনে দাওনা। ঘণ্টা কুড়ি টাকা না হক—দশ টাকা হ'লে যে বেঁচে যাই।

সোরাপ। তার জন্তে ভাবনা কি বিবি? আমি তোমার মাথা

থেকে পা পর্য্যন্ত টাকার গাউন তোয়ের ক'রে পরিয়ে দেবো। তুমি এখন একটী লোকের সঙ্গে দেখা কর্‌বে ?

মোহিনী। কোথায় ?

সোরাপ। এই কোম্পানীর বাগানে তুমি একটু অপেক্ষা কর্‌বে আমি ছুটে গিয়ে ডেকে নিয়ে আস্‌বো।

মোহিনী। কি পাবো ?

সোরাপ। দশ টাকা এই আগাম নাও। (টাকা প্রদান)

মোহিনী। (অঞ্চলে বাঁধিতে বাঁধিতে) আদাব সাহেব, বহুত বহুত আদাব। তুমি বড় ভাল লোক। আরজন্মে বোধ হয়, তুমি আমার জন্মদাতা বাপ ছিলে, নইলে এতটা দরদ আমার প্রতি হ'তো কি ?

সোরাপ। তা বিবি সাহেব! তুমি যদি আমার কথা শুনে চলো, রোজ তোমায় তিন চার জোড়া দরদ দেখাতে পারি।

মোহিনী। খুব রাজী! এখন কাকে ডেকে নিয়ে আস্‌বে এসো। বেশীক্ষণ আমি থাক্‌তে পার্‌বো না। আমি গেরোস্তোর মেয়ে, আমার স্বামী আছে।

সোরাপ। না, না, আধ ঘণ্টার মধ্যেই তোমায় ছুটী ক'রে দেবো। তুমি নাচ গান জান ?

মোহিনী। কেন বল দেখি ?

সোরাপ। যার সঙ্গে তোমায় দেখা করিয়ে দেবো—সে লোক ক্রোড়পতি। হাতের এক একটা আংটীর দাম লাখ টাকা। সে নাচ গান জানাওয়ালী মেয়ে-মানুষ বড় পেয়ার করে।

মোহিনী। বটে, তা আমি তার মনের মতন হ'তে পার্‌বো। আমি নাচতেও মজবুত আর গাইতেও মজবুত।

সোরাপ। তবে তো তুমি সবলুট! বাহবা বিবি সাহেব—বাহবা! কই, একটা নমুনা দেখিয়ে দাও দেখি।

মোহিনী। দেখাতে পারি—যদি তুমিও আমার সঙ্গে নাচ্‌তে রাজি হও।

সোরাপ। বিবি সাহেব, আমায় বড় একটা কেওকাটা ঠাউরো নি। আমি একজন ওস্তাদ নাচিয়ে; ম্যাডায়াস্কার থিয়েটারে ন বৎসর ড্যানসিং মাষ্টার ছিলুম।

মোহিনী। তা হ'লে তো খুব জুতই হয়েছে। তবে একখানা লাগাই—কি বল?

সোরাপ। জরুর! তুমি গান না ধর্‌তে ধর্‌তেই এই দেখ আমার নাচ পাচ্ছে—পায়ে যেন ছুঁচো বাজী ছেড়ে দিচ্ছে। সুরু কর বিবি সাহেব, শীগ্‌গীর সুরু কর।

(মোহিনীর গীত ও অঙ্গ ভঙ্গির সহিত সোরাপের নৃত্য।)

গীত।

ঠুমকি ঠুমকি নাচে পেয়ারা মোরি।
লাগি আঁখি নিমে খুসি ভারি॥
হাসি হাসি মুমে ফাঁসি লিয়ে,
রোয়ে রোয়ে জান্ বেগড় হোয়ে,
সামায়ো ঠায়ো জো কসম্ তেরি॥
বদনকি বিচমে বিজলি ছোটে,
চম্‌কি চম্‌কি রোশনি ঝমকি ওটে—
আউরৎ পায়ের লোটে—
সেয়তো তেরি ভরি দাগাদারি॥

মোহিনী। বস্ বস্ সাহেব। থামো থামো! গান হয়ে গেছে—তোমার নাচ থোকর।

সোরাপ। আর খানিকক্ষণ চল্‌বে না? আমার যে এখনও তেহাই দেওয়া হয়নি।

মোহিনী। তেহাই দেওয়াটা না হয় আজ থাক—কাল হবে। আমায় এখন কোথায় যেতে হবে বল?

সোরাপ! কোম্পানীর বাগানে।

মোহিনী। ও বাবা! অতদূর আমি হেঁটে যেতে পারবো না। একখানা গাড়ী নিয়ে এসো।

সোরাপ। তবে আর একটু চল—মার্কেটের কাছ থেকে একখানা দেখে শুনে নেবো এখন। বিবি সাহেব, তুমি দেখ্‌তে যেমন খাবসুরৎ—তোমার নাচ গানও তেমনি খাবসুরৎ।

মোহিনী। আর তুমি সাহেব, কসুরটাই বা কি? গাল দুখানি টুক্ টুক্ করছে—যেন গোলাপ ফুলের পাঁপড়ী দিয়ে তৈয়েরী। হাঁ সাহেব, রং টং করনি তো?

সোরাপ। রং করতে যাবো কেন? আমি গরিব হলেও, বিবি সাহেব আমার পেছনে এখনও গণ্ডা গণ্ডা মেয়ে মানুষ ঘোরে।

মোহিনী। তাতো ঘুরবেই। সে কেবল তোমার ঐ টুকটুকে গালের জোরে। আমায় একবার হাত বুলুতে দেবে সাহেব?

সোরাপ। তা—তা—তা—তুমি যখন আবদার কর্‌ছো, হাঁ করে একবার বুলিয়ে নাও।

মোহিনী। তবে সাহেব, মেহেরবানী করে একটু বেঁটে হও। নইলে আমি তো নাগাল পাবো না? (সোরাপজীর তথা করণ) আহা! সাহেব! তোমার গাল দুখানি যেমন টুকটুকে, তেমনি নরম,

যেন স্প্রীঙের গদী। হাত ঠেকছে, আর যেন রবারের বলের মতন লাফিয়ে উঠছে।

সোরা। বিবি সাহেব, তোমার হাতও বেশ মোলায়েম। যেন পাঁউরুটীর ভেতর কার শাঁস।

মোহিনী। তবে সাহেব, এইবার তুমি দাস হয়ে ঘাস খাও, আমি আস্তে আস্তে পাশ কাটাই।

[সজোরে চপেটাঘাত করিয়া বেগে প্রস্থান।]

সোরাপ। ওরে বাপরে! এ আওরৎ না কোন জরীর বাচ্ছা। একচড়ে দুনিয়া অন্ধকার দেখিয়ে দিলে! মাথাটা বোঁ বোঁ ক'রে ঘুরছে—আমি উঠে দাঁড়াতে পাচ্ছিন! জল—জল—জল—একটু—জল—দৌড়ে ঐ কলে গিয়ে মাথা পেতে দি।

[বেগে প্রস্থান।]

চতুর্থ-দৃশ্য।

সমুদ্রবক্ষে বজরা।

(নরেন্দ্র ও রমাবাই বজ্‌রার ছাদে আসীন ও নাবিকগণ যথাস্থানে উপবিষ্ট।)

রমাবাইয়ের গীত।

না জানি সাগর রাণী এত গরব কেন তোমার।
নিশি দিন তুফান তুলে, ফুলে ফুলে কোথায় চলে,
নিশানা কই পাই নাকো তার॥

জীবনে ত কূল দেখিনি, কূল হারিয়ে আকুল ধনী,
লজ্জাহীনা উলঙ্গিনী, কেমন লীলা বোঝা ভার।

রমা। কেমন নরেন্দ্র বাবু, সমুদ্রের ওপর বজরা ক'রে বেড়াতে মনে বেশ ফূর্ত্তি হয়—নয়? ছোট ছোট ঢেউগুলির সঙ্গে প্রাণ যেন ঢেলে দিতে ইচ্ছে হয়। সীমাহীন—অন্তহীন অনন্ত সাগর—কতদূর চলে গেছে। আমারও বড় সাধ হয়, সংসারের সমস্ত বন্ধন ছিন্ন ক'রে, সকল মায়া মমতার হাত এড়িয়ে, এমনি করে ভাস্তে ভাস্তে কতদূর—কতদূর চলে যাই। একি নরেন্দ্র বাবু! আপনি কথাই কন্না যে? আপনার মতন এমন নীরস পুরুষত কখন দেখিনি। আজও আপনার বোল্ ফোটাতে পারলুম না—এ দুঃখ আমার চিরদিন থাক্বে।

নরেন্দ্র। এলিফেণ্টা কেভে আমরা কতক্ষণে পৌঁছাব?

রমা। আমি এমন কবিত্বপূর্ণ ভাষায় ঝঙ্কার দিয়ে অতগুলো কথা কইলুম, কোথায় আপনি তার সুন্দর সরস উত্তর দেবেন—ভাবের লহরী সমুদ্রের তরঙ্গের মতন উথলে উঠতে থাক্বে—তাতে একটু রোমান্সের ভাব ফুলের কুঁড়ির মতন ছোঁয়ান হবে—তা নয় একটী ছোট কথায় জিজ্ঞেস কর্লেন—"কতক্ষণে এলিফেণ্টা কেভে পৌঁছাব?" নরেন্দ্র বাবু! আপনি যতই গোপন করুন, আপনার মনের ফূর্ত্তি কে যেন কেড়ে নিয়েছে, আপনি যেন কেমন হয়ে গে'ছেন। আর একটা গান শুন্বেন? তাতে বোধ হয় বিষন্ন প্রাণে একটু আনন্দ আস্তে পারে, কি বলেন?

নরেন্দ্র। সেটা আপনার অনুগ্রহ।

রমা। আমার অনুগ্রহ? আপনার অনুরোধ নয়—এমন গান নাই গাইলুম। মানুষের রুচি কি পরিবর্ত্তনশীল! যে যুবক একদিন

আমার গান শুনে মোহিত হয়েছিল, আমার কণ্ঠস্বর শোনবার জন্য লালায়িত হয়ে বেড়াত—আজ তার আমার সঙ্গীতে এমন ঘৃণা জন্মাল কি ক'রে? নরেন্দ্র বাবু, এখন আর আমার গান আপনার ভাল লাগে না—নয়?

নরেন্দ্র। অমৃতে কার অরুচি হ'তে পারে? তবে কি না—

রমা। বল্‌তে বল্‌তে চুপ করলেন কেন? আপনার কোন কথা আমায় বল্‌বার থাকে—বলুন। আমি শোনবার জন্য খুব প্রস্তুত।

নরেন্দ্র। দেখুন,—আপনি আমায় যতদূর বিশ্বাসী মনে করেন—সত্য বল্‌তে কি—আমি আপনার নিকট ততদূর বিশ্বাসী নই। আপনার মন পবিত্র গঙ্গাজলের ন্যায় নির্ম্মল হ'তে পারে, কিন্তু আমার চিত্ত গরলে পরিপূর্ণ! আপনার মত আমি আমার মনের সকল কথা—আপনাকে প্রকাশ ক'রে বল্‌তে পারি না—কখন বল্‌তে পারবোও না। সে বিষয়ে আমায় ক্ষমা ক'রবেন।

রমা। (হাসিতে হাসিতে) যিনি আমায় অবিশ্বাস করেন—যিনি আমার কাছে তাঁর মনের কপাট খুল্‌তে সঙ্কুচিত হন,—যিনি প্রাণের উচ্ছ্বাস চোরের মতন চেপে রাখ্‌তে পারেন—আমি একত্রে তাঁর সঙ্গে কেমন ক'রে থাক্‌তে পারি! যখন মনের তফাৎ, তখন সব দিকেই তফাৎ হওয়া ভাল। আমি নীচেয় গিয়ে বজরার কামরায় বসি—আপনি এই খানেই থাকুন—(সিঁড়ি দিয়া নামিতে নামিতে পদস্খলিত হইয়া পতন) নরেন্দ্র বাবু, নরেন্দ্র বাবু,—আমায় রক্ষা করুন—রক্ষা করুন—আমি পা পিছলে গিয়ে সমুদ্রে গিয়ে পড়ি—আমায় বাঁচান—

নরেন্দ্র। কি সর্ব্বনাশ! একি দুর্দ্দৈব! মাঝি! মাঝি! সাব-

খানে বজরা বেয়ে চল। আমি যেমন ক'রে পারি তোমাদের কর্ত্রী ঠাকুরুণকে উদ্ধার করব। আমরা যেখানে ভেসে উঠব, সেইখানেই যেন বজরা পাই। (ঝম্প প্রদান)

১ম মাঝি। ও সর্দ্দার! এত বড় নাকালে পড়লাম দেহি। কর্ত্তার কাছে জবাব দিহি করমু কেম্‌নে?

স-মাঝি। খোদা তালার মর্জ্জি!—মোরা কি কর্ত্তি পারি? মোরা তো আর জোর ক'রে দরিয়ার বিচে ঠেলে ফেলি নাই!

২য় মাঝি। সর্দ্দার!—সর্দ্দার!—ঐ যে,—দুটায় ভাসি উঠছে। মরদটা ঢোসা নয়—ঠ্যালে তুলছে! পানির বিচে দুটায় নাকানি-চোবানি খাইছে!

স-মাঝি। চল্—চল্—ঐ বাগে বজরা বেয়ে চল্—নগিচ আছে—

(রমা ও নরেন্দ্রের সন্তরণ করিতে করিতে বজরার নিকট আগমন।)

রমা। নরেন্দ্র বাবু! আর ভয় নেই—আপনি ব্যস্ত হবেন না। আমি নিরাপদে বজরায় গিয়ে উঠবো! আপনি আগে উঠুন।

নরেন্দ্র। না—না—আপনি আগে উঠুন।

১ম মাঝি। মায়িজী! হাত বাড়ায়ে দেন—মুই তুলে নিচ্ছি—

রমা। কারুর সাহায্য দরকার নেই—আমি আপনি উঠছি। (বজরায় আগমন) নরেন্দ্র বাবু! আপনি ক্লান্ত হয়েছেন, তাই আপনাকে আগে উঠতে ব'লেছিলেম। দেখুন, আমি কেমন অনায়াসে বজরায় উঠলুম,—আপনিত কই পারেন না!

নরেন্দ্র। মাঝিদের বলুন—আমায় হাত ধ'রে তুলে নিক।

রমা। মাঝিদের বল্‌তে হবে না, আমি আপনাকে তুলে নিচ্ছি আসুন। (রমা ও ইয়ের সাহায্যে নরেন্দ্রের বজরায় আগমন।)

নরেন্দ্র। কি কুক্ষণেই আজ বাড়ী থেকে বেরিয়েছিলেম! এক মুহূর্ত্তের অসাবধানতায় কি সর্ব্বনাশই হতে বসেছিল! আমি রাও সাহেবের কাছে মুখ দেখাতেম্ কেমন করে!

রমা। আজ আপনি আমার মৃত্যুমুখ হতে রক্ষা কর্‌লেন, এখন আমার এ জীবনে আর কারুর অধিকার নাই। এ জীবন আপনারই জানবেন। আমার অসংখ্য ধন্যবাদ আর অসংখ্য—অসংখ্য—অসংখ্য—জানবেন।

নরেন্দ্র। আমি আমার কর্ত্তব্য কাজ করেছি। সুতরাং এতদূর ধন্যবাদের পাত্র নই। আজ যদি একজন নাবিক, এইরূপ জলে মগ্ন হোত, কর্ত্তব্যকর্ম্মের অনুরোধে তার জন্যও—আমি আমার নিজের জীবনকে—বিপদ্‌গ্রস্ত কর্‌তে কুণ্ঠিত হতেম না।

রমা। পূর্ব্বে আমি বাঙ্গালীদের ভীরুতায় শ্লেষ করে—বীর-পুরুষ বলে তাদের উপহাস কর্‌তুম। আজ জান্‌লুম—বাঙ্গালীর মধ্যেও যথার্থ বীর আছেন। আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার কচ্ছি—আপনি একজন যথার্থ বীরপুরুষ।

নরেন্দ্র। বাঙ্গালীর সম্বন্ধে—আপনার এমন একটা ভুল যে আমি দূর কর্‌তে পেরেছি, এই আমার যথেষ্ট পুরস্কার।

রমা। কাপড় চোপর সব ভিজে গেছে—সর্ব্বাঙ্গে জল ঝরছে; এ অবস্থায় আজ আর এলিফেণ্টা কেভ্‌ দেখতে গিয়ে কাজ নেই। বাড়ী ফিরে যাই চলুন।

নরেন্দ্র। আমিও তাই বল্‌ছিলুম। (মাঝির প্রতি) মাঝি—বজরা ফেরাও—বাড়ীর দিকে ফিরে চল।

পঞ্চম দৃশ্য

(বিলাসবতীর প্রবেশ।)

বিলাস। (স্বগত) না—না—আমার ভ্রম নয়—কুহকিনী আশার অসার ছলনা নয়। চঞ্চল চিত্তের কল্পনা-চিত্রিত চিত্র নয়। নরেন্দ্র আমায় ভালবাসে! আমার প্রেমপুষ্প সাদরে গ্রহণ করতে তার কোন বাধা নাই। তা যদি না হোত, তার উপেক্ষা—তার হতাদর—তার প্রত্যাখ্যান যদি তার অন্তরের হোত; তবে গত-রাত্রের আমার নৈশ অভিসার, কাতর প্রেমভিক্ষা—রমার প্রতি প্রতিহিংসার প্রবৃত্তি সে কি এখন পর্য্যন্ত অপ্রকাশিত রাখ্‌তো! রমার প্রেমপিপাসায় আহুতি দেবার জন্য—রমার প্রাণের আকাঙ্ক্ষা বৰ্দ্ধিত করবার জন্য—পুরুষের স্বভাবোচিত গর্ব্ব দেখিয়ে,—সে সকলকে ডেকে ডেকে, আমার কলঙ্কের কথা, নারীহৃদয়ের দুর্ব্বলতা, ভাল করে শুনিয়ে দিত। তখন আমার আত্মহত্যা ভিন্ন আর কি উপায় ছিল? নরেন্দ্রের ভয় রমাকে—নরেন্দ্রের সঙ্কোচ রমার জন্য—নরেন্দ্রের বাধা পাছে রমা অসন্তুষ্ট হয়—নইলে সে আমায় ভালবাসে—নিশ্চয় ভালবাসে। রমা—রমা—এখনও বলছি, আমার পথের কণ্টক হোস্‌নি—আমার বড় সাধের প্রণয় স্রোতে বাধা দিসনি—দলিতা ফণিনীর সদ্যোনিঃসৃত হলাহল স্বেচ্ছায় গলায় ঢালিস্‌নি। আমার সামগ্রী আমায় ফিরিয়ে দে—আমার নরেন্দ্রকে আমার বুকে তুলে দে। আমি ভগবান্‌কে ডেকে তোর মঙ্গলকামনা করে, আমার সর্ব্বস্বধনকে হৃদয়ে ধরে দেশান্তরে চলে যাই। জন-

মানবসমাগমশূন্য, নির্জ্জন শান্তিপূর্ণ পর্ব্বতকন্দরে কুটীতে রাজারাণী হয়ে, প্রেমের রাজ্য পেতে—মনের আনন্দে দিনযাপন করি। না—না—রমা, তা তুমি পারবে না—যে নরেন্দ্রকে দেখেছে, নরেন্দ্রের প্রেমে যে মজেছে—সেকি তাকে ভুল্‌তে পারে? তার আশা বিসর্জ্জন দিতে পারে? আমি বিশ্বাস করি, রমা স্বামী ত্যাগ করবে, সংসার ভাসিয়ে দেবে, কলঙ্কের পসরা মাথায় তুলে নেবে, তবু নরেন্দ্রকে ছাড়্‌তে পারবে না, নরেন্দ্রের মোহ ভুলতে পারবে না। কিন্তু আমি তাকে ভোলাব,—আমি তার নরেন্দ্রের আশা ছাড়াবো—আমার নরেন্দ্রকে আমি বুকে চেপে ধরে রাখ্‌ব। রমার সর্ব্বনাশ করব, তার সকল আশায় ছাই দেব। প্রয়োজন হয়—তার তপ্ত শোণিতে তর্পণ করে আমার অবসান করব।

(মোহনের প্রবেশ।)

মোহন। (স্বগত) এই যে দিদিমণি আমার কাঁয়ে থেকো ঘুড়ির মতন একবগ্‌গা হয়ে লট্‌পট্‌ খাচ্ছেন। যতই লাটাই ঢিল দাও—থামা আর যাচ্ছে না বাবা। একটু রগড় করা যাক। পিরীতবাজ মেয়ে মানুষকে নিয়ে একটু পুতুল নাচান যাক। কাজকর্ম্ম নেই, সময়টা তো কাটাতে হবে। (প্রকাশ্যে) দিদিমণি, একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে এলুম। মা ঠাকরুণ তো নরেন্দ্র বাবুকে নিয়ে অনেকক্ষণ বজরা করে বেরিয়েছেন—এখনও ঘরমুখো হোন না—এর ব্যাপার কি?

বিলাস। একবার ভাস্‌লে—কেউ কি আর ঘরমুখো হোতে চায় মোহন!

মোহন। যা বলেছ দিদিমণি! দাঁতের কথা টেনে যার

করেছ। একবার ভাস্‌লে ঘরমুখো হতে কি আর প্রাণ চায়? তুমি এই বয়সে কবার ভেসেছ দিদিমণি?

বিলাস। না বাবু! আমি কখন ভাসিটাসি নি!

মোহন। তবে বুঝি তুমি কেবল দাঁড় সাঁতারই দিয়ে এসেছ? তা যাক্, কিন্তু মাসীজীর কি আক্কেল! একটা জোয়ান পুরুষ-মানুষের সঙ্গে যেখানে সেখানে বেড়াতে যাওয়া কোন্‌দেশী সভ্যতা দিদিমণি?

বিলাস। কি বোল্‌ব মোহন! লজ্জায় আমি মরমে মরে আছি! ভেবে ভেবে আমার ব্যায়ারাম জন্মে গেল।

মোহন। তাই বুঝি কেবল শিশি শিশি কুইনাইন খাও?— কিন্তু তাতেও বড় উপকার হবে না। তুমি কবিরাজী মকরধ্বজ খাও—তাতে কাজ হ'তে পারে। রোগটা মজ্জাগত হয়েছে বলে বোধ হয়।

বিলাস। আমার সঙ্গে যাবার জন্ত—নরেন্দ্রবাবু কত অনুরোধ করেন—আমি সাফ বলেছি "না"। অমন মেয়ে-ন্যাকড়া পুরুষ মানুষের ছাওয়া মাড়াতে ঘৃণা বোধ হয়।

মোহন। ছাওয়া মাড়ালে যাদের ঘেন্না বোধ হয়, তারা কায়া পেলে বড় আদর করে—। না দিদিমণি! আমি কিন্তু একখানা কেতাবে পড়েছি, একজন ছায়াও চাইতো—কায়াও চাইতো!

বিলাস। তুমি কি বোলছ মোহন, আমি ঠিক্ বুঝতে পারছি না।

মোহন। কেন দিদিমণি! এর আর বোঝাবুঝি কি? এতো খুব সোজাসুজি। তুমি যদি আমার দিকে হও,—আমি একদিন—কল্‌কেতার বাবুটাকে আচ্ছা করে শিক্ষা দিয়ে দি!

বিলাস। কেমন করে?

মোহন। একদিন রাত্রে চুপিসাড়ে তোমার ঘরে ডেকে নিয়ে এসে, চোর বলে ধরিয়ে দিই?

বিলাস। না—না—তা কোরনা মোহন! একজন ভদ্র লোকের নামে মিথ্যা কলঙ্ক দেওয়া উচিত নয়।

মোহন। এইবারই তো গোলমেলে কথা কইছ দিদিমণি। যার ছাওয়া মাড়ালে ঘেন্না বোধ হয়,—লোকে তাকে চোরই বলুক, আর ফাঁসী কাঠেই লটকে দিক্, তোমার মাথা ব্যাথায় দরকার কি?

বিলাস। আমাদের সমাজে মিথ্যা কথা কওয়া মহাপাপ!

মোহন। দুনিয়ায় এমন মহাপুরুষ দেখ্‌তে পাই না, যিনি দরকার হলে মিছে কথা না কয়েছেন! তুমি আমি তো কোন ছার! ভগবানের দিকে চেয়ে বল্‌তে পার দিদিমণি, কখনও মিছে কথা কওনি? এই যে এতগুলো কথা আমার সঙ্গে কইলে, এর ভেতর ক' আনা সত্যি, আর ক' আনা মিথ্যে,—একবার বুকে হাত দিয়ে বল দেখি! আচ্ছা ও রকম করে জব্দ না কর্‌তে চাও, আর এক উপায় আছে!

বিলাস।—কি—কি?

মোহন। আমার কাছে এক রকম জলপড়া আছে, ঘুমন্ত পুরুষ মানুষ কি মেয়ে মানুষের চোখে ছিটিয়ে দিলে, তাকে আজন্ম ভেড়ুয়া হয়ে থাক্‌তেই হবে। নরেন্দ্র বাবু যখন ঘুমিয়ে থাক্‌বেন, সেই সময় কোঁটাকতক তাঁর চোখের উপর ঢেলে দিতে পার? তোমার গোলাম হয়ে পায়ে পায়ে ফির্‌বে।

বিলাস। তাতে আমার লাভ?

মোহন। যিনি পয়সায় চাকর রাখ্‌তে পার্‌বে—মাইনে পত্ত দিতে হবে না। খালি দুটী দুটী পাতের এঁটো ভাত দিও—তাতে আর খরচ কি ?

বিলাস। আমার দরকার নেই—তুমি বরং একদিন চেষ্টা করে দেখ।

মোহন। আমি পুরুষ মানুষ,—পুরুষ গোলাম রেখে—আমার ত কাজে আসবে না। শেষটা কি দুজনে চিড়িয়াখানায় ভেতর গিয়ে বোস্‌বো ?

(মোহিনীর প্রবেশ।)

মোহিনী। এই যে দিদিমণি! এই যে মোহন! আর একটু হলেই আমাদের সর্ব্বনাশ হয়েছিল আর কি? সুখের সংসারে কান্নার রোল উঠেছিল আর কি? মনিব মহাশয় ফিরে এলে আমরা কি আর কালামুখ দেখাতে পার্‌তেম!

মোহন। কেন? কেন? কি হয়েছে?

মোহিনী। আর বোলব কি? আমার ডাক ছেড়ে কাঁদ্‌তে ইচ্ছে হচ্ছে, আমার বুকের ভেতর গুর্ গুর্ কচ্ছে। শুনে অবধি আমাতে কি আর আমি আছি ?

বিলাস কি হয়েছে মোহিনী!

মোহিনী। মাম্বিপ্রী—নরেন্দ্র বাবুকে নিয়ে বজরা করে—সমুদ্রে বেড়াতে গিয়েছিলেন নয়? মাঝ দরিয়ায় গিয়ে, বজরার ছাদ থেকে নাব্‌তে নাব্‌তে—পা পিছ্‌লে একেবারে অগাধ জলে—

বিলাস। কে—কে—পড়ে গেছ্‌ল ?

মোহিনী। মা[ি]—আর কে?

মোহন। কি সর্ব্বনাশ! তারপর—তারপর—

মোহিনী। তারপর—অনেক কষ্টে নরেন্দ্র বাবু তাঁকে উদ্ধার করেছেন।

বিলাস। (স্বগত) মলো না? ডুবলো যদি, তবে আবার বাঁচলো কেন? নরেন্দ্র! পৃথিবীতে তোমার কি অন্য কোন কাজ ছিল না? একজন বিবাহিতা রমণীর অঙ্গস্পর্শ-লালসা সংযম কত্তে পারলে না? ছি ছি ধিক্ তোমায়!

মোহন। তাঁরা এখন কোথায়? বাড়ী ফিরেছেন কি?

মোহিনী। হাঁ এই মাত্র এসেছেন। ভিজে কাপড় ছাড়তে গেছেন। এখনই এখানে আসবেন। মাঝীজীর মুখেই ত এই সব সর্ব্বনেশে কথা আমি শুনলেম।

মোহন। মেয়েলে দিদিমাণ—কেবল ভাসলে হয় না—তোমার মতন দাঁড়-সাঁতার জ্ঞান চাই! নইলে এই রকম প্যাঁচে পড়তে হবে।

মোহিনী। চুপ কর—মাঝিজী, আর নরেন্দ্র বাবু এদিকে আসছেন।

(রমা বাই ও নরেন্দ্রের প্রবেশ।)

রমা—বিলাস! আমার বিপদের কথা শুনেছ? আজ, আর একটু হলেই রমার নাম এ পৃথিবী হতে মুছে যেত। এ জন্মে আর তোমার সঙ্গে দেখা হ'ত না। রও সাহেব এসে, শুন্য ঘর দেখে কতই দুঃখ প্রকাশ কর্‌তেন। তুমিও না জানি কতই কাঁদ্‌তে। নরেন্দ্র বাবু নিজের জীবন তুচ্ছ ক'রে আমায়

উদ্ধার করেছেন। বাঙ্গালীর মধ্যে এমন বীর পুরুষ আমি কখন দেখিনি। আমরা সকলেই ওঁর নিকট চিরজীবন কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ থাকব।

বিলাস। নিশ্চয়—নিশ্চয়—তার আর সন্দেহ কি?

মোহন। সন্দেহ একটু আছে দিদিমণি সেটা তোমায় আর এক সময় বুঝিয়ে দেব। আজ আমোদের দিন, এখন আর কথা বাড়াবাড়িতে দরকার নেই।

নরেন্দ্র। মানুষের যা কর্ত্তব্য—তাই আমি করেছি, এতে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের এত ছড়াছড়ি কেন! এ কেবল আমায় লজ্জা দেওয়া মাত্র!

মোহিনী। মামীজী—আজ বড় সুখের দিন—আমরা একটু আমোদ আহ্লাদ করব। নরেন্দ্র বাবুকে নতুন রকম মারহাট্টি নাচ দেখাব।

রমা। বেশ ত! নরেন্দ্র বাবু, এতে বোধ হয়, আপনার কোন আপত্তি নাই?

নরেন্দ্র। কিছু মাত্র নয়।

বিলাস। (স্বগত) নাচ গান আরম্ভ হলেই, আমি চুপি চুপি সরে যাব। এ উৎসব—এ উল্লাস—বাজের চেয়েও আমার বুকে বাজছে।

মোহন। তবে অনুমতি হয়তো আমরা আরম্ভ করি!

নরেন্দ্র। এখনই—শাস্ত্রে আছে "শুভস্য শীঘ্রং"—

(সহচরীগণের প্রবেশ।)

গীত।

ছুটে প্রাণ ওই চলেছে কচি পাতায় ঝিশি... যতে।
বিমনা মন বুঝি সই ফুলের কলি বুকে পেয়ে

কিলো সই পাখীর তানে, ভাব বুঝে ভাব আনি প্রাণে
বড় সাধ তারার মালায় আকাশ হতে ছিঁড়ে নিতে।
চাঁদের পানে চেয়ে চেয়ে, উধাও হয়ে যাইলো ধেয়ে
বুকের বঁধুর পায়ে প্রেমের দায়ে লুটিয়ে দিতে।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

অন্তঃপুরস্থ উদ্যানের এক প্রান্ত।

(বিলাসবতীর প্রবেশ।)

গীত।

রমণী জনম লয়ে বিফলে গোঁয়াইনু।
সাধে সাধিল বিধি বাদ
হাহা! পোড়া আঁখি কি রূপ নিরখি,
ঘোর ঘটা'লি পরমাদ।
সাধ সাগরে উলি, তুলিয়া পরাণ তুলি
আঁকিনু মূরতি বুকে যার—
ধীরে ধীরে তারে চরণে দলিত করে
অভিলাষী দাসী তবু তার—
নিলাজ জীবনে ছিছি, কিছু না রহিল বাকী
আশা পিয়াসা অবসাদ।

বিলাস। (স্বগত) কি করি? কোথায় যাই? বাঁচ্তেও ইচ্ছা হয় না, মর্‌তেও ইচ্ছা হয় না। চক্ষে নিদ্রা নাই,—আহারে

স্ফূর্তি নাই,—প্রাণে শান্তি নাই। অন্তরে অগ্নি—হৃদয়ে অগ্নি—নয়নে অগ্নি—দেহের প্রতি রন্ধ্রে রন্ধ্রে অগ্নি! দীপ্ত শিখায় পুড়ে পুড়ে মর্‌ছি! বাণবিদ্ধ হরিণীর ন্যায় ছট্‌-ফট্‌ কচ্ছি। তবুও মর্‌তে পার্‌ছি না! এ আমার কি রোগ? কি পাপে আমার এ শাস্তি? কে আমার সুহৃদ্‌—কে আমার বন্ধু—কে আমার হিতৈষী—আমায় আত্মবিস্মৃতি দাও, নচেৎ আমি উন্মাদ হব। মর্‌তে এখনই পারি, জীবনের মমতা আমার কিছুমাত্র নাই, কিন্তু এ অতৃপ্ত প্রতিহিংসার পৈশাচিক প্রবৃত্তি হৃদয়ে পোষণ করে মরেও ত আমি নিশ্চিন্ত হতে পারব না। নরক?—নরকের ভয় আমি করি না। নরেন্দ্রকে পেলে নরক আমার স্বর্গ। সেখানে গিয়েও যদি জুড়ুতে না পাই,—তবে কি সুখে মরব? কি আশায় এ মাথার মুকুট আর এক সয়তানীর মাথায় পরিয়ে দেব? তা হবে না—মরা হবে না—রমাকে না মেরে মরা হবে না। রমা—রমা—নরেন্দ্রকে তুমি পাবে না—নরেন্দ্র তোমার হবে না! হয় তুমি মর্‌বে—না হয় আমি মর্‌ব। তার পর যার সাধ্য হয়,—সে তার বিলাসের সামগ্রী উপভোগ করবে! (নেপথ্যের দিকে চাহিয়া) কে ওরা এই নীরব নিশীথে নিবিড় অন্ধকারে—প্রেতমূর্ত্তির ন্যায়—কে ওরা? চুপি চুপি কথা কইছে, নিশ্চয়ই কোন কু অভিসন্ধি আছে। বোধ হয় ডাকাতের দল—এই দিকে আস্‌ছে। আমায় দেখ্‌তে পায়নি! একটু অন্তরালে থাকি।

(অন্তরালে অবস্থান ও দস্যুগণের প্রবেশ।)

১ম দস্যু। আমি বাড়ীর চারি দিক্‌ ঘুরে এলুম—উঠবার সুবিধা ত কোথাও দেখ্‌লুম না। এখন কি করা যায়?

২য় দস্যু। একখানা দশ পনের হাত মই পেলে আমি সুবিধা করতে পারি!

৩য় দস্যু। দূর্ শালা—এত রাত্রে কি এ কাজ হয়? এখন মই পাই কোথা?

৪র্থ দস্যু। ঠিক বলেছিস—ভোরের সময় হোলে, গ্যাস নিবুতে বেরিয়েছি বলে, মই ঘাড়ে করে আসা যেত।

১ম দস্যু। তবে এখন কি কর্বি? পায়ে পায়ে ফির্‌বি না কি?

২য় দস্যু। কিন্তু এমন সুবিধা আর হবে না—রাও সাহেব এখন বাড়ী নেই। এই ফুর্‌সতে কাজটা সাফ, হাঁসিল করে নেওয়া যেত।

৩য় দস্যু। আচ্ছা,—কাঁধাকাঁধি ক'রে উঠলে হয় না?

৪র্থ দস্যু। চার তলার ওপর ঘর—এই ক'জনে কাঁধাকাঁধি করে কি নাগাল পাবো?

১ম দস্যু। তবে আজ ফেরা যাক্ চল। কাল সব রকম জোড় জোড় সঙ্গে করে আনা যাবে।

(বিলাসবতীর পুনঃপ্রবেশ।)

বিলাস। কোন ভয় নেই—আমি তোমাদের দরজা খুলে দেব, কিন্তু আমার একটা উপকার কর্‌তে হবে। (দস্যুগণের পলায়নোদ্যোগ) যেও না—যেও না—আমার কথা শোন। আমি তোমাদের বন্ধু—শত্রু নই—আমায় বিশ্বাস কর। তোমাদেরও কার্য্যসিদ্ধ হবে—আর সঙ্গে সঙ্গে আমারও উদ্দেশ্য সফল হবে। আবার বল্‌ছি—সন্দেহ কোর না—আমি তোমাদের সহায়। পথ দেখিয়ে

নিয়ে যাব—বহুমূল্য রত্ন অলঙ্কার যেখানে যা আছে, সব দেখিয়ে দোব—কে'ন ভয় কোর'না।

১ম দস্যু। তোমার কাজ কি কত্তে হবে আগে শুনি।

বিলাস। গৃহকর্ত্রীকে খুন করে যেতে হবে। আরও যাকে ইচ্ছা খুন করে—যথাসর্ব্বস্ব নিয়ে যাও—তাতে আমার কোন বাধা নাই—কিন্তু এই বাড়ীতে একটী বাঙ্গালী যুবা আছে, তাকে নিরাপদে ছেড়ে দিতে হবে। আমি কেবল তাকে সঙ্গে নিয়ে, এ বাড়ী ত্যাগ করে চলে যাব। এ ছাড়া আমি আর কিছুই প্রত্যাশা রাখি না।

১ম দস্যু। সে তোমার কে হয়?

বিলাস। সে আমার সর্ব্বস্ব!—আমার স্বামী!—আমার দেবতা—আমার গুরু—আমার জীবন—আমার মরণ।

২য় দস্যু। সর্দ্দার, বোঝা গেছে। এর ভিতরে আসনায়ের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। একে আমরা বিশ্বাস কর্‌তে পারি। এর কাছে আমাদের ঠক্‌তে হবে না।

১ম দস্যু। তুই চুপ কর। (বিলাসবতী'র প্রতি) আচ্ছা তাই হবে, কিন্তু আমরা সদর দরজা দিয়ে যাব না—তুমি পিছনের দরজা আমাদের খুলে দাও।

বিলাস। তাই আছে। তোমরা আমার পিছনে পিছনে এস,—খুব সাবধানে—অতি ধীরে—অতি সন্তর্পণে—অতি সতর্কতার পা ফেলো। কেউ না জান্‌তে পারে, কেউ না বুঝ্‌তে পারে। অন্ধকার—আকাশে অন্ধকার—আমার হৃদয়ে অন্ধকার—চারি দিকে অন্ধকার—পাপকার্য্য সাধনের এই উপযুক্ত অবসর। এস—চলে এস— [সকলের প্রস্থান।]

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

নরেন্দ্রের শয়নকক্ষ।

(নরেন্দ্র নিদ্রিত, বিলাসবতীর প্রবেশ।)

বিলাস। (নরেন্দ্রের গাত্র স্পর্শ করিয়া) ওঠ ওঠ, ঘুমোবার সময় ঢের পাবে। শীঘ্র এস্থান ত্যাগ করে চলে এস। আর এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব কর্‌লে, এ সুখের ঘুম কালনিদ্রায় পরিণত হবে। বড় বিপদ!

নরেন্দ্র। কি! কি! কি হয়েছে?

বিলাস। আর কথার সময় নেই। চক্ষের পলক ফেল্‌তে যতটুকু অবসর, সে সময় নষ্ট হলেও আমাদের জীবন রক্ষা হওয়া অসম্ভব। ছুটে চলে এস—আমার সঙ্গে সঙ্গে এস—কোন কথা জিজ্ঞাসা কোর না। মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় আমার ছায়ার অনুসরণ কর। এই সুখৈশ্বর্য্য-ভরা সুন্দর অট্টালিকা মনুষ্যের করুণ চীৎকারে এখনই পূর্ণ হবে। কাতর প্রতিধ্বনি প্রতি কক্ষে কক্ষে ধ্বনিত হয়ে জীবনের সুসাধ শুষ্ক করে দেবে।

নরেন্দ্র। এ আবার কি রহস্য! ছলনাময়ি! আবার কি খেলা খেলতে এসেছ? কিসের বিপদ? আমাদের জীবন রক্ষা হওয়া অসম্ভব—এ কথা কেন বলছ!

বিলাস। শুনবে? বাড়ীতে ডাকাত পড়েছে। একজন নয়—দুজন নয়—অন্ততঃ কুড়িজন—সকলেই সশস্ত্র। সম্মুখবর্ত্তী হওয়া দূরে থাকুক, আকৃতি দেখলেই মূর্চ্ছিত হতে হয়।

নরেন্দ্র। তারা বাড়ীর ভিতর ঢুকেছে? দরোয়ানেরা বাধা দিতে পারলে না?

বিলাস। চেষ্টার ত্রুটি হয়নি! সকলেই প্রাণপণ করেছিল, কিন্তু বিফল প্রয়াস। আমি স্বচক্ষে দেখলুম—দেউড়িতে রক্তের ঢেউ খেল্‌ছে।

নরেন্দ্র। কি সর্ব্বনাশ! দস্যুদল এখন কোথায়, তাদের চীৎকার শুন্‌ছি না কেন?

বিলাস। তারা প্রথম আমার ঘরে ঢুকে ছিল। আমায় বাড়ীর কর্ত্তা মনে করে আমার কাছে চাবি চায়—আমি দলপতির পায়ে লুটিয়ে পড়ে কেঁদে বল্‌লুম—আমি কর্ত্তা নই, আমার সঙ্গে এস, গৃহকর্ত্তার শয়নগৃহ আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। তার পর তারা পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলে, চখে চখে তাদের কি ইসারা হয়ে গেল। শেষে আমার প্রস্তাবে সম্মত হয়ে আমার জীবন দান করলে। আমি বরাবর তাদের রমার ঘরে নিয়ে গেলুম, তারা ঢুকলো, ভিতর দিক্‌থেকে দরজা বন্ধ করলে, তারপর নিশ্বাস বন্ধ করে নক্ষত্রের মত ছুটে তোমার কাছে এসেছি।

নরেন্দ্র। ছি ছি! ছি! তুমি এমন! এতদিন যার আশ্রয়ে পরম আদরে রয়েছ—যিনি তোমায় ভগিনীর অধিক স্নেহ করেন, যার সহৃদয়তার ঋণ তুমি এ জীবনে পরিশোধ করতে পারবে না, তাঁর শয়নগৃহ তুমি দস্যুদলকে দেখিয়ে দিয়ে এলে? নিজের তুচ্ছ প্রাণ নয় যেতোই। এতই কি তার মমতা?

বিলাস। আমি নিজের প্রাণের মমতা কিছুমাত্র রাখি না। তোমায় বাঁচাবার জন্যই আমার এই কৌশল। তুমি প্রাণহীন [illegible] নিষ্ঠুর নির্দয় তুমি কি তা বুঝবে

নরেন্দ্র। খুব বুঝেছি! এখন আমি যা জিজ্ঞাসা করি, তার উত্তর দাও। রাও সাহেবের বন্দুক তরোয়াল গুলো কোন ঘরে থাকে জান?

বিলাস। কেন? বন্দুক তরোয়ালে কি হবে?

নরেন্দ্র। যেমন করে পারি—রমাকে রক্ষা করব। রাও সাহেবের নিকট আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। তিনি আমার উপর রমার রক্ষার ভার দিয়ে কাশীযাত্রা করেছেন। পারি না পারি অন্ততঃ চেষ্টা করে দেখব।

বিলাস। কুড়ি জন ডাকাতের সঙ্গে তুমি একলা লড়াই করবে?

নরেন্দ্র। নিশ্চয়।

বিলাস। পরিণাম কি একবার ভাবছো কি?

নরেন্দ্র। পরিণাম—মৃত্যু। তার চেয়ে আর তো কিছু নয়।

বিলাস। ও কথা বোল না নরেন্দ্র। আমার কাছে ও গর্ব্ব করো না। আমিও বাঙ্গালী! বাঙ্গালীর পক্ষে জীবন তুচ্ছ—কথাটা মুখে বলতে সোজা হলেও অন্তরে তার বিষম ভার। রমার প্রাণেশ্বর হবার জন্য ও সব বাহাদুরী তার কাছে দেখিও।

নরেন্দ্র। প্রমাণ এখনই দেবো। (প্রস্থানোদ্যত।)

বিলাস। কোথায় যাও! সত্যই কি তুমি প্রাণের মায়া কর না!

নরেন্দ্র। একটুও না।

বিলাস। তবে আমিই ভুল বুঝেছিলেম। নইলে এতক্ষণ

উপযাচিকা সুন্দরীর প্রাণ-ভরা প্রেম তুমি কি এমন করে ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারবে? আমার কথা শোন, সাধ করে মরণকে ডেকে আনবার সময় এখনও তোমার হয়নি। সে যে কি আঘাত, তা তুমি জান না। ঈশ্বর করুন, জেনেও কাজ নেই। মরতে কি আমিও পারি না? দলিতা ফণিনী আমি, মৃত্যু তো আমার খেলার সঙ্গিনী। আর নূতন করেই বা মরবো কি? আমি তো অনেক দিনই মরেছি—তুমিই তার মূল, কিন্তু তবু তোমায় ভাল বাসি—তবু তোমার দাসী। তোমার পায়ের কাঁটা তোলবার জন্য বুকের শির ছিঁড়ে দিতে পারি। আমি বেঁচেছি—তোমায় বাঁচাবার জন্য; আমি এসেছি—তোমার উদ্ধারের জন্য। আমায় একদিন সুখী কর। আমার বেশী আকিঞ্চন নাই—একদিন একটী মুহূর্ত্ত মাত্র—আদর করে বিলাস বলে ডেকে আমায় বুকে তুলে নাও। তার পর যে কোন তীব্র বিষ, তুমি হাতে করে তুলে দাও, আমি হাস্‌তে হাস্‌তে তখনই তা গলায় ঢেলে দেবো। তোমার পায়ে মাথা রেখে চির-নিদ্রায় ঘুমিয়ে পড়ে দেখাবো—মরণ আমার পক্ষেও কেমন তুচ্ছ!

নেপথ্যে রমা। রক্ষা কর—রক্ষা কর—কে আছ দস্যুর আক্রমণ হতে আমায় রক্ষা কর!

বিলাস। সর্ব্বনাশ হোল। সর্ব্বনাশ হোল! ঐ রমার কণ্ঠস্বর! ঐ তার করুণ চীৎকার শব্দ এই দিকে এগিয়ে আসছে। এস—এস—ছুটে চলে এস—আর মুখ চাইবার সময় নেই—(বেগে রমার ও তৎপশ্চাৎ দস্যুদলপতির ছুরিকা-হস্তে প্রবেশ ও বিলাসের দ্রুত প্রস্থান)

রমা। নরেন্দ্র বাবু আমায় বাঁচান—দস্যুর হাত হতে আমায় উদ্ধার করুন। (নরেন্দ্রের শয্যার উপর পতন।)

নরেন্দ্র। সাবধান পিশাচ! আর এক পা অগ্রসর হলে হয় তুই মরবি, না হয় আমি মরব।

দস্যুপতি। বটে! তোতো বাঙ্গালীর এত সাহস! তবে জোড়া খুনই হোক্, রক্ত খানিকটা বেশী করে গড়াক্। (উভয়ে দ্বন্দ্ব, ইত্যবসরে রমার গৃহ হইতে দ্রুত প্রস্থান) তুমি বাঙ্গালী বটে, কিন্তু তোমার সাহসকে বলিহারি! ঝাঁ করে ছুরি শুদ্ধ হাতটাকে ধরে ফেলেছ, এতেই বুঝছি প্যাঁচ টাঁচ বেশ জান।

নরেন্দ্র। যদি ভাল চাও ছুরিখানা মাটিতে ফেলে দাও; নইলে তোমার নিস্তার নাই।

দস্যুপতি। বটে! এত দূর—এত দূর বুকের পাটা! তবে দেখা যাক্—কে মরে কে থাকে!

(পশ্চাৎ দিক্ হইতে বন্দুক হস্তে রমার প্রবেশ ও দস্যুদলপতিকে লক্ষ্য করিয়া গুলি চালান।)

নরেন্দ্র। তুমি! তুমি রমা! তোমার এত সাহস! একি সত্য ঘটনা? না আমি স্বপ্ন দেখছি। কোথা থেকে কি হয়ে গেল, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।

রমা। তোমার কথার উত্তর পরে দোব। দস্যুর হাত থেকে ছুরিখানা আগে কেড়ে নাও। যদি একটুও বাধা দেবার চেষ্টা করে, এই নাও বন্দুক, মাথা লক্ষ্য করে গুলি ছোড়ো আর মমতার প্রয়োজন নাই।

দস্যুপতি। নানা—মেরো না, আমায় মেরো না। এই নাও—ছুরি নাও। (ছুরিকা নিক্ষেপ)

(বেগে মোহন মোহিনীর প্রবেশ।)

উভয়ে। মাইজী কোথায়? মাইজী কোথায়?

রমা। ভয় নেই—ভয় নেই—এই যে আমি।

মোহন। আঃ বাঁচ্লেম বাঁচ্লেম। ভগবান্। আজ বড় মুখ রক্ষা করেছ।

মোহিনী। মাইজী। আজ যে কি সর্ব্বনাশ হতে বসেছিল, তা আর কি বলব! ইংরেজের মুলুকে যে এমন ডাকাতি হতে পারে তার কে জানতো? এত পুলিশ পাহারার ছড়াছড়ি—এত আইন কানুনের কড়াকড়ি—সব ফাঁক! কেবল নিরীহ লোক জনের উপরই হাঁক ডাক। কেবল নূতন নূতন ট্যাক্স দাও, আর ঘরে বসে বয়ে মার খাও।

নরেন্দ্র। আর আর দস্যুরা কোথায়? তারা এখন কি কচ্ছে?

মোহন। তাদের সকলের অস্ত্র-শস্ত্র কেড়ে নেওয়া গেছে, তারা এখন বন্দী অবস্থায় ঘরের ভিতর আছে

নরেন্দ্র। সেকি! কি করে তাদের বন্দী করলে? মোহন! তুমি কি বিদ্রূপ কোরছ?

মোহন। বাবুজী। বিদ্রূপের কি এই সময়? চুম্বকে ঘটনাটা শুনুন—তা হ'লেই বুঝ্তে পারবেন। যখন টের পেলুম, বাড়ীতে ডাকাত পড়েছে, তখন মোহিনী আর আমি সহচরীদের সঙ্গে নিয়ে, এক একটা বন্দুক হাতে করে, চুপি চুপি মাইজীর ঘরের দিকে গেলুম দেখ্লুম, ভিতর থেকে দরজা আঁটা। তাড়াতাড়ি বাইরে থেকে শিকল আট্‌কে দিলুম। আর জানালা দিয়ে উঁকি পেড়ে দেখ্লুম ঘরে মাইজী নেই। ডাকাত গুলো লোহার সিন্দুকে ঘা দিচ্ছে। তখনই গোটাকতক ফাঁকা আওয়াজ কর্-

লুম। তারপর জানলার গরাদের ভিতর দিয়ে একেবারে সাত আটটা বন্দুকের মুখ ডাকাতের দিকে বাগিয়ে বল্লুম—হয় অস্ত্র শস্ত্র গুলি বাবার সুপুত্রর হয়ে আমাদের হাতে তুলে দাও, নয় ত এই গুলি ছাড়লুম। সব ব্যাটা আঁতকে উঠ্‌লো। একটু এদিক্ ওদিক্ করে, যার যা অস্ত্র শস্ত্র ছিল, জনলা গলিয়ে আমাদের হাতে দিলে। তারপর আর আমাদের পায় কে। শিকল খুলে হৈ হৈ ক'রে ঘরের ভিতর ঢুকে পড়্‌লুম। মোটা মোটা দড়ি দিয়ে সব ব্যাটার হাত কড়াকড় করে বেঁধে ফেলা গেল। সে ব্যাটারা তখন ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও বলে, কাকুতি মিনতি করতে লাগ্‌ল্। আমি আর মোহিনী মাইজীকে খোজবার জন্য আপনার ঘরের দিকে চলে এলুম। সহচরীদের জিম্মে তাদের দিয়ে এলুম।

নরেন্দ্র। মোহন, তুমি যথার্থই বীর বটে।

মোহিনী। আর আমরা বুঝি কিছু নয়? তুমি বাবু বাঙ্গালী, মহারাষ্ট্রী মেয়েদের গায়ের জোর কি জানবে? আমরা এক এক আছাড়ে গোটা পাঁচ ছয় বাঙ্গালীকে খাল করে দিতে পারি।

রমা। বাঙ্গালীর নিন্দে করিস্‌নে মোহিনি! নরেন্দ্র বাবুর বীরত্বেই আজ আমি জীবন পেয়েছি, নইলে তোরা এসে কি আমায় জীবিত দেখ্‌তে পেতিস্?

মোহন। দিদি-ঠাকুরুণ কোথায়? তিনি কি ডাকাতদের আওয়াজ শুনেই বাড়ী ছাড়া হয়েছেন নাকি?

রমা। চল্ মোহন, খুঁজে দেখি। তার যদি কোন বিপদ্ হয়ে থাকে, তা হ'লে আমার আর মুখ দেখাবার উপায় থাকবে না।

দস্যুপতি। শোন—শোন—সে বাঙ্গালীর মেয়েটীর কথা বল্‌ছ? তাকে বিশ্বাস কোরনা, সে তোমাদের পরম শত্রু—সেই সকল অনর্থের মূল। সেই আমাদের পথ দেখিয়ে দিয়ে আকাশের চাঁদ হাতে দিয়ে খিড়কির দরজা খুলে বাড়ির ভিতর এনে ঢুকিয়ে ছিল সে বলেছিল, গৃহকর্ত্রীকে খুন করতে হবে আর—আর—।

নরেন্দ্র। বুঝেছি! রমা শুনলে তো? তোমার প্রিয় সহচরীর কি কামনা ছিল, শুনলে তো? এইবার হতে সাবধান হও, আর কখন কারুকে বিশ্বাস কোর না।

মোহিনী। সে গেল কোথায়? একবার পেলে হয়। এই বন্দুক তার নাকের ওপর ছাড়বো।

মোহন। সে কি আর আছে? সে এতক্ষণ কেনেরিকেভের ভিতর ঢুকে—বাঘ ভাল্লুকের সঙ্গে আলাপ—চারি করছে।

রমা। সে যাই হ'ক—আমি তাকে ভগিনীর মত ভালবাসি, তার কথা নিয়ে বিদ্রূপ কোর না মোহন! তুমি এখন এক কাজ কর—এই দস্যুপতিকে হাঁসপাতালে পাঠিয়ে দাও, চিকিৎসা হলে, এর বাঁচবার সম্ভবনা খুবই আছে।

দস্যুপতি। না—না, আমায় হাঁসপাতালে পাঠিও না। আমায় ধরবে—জেলে দেবে—দ্বীপান্তরে পাঠাবে। আমি এই খানেই মরব। তুমি আমার মা—আমার এই অনুরোধ রাখো।

রমা। তোমার কোন ভয় নাই। তুমি সত্য কথা বলেছ, মরণ প্রাণে সকল দোষ স্বীকার করেছ, আমিও তোমায় মার্জ্জনা করলুম। তুমি নিশ্চিন্ত হও, তোমায় পুলিসের হাতে দোব না। আমরা মহারাষ্ট্র রমণী—ক্ষমি। সৎকার ও ক্ষমা গুণ আমাদের জাতীয় ধর্ম্ম। (নেপথ্যে কোলাহল।)

নরেন্দ্র। কি—কি! আবার কি হোল?

মোহন। (নেপথ্যের দিকে দেখিয়া) ভয় নেই—ডাকাতের দলকে পাকড়াও করে সহচরীরা এদিকে আস্‌ছে।

(বন্দুক হস্তে সহচরীগণের প্রত্যেক এক একজন দস্যুপতিকে ধরিয়া প্রবেশ।)

গীত।

কইবি যদি একটী কথা, শুন্‌বি কেবল আওয়াজ গুড়ুম।
বাজের মতন বাজবে গায়ে, পড়বি ভুঁয়ে অমনি হুড়ুম।
সরবে না ক মুখে রা,
হবে যা কি বুঝচো তা,
ধাঁ ধাঁ ধা চলবে শুধু ডাকাত মারার বেজায় ধুম।
কর্‌লি যেমন তেমনি ফল,
আশার বাসা রসাতল,
খোদায় ছুরি বিধলো বুকে টেরটা পেলি বেমালুম।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

মালবার হিল-উপরিস্থ বাটী।

(বিশ্বনাথের প্রবেশ।)

বিশ্ব। অসম্ভব! অসম্ভব! রমা অবিশ্বাসিনী! আমার লক্ষ্মী-স্বরূপিণী, সাবিত্রী-রূপিণী নয়নানন্দদায়িনী সহধর্ম্মিণী ব্যাভিচারিণী

আমার জীবনের জীবন্ত প্রতিমা, কল্পনার কমনীয় কল্পলতা-কামনার পবিত্র স্বর্গ, বাসনার সর্ব্বোচ্চ সোপান, রমা কলঙ্কিনী! না—না, এ বিশ্বাস মনে স্থান দেব না। যদি এ সংবাদ সত্য হয়—অতি কঠোর সত্য—প্রাণঘাতী সত্য :—এ সত্য অপেক্ষা সহস্র মিথ্যা আমার মঙ্গলপ্রদ। যদি এ সত্য একবার হৃদয়ে বদ্ধমূল হয়—তা হলে এ বিরাট বিশ্বের অতি সঙ্কীর্ণ স্থানেও বিশ্বনাথের আশ্রয় নাই। এমন স্বর্ণপ্রসবিনী ভারতভূমি, বহুদিনের বহুযত্নের সজ্জিত সংসার—কত আশার, কত আকাঙ্ক্ষার মহারাষ্ট্রে জীবনের আদর্শ আতিথ্য ব্রত সকলই জলাঞ্জলি যাবে, এমন চন্দ্র-নক্ষত্র-খচিত সুন্দর আকাশ, এমন শস্য শ্যামলা মেদিনীর—জনমোমহ-কারিণী শোভা, এত সুখের এত সাধের মনবন্ধন, পরিশ্রান্ত অভিনেতার শেষ মর্ম্মভেদী কাতরোক্তির ন্যায়, যবনিকার অন্তরালে চিরজন্মের মতন মিলিয়ে যাবে। কেন আমি মূর্খের ন্যায় এ পরীক্ষার খেলা খেল্‌তে গেছলুম, কেন আমি বঙ্গদেশের বাঙ্গালী বন্ধুকে স্ত্রী-স্বাধীনতার উচ্চ কর্ত্তব্য বোঝাবার প্রয়াস পেয়েছিলাম। স্বেচ্ছায় সুখের সংসার্ ছারখার কর্‌বার জন্য কেন এ অনর্থের আগুন জ্বালিয়ে তুলেছিলুম। রমা অসতী! রমা কলঙ্কিনী। রমা ব্যভিচারিণী! না—না, অসম্ভব, অসম্ভব। কে এ পত্র লিখ্‌লে! আমার প্রাণের সুখশান্তি কেড়ে নেবার জন্য কে এ চাতুরী কর্‌লে! সন্দেহ কাল-সর্পের ভীষণ কালকূটে জর্জ্জরিত কর্‌বার জন্য বন্ধুত্বের ভানে পত্রের আবরণে কে এ সর্ব্বনাশী সামগ্রী পাঠিয়ে দিলে। নিশ্চয় এ ছদ্মবেশী শত্রুর ছল।

(বিলাসবতীর প্রবেশ)

বিলাস। এ ছদ্মবেশী শত্রুর ছল নয়, রাও সাহেব। আপ-

নার শুভানুধ্যায়ী সত্যবাদী সরল হৃদয় সুহৃৎপ্রেরিত কঠোর সত্য সংবাদ।

বিশ্ব। কে ও বিলাসবতি! রজনীর এই গম্ভীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে, প্রকৃতির এই সুষুপ্ত অবস্থায় কষাঘাত করে, এমন সুন্দর শোভাময় সুষমাপূর্ণ নিদ্রিত সংসারকে জাগরিত করে, ভীষণ দর্শন নিশাচরীর ন্যায় কোথা হতে তুমি উদয় হলে?

বিলাস। রাও সাহেব ক্ষমা করবেন মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণায় আপনার গৃহ পরিত্যাগ করে এসেছি, আন্তরিক ঘৃণায় আপনার আশ্রয় ত্যাগ করেছি, ব্যভিচারের প্রবল স্রোতে ক্ষুদ্র তৃণের ন্যায় ভাসতে ভাসতে আপনার চরণে এসে উপস্থিত হয়েছি।

বিশ্ব। তবে তুমিই কি আমায় পত্র লিখেছিলে? রমা অসতী, বঙ্গদেশের বাঙ্গালী বন্ধু [illegible] ব্যভিচারী,—আমার পবিত্র সংসার কলঙ্কিত—এ সংবাদ কি তুমিই পাঠিয়েছিলে?

বিলাস। আপনি আমায় কন্যার ন্যায় ভালবাসেন; আপনার অযাচিত—অপরিমিত স্বর্গীয় স্নেহসুধায় এ ক্ষুদ্র জীবন বর্দ্ধিত, আপনার পবিত্র পুণ্যময় সংস্পর্শে আমার মলিন প্রাণ প্রস্ফুটিত। আপনার সর্ব্বনাশ হচ্ছে, আপনার সোণার সংসারে আগুন জ্বলেছে, আপনার উদার বক্ষে বিশ্বাসঘাতকতার ছুরি আমূল বিদ্ধ হচ্ছে, পিশাচ পিশাচীর তাণ্ডব নৃত্যে আপনার শয়ন মন্দির কম্পিত হচ্ছে, এ সকল চোখে দেখে আমি কতদিন নীরব থাকতে পারি, বলুন। আমি ভদ্র মহিলা, বালিকা বয়স হতে পবিত্র সংসর্গে পালিত, অকৃতজ্ঞতার বিষাক্ত বায়ু কখন এ দেহে স্পর্শ করেনি। অসহ্য হয়েছে, ধৈর্য্যের সীমার বহুদূর চলে গেছে, আসক্তির প্রবল তরঙ্গ উভয় কূল ছাপিয়ে উঠেছে, কাজেই নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও আপ-

নাকে নিদারুণ সংবাদ দিতে বাধ্য হয়েছি। অনেক পূর্ব্বে দিতেম, কিন্তু আপনি বোম্বাই পরিত্যাগ ক'রে অন্য দেশ জাননি, এইখানেই ছিলেন, তা আমি জানতেম না। যে মুহূর্ত্তে সংবাদ পেয়েছি সেই দণ্ডেই ছুটে এসেছি।

বিশ। সব শুনলেম, সব বুঝলেম। বিলাসবতি! তোমার এ কৃতজ্ঞতাপূর্ণ পত্র অপেক্ষা—বজ্র অধিকতর কোমল, সাগরব্যাপী অগ্নির শীতলতা আরও অধিক, কালসর্পের সদ্যোনিঃসৃত হলাহল—আরও মিষ্ট। তোমায় একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, তুমি কি করে জানলে, আমি বোম্বাই পরিত্যাগ করে কাশ্মীর যাইনি, এই স্থানেই লুক্কায়িত আছি?

বিলাস। সে কথা আপনাকে এখন বলব না। আমার কাতর অনুরোধ—সে কথা আপনি আমাকে জিজ্ঞাসা করবেন না। আমার বিনীত নিবেদন, সে তত্ত্ব অবগত হবার জন্য আপনি উৎসুক হবেন না। কেবলমাত্র এইটুকু জেনে রাখুন, আপনার কোন বিশ্বস্ত অনুচরের সহিত গত কল্য সন্ধ্যার প্রাক্কালে সমুদ্র-তীরে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল। অনেক কৌশলে, অনেক বাক্-বিতণ্ডায় বহুবিধ চাতুরী অভিনয়ের পর আপনি যে বোম্বাই পরিত্যাগ করেননি, এ প্রদেশেই প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান কচ্ছেন, তা আমি জানতে পেরেছিলেম।

বিশ। উত্তম! তুমি সুকৌশলী, সুচতুরা, বুদ্ধিমতী, তার আর সন্দেহ নাই। রমা অসতী, রমা কলঙ্কিনী, রমা ব্যাভিচারিণী, এর প্রত্যক্ষ প্রমাণ তুমি আমায় দিতে পার?

বিলাস। কেন পারবো না? আমার সঙ্গে আসুন, গোপনে আমার সহিত আপনার গৃহ প্রবেশ করুন, ধৈর্য্যের কঠোর

ধর্ম্মে হৃদয় আবরিত করুন, এক মুহূর্ত্তের জন্য আমার পরামর্শ গ্রহণ করুন, নীরব—নিথর—নিস্তব্ধ রজনীতে—সেই পিশাচ-পিশাচীর নৈশ অভিসার দর্শন ক'রে—নিজের বদ্ধমূল ভ্রম দূর করুন; তার পর আমার প্রতি যেরূপ কর্ত্তব্য বিবেচনা হয়, সেইরূপ করবেন। তীক্ষ্ণধার অস্ত্র সঙ্গে রাখুন, মিথ্যাবাদী হই, তদ্দণ্ডে আমায় বধ করবেন। আর যদি আমার কথা সত্য হয়, আপনার বিবেচনা অনুযায়ী কার্য্য করবেন।

বিশ্ব। এ উত্তম প্রস্তাব।

বিলাস। রাও সাহেব! আপনি বিদ্বান্, বুদ্ধিমান্, বিচক্ষণ, বহুদর্শী,—কিন্তু রমণীহৃদয় কি উপাদানে গঠিত, সে শাস্ত্র ত আপনি পাঠ করেন'নি। নারীহৃদয়ের দুর্ব্বলতা কত দূর অতল-স্পর্শী, তা দৃষ্টি করবার অবসর আজ পর্য্যন্ত আপনার হয়নি। স্ত্রীচরিত্র কিরূপ বিচিত্র, তা বোঝবার চেষ্টা আপনি কখন করেন নি। আমি রমণী হ'য়ে রমণীর প্রাণের নীচতা উচ্চকণ্ঠে প্রকাশ কচ্ছি। নিজের প্রণয়িনী যতই আদরিণী হ'ক, যতই সোহাগিনী হ'ক্, যতই বিশ্বাসী হ'ক্, অপরিচিত পুরুষের সহিত একত্র অবস্থান, উৎসবে উল্লাসে বিলাসে যোগদান—উভয়ের সাম্মিলনে হৃদয়ের আবরণ উন্মোচনে সুযোগ প্রদান, যেন কোন পুরুষ কোন দিন কোন মতে—না করে। রমণী যতই পবিত্রা হ'ক্—যতই সচ্চরিত্রা হ'ক্—যতই বিশ্বাসী হ'ক্, সময়-সুযোগ-স্থান এই তিনের অভাব না হলে, পৃথিবীতে এমন কোন পাপকার্য্য নাই, আত্ম-তৃপ্তির জন্য স্ত্রীলোকের দ্বারা অতি সহজে যা না সম্পন্ন হ'তে পারে।

বিশ্ব। রমণী-চরিত্র? তোমার অদ্ভুত বৈচিত্র্য। ছি ছি, কি

ভুলই বুঝেছিলেম! আত্মঘাতী হ'বার জন্য কি হীন কার্য্যেই হস্তক্ষেপ করেছিলেম? স্ত্রীস্বাধীনতার উচ্চ প্রলোভনে প্রমোদিত হ'য়ে কিরূপ নির্দ্দয় ভাবে নিজের অনিষ্ট সাধন করেছিলেম! বিলাসবতি! তোমায় আর কি বলব, তুমি আমার শুভানুধ্যায়ী বন্ধু বটে, কিন্তু তোমার ন্যায় ঘোরতর শত্রুর সংসর্গে বোধ হয় এ জীবনে আর কখন আসিনি। কেন তোমার পিতার সহিত আমার বন্ধুত্ব হয়েছিল, কেন আমি বঙ্গদেশে গিয়ে তাঁর গৃহে অতিথি হয়েছিলেম, কেন তোমার চিত্রবিদ্যার উৎকর্ষসাধনের নিমিত্ত বোম্বাইয়ে এনেছিলেম, রমার সহিত বন্ধুত্বস্থাপনে কেন তোমায় সাহায্য করেছিলেম, আমার সুখের সংসারে হাহাকার তোলবার জন্যে কেন এ বিষ-বৃক্ষের বীজ গৃহপ্রাঙ্গণে রোপণ করেছিলেম, আমার চিরজীবনের চিরজন্মার্জ্জিত পবিত্র বিশ্বাসের উচ্চ সৌধচূড় চূর্ণ-বিচূর্ণ করবার জন্য কেন তোমায় আমার গৃহে স্থান দিয়েছিলেম। মহারাষ্ট্র-জীবনের সর্ব্বোচ্চ সাধন—সর্ব্বোচ্চ সংস্কার, স্ত্রী স্বাধীনতার স্বর্গীয় সুখ-স্বপ্ন পদদলিত করবার জন্য কেন আমার নিভৃত কক্ষে তোমায় প্রবেশাধিকার দিয়েছিলাম? না না, বিলাসবতি! তুমি রাক্ষসী, সর্ব্বনাশী, পিশাচী! হয় আজ তোমার শেষ দিন,—নয়, বিশ্বনাথের চরণে মহা প্রণাম ক'রে বিরাট বিশ্ব হ'তে বিশ্বনাথের মহাপ্রস্থান। চল, চল, আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই, আর কালক্ষেপের অবসর নাই। সেই পিশাচ-পিশাচীর পৈশাচিক লীলা আমায় দেখাবে চল, সেই ব্যভিচার-ব্যভিচারিণীর গুপ্ত প্রেমাভিলাষ আমায় প্রত্যক্ষ করাবে চল। রঙ্গালয়ের রঙ্গপ্রিয় নট-নটীর আদর্শে পরিচালিত সেই নব নায়ক-নায়িকার নব প্রণয়ের কথোপ-

কথন আমায় শ্রবণ করাবে চল। স'রে যাচ্ছ কেন? স'রে যাচ্ছ কেন? আমার মুখ দেখে তোমার ভয় হচ্ছে? আমার বিকট মূর্ত্তি দেখে তোমার আশঙ্কার উদয় হচ্ছে? কিসের ভয়—কিসের আশঙ্কা। তুমি যত্ন করে বিষ এনেছ, আমি আদর করে গলায় ঢেলেছি, এখন পশ্চাৎপদ হ'লে চলবে কেন? আমি তোমায় ছাড়বো না, আমি তোমায় যেতে দেব না, এই বজ্রমুষ্টিতে তোমার হাত ধরলেম, এস বিলাস, আমার সেই বড় সাধের, বিলাসের অস্থিমজ্জায় গঠিত বিলাসপূর্ণ রঙ্গভূমিতে উপস্থিত হয়ে বিলাস-আবেশে বিভোরা বিলাসিনা রমার বিলাসপূর্ণ অভিনয় দর্শন করে নয়ন মন চরিতার্থ করি।

[উভয়ের প্রস্থান]

তৃতীয় দৃশ্য।

উদ্যান বাটী।

(মোহন, মোহিনী ও সহচরীগণের গীত করিতে করিতে প্রবেশ)

গীত

ঝিঁঝিঁ বেশ চলে চন্ চন্ চন্
পায়েলা বাজে ভালা ঠন্ ঠন্ ঠন্॥
গালি ঝাঁঝি বিলম্বে চমক ভারি।

আচোয়া সমারো হুসিয়ারি,
বাবহা মজা ঘুমে শির, ক্যায়সা তাজা, রন্ রন্ রন্॥
খুসিসে কোয়েলা মিঠি বোলে,
শুলকি খোসবু হাসকি চলে,
দমুদী হাওয়া আংমে ঢুলে হুয়া ঠাণ্ডা বদন্।

মোহন। এমন নইলে মনিব, এমন নইলে চাকরী। মাইজী যেন যথার্থ মাইজী। এমন আদর, এমন যত্ন কে কোথায় করে বল! তোফা ডবল গদীর উপর শোয়া, কালিয়া পোলাও মেওয়া দেদার খাওয়া, পালে পার্ব্বণে থোক্ থোক্ বকশিস পাওয়া, একি ছোট খাটো মনের কাজ নাকি। অনেক মিঁয়া টাকার পাহাড়ের উপর বসে আছেন, হীরে জহরতের ঠেলায় মেজাজ বেজায় গরম, চোপদার বরকন্দাজের গুতোয় বাড়ীতে ভিখিরীটী পর্য্যন্ত ঢুক্‌তে পায় না। কারু কন্যাদায় কি মাতৃশ্রাদ্ধে একটী পয়সা বার কত্তে হলে বুকে দমা ধরে যায়, কিন্তু মেয়ে মানুষের বেলায় মুক্তহস্ত।

মোহিনী। মোহন! আজ ভারি স্ফূর্ত্তি হয়েছে, ইচ্ছে হচ্ছে তোকে নিয়ে খুব খানিকটা উড়ি। মোহন! তোর পায়ে পড়ি তুই বেলুন হ', আমি তোর উপর চড়ে উড়ব।

মোহন। বেলুন তো আমি হয়েই আছি, মণি! তুই খানিকটা গ্যাস পুরে আমায় ফুলিয়ে নে, তারপর স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল ত্রিভুবন উড়ে আসি চল।

মোহিনী। মাইজীর গুণের কথা কি আর বল্‌বো। হাজার হ'ক্ আমরা চাকর দাসী বই আর ত কিছু নয়। আমরা স্ফূর্ত্তি করব বলে টাকা দেওয়া, বাগান বাড়ী ছেড়ে দেওয়া, নিজের

হাতে তোদের করে খাবার দাবার পাঠিয়ে দেওয়া, এ কোন্ মনিবে করে রে হতচ্ছাড়া!

মোহন। তা আমি কি অস্বীকার কচ্ছি রে হতচ্ছাড়ি!

মোহিনী। তুই আমাকে গালাগালি দিচ্ছিস্!

মোহন। আর তুই কি আমার মাতৃশ্রাদ্ধের মন্তর আওড়াচ্ছিস নাকি? যেমন দিবি তেমনি পাবি।

মোহিনী। বটে বটে, বল্‌ছিস্ বটে, একটা রসিকতা কর্‌ছিস্ বটে। থ্যাঙ্ক ইউ মাই ডিয়ার।

মোহন। ডাকাতের দল গ্রেপ্তার করা গেল, মনিবের হীরে জহর বাঁচিয়ে দেওয়া গেল, এত বড় বোম্বাই সহরে একটা হৈ চৈ পড়ে গেল? আমরা কি একটা কম লোক রে মোহিনি?

মোহিনী। মোহন! একটা কথা বলে ফেলি, আর চেপে রাখ্‌তে পাচ্ছিনে, আর তোর কাছে বল্‌ব না ত বল্‌ব কার কাছে। কথাটী বড় সঙ্গিন।

মোহন। এমন কি কথা রে মোহিনি?

মোহিনী। মাইজী মাথার দিব্বি দিয়ে বারণ করেছে। কারু কাছে প্রকাশ কল্লে আমার মুখ দেখবে না বলেছে। তা তুই ত আর আমার 'কারু' নয়, তুই আমার প্রাণের পেরু, তোকে আমি ভালবাসি। তোর জন্যে মাথাটী কেটে ফেলে দিতে পারি।

মোহন। সেটা যতক্ষণ সামনে আছ, চাঁদ! চোখের আড়াল হলেই আবার আর এক জনের জন্যে মাথা কাটাবে। এখন কথাটী কি বল্, ধোকায় রাখিস্‌নে।

মোহিনী। তা তুই যা বল্ আমি তোকে ভালবাসি। যে

যাকে ভালবাসে তার কাছে সে কোন কথা লুকোয়? কি বলিস্, অঁ্যা?

মোহন। তা বটে ত।

মোহিনী। ভালবাসার কাছে মন লুকিয়ে রাখলে তার দুর্দ্দশার একশেষ হয়—কি বলিস অঁ্যা?

মোহন। তা বটে ত।

মোহিনী। আর-জন্মে সে রাস্তার কুকুর হয়—নয়? কি বলিস অঁ্যা।

মোহন। তা বটে ত।

মোহিনী। এক মরণে যার সঙ্গে মরতে হবে, মনিব কি তার চেয়ে বড় হতে পারে? কি বলিস্ অঁ্যা?

মোহন। তা বটে ত।

মোহিনী। তবে বলে ফেলি, কি বলিস অঁ্যা?

মোহিনী। তা বটে ত।

মোহিনী। তোর মুখে নুড়ো জেলে দি, খালি তা বটে ত—তা বটে ত।

মোহন। কুচ পরোয়া নেই, পাল্টাপালটী করি আয়। তুই বল তা বটে ত, আমি আরম্ভ করি—কি বলিস্ অঁ্যা।

মোহিনী। চুপ কর, কেউ কোথায় নেই ত?

মোহন। এখানে কে আর তোমার অলম্বুষের মতন মুখ দেখবার জন্যে ওৎ পেতে বসে আছে বল। এ বাগানের মধ্যে এক সহচরীরা আছে, তারা এদিক্ ওদিক্ ঘুরচে, আম পাড়্ছে আমোদ করে বেড়াচ্ছে। তুই নির্ভয়ে বল্।

মোহিনী। তবে বলি শোন্, আমাদের মাইজীর গতিক বড়

ভাল বোধ হচ্ছে না। বোধ হয় কলকাতার বাবুটীর ওপর তাঁর মন মশগুল হয়েছে। যতই হক্, মেয়ে মানুষকে অতটা নোল্-কাচি দেওয়া রাও সাহেবের ভাল হয়নি। বেয়াড়া রকম বোকা-রাম না হলে কে আর পরপুরুষের সঙ্গে নিজের স্ত্রীকে হাসি-তামাসা কত্তে হুকুম দিয়ে যায়। আগুনের কাছে ঘি, ছি ছি ছি!

মোহন। কি বলিস, ভাব ত কিছু বুঝ্ছিনি।

মোহিনী। ভাবে অভাব, আর বুঝ্বে কি। আজ সকাল বেলা মাইজী চুপি চুপি আমায় ডেকে একখানি চিঠি আমার হাতে দিয়ে বোলে দিলে, —নরেন্দ্র বাবুর টেবিলের ওপর সেই খানা নিয়ে গিয়ে তার অজান্তে রেখে আসতে হবে। আর মাথার দিব্বি দিয়ে বলে দিলে যেন এ কথা কাক-পক্ষীতে না জানতে পারে। সে চিঠিখানার খামের বাহার কি! আগাগোড়া সোণার জলে ফুলকাটা, জুঁই ফুলের গন্ধ ভক্‌ভক্ করে বেরুচ্চে, খামের গন্ধ শুকলেই প্রাণ উথলে ওঠে, না জানি চিঠির ভেতর কি সামগ্রীই আছে।

মোহন। তার পর তুই কি কল্লি?

মোহিনী। আমি কি মায়িজীর হুকুম অমান্য কত্তে পারি। নরেন্দ্র বাবু যখন চান করবার ঘরে ছিলেন, আমি সেই ফুরসতে চুপি চুপি গিয়ে তাঁর টেবিলের ওপর চিঠি খানা রেখে এলুম। তবে চিঠির ভেতর সাপ আছে কি ব্যাঙ আছে আমি জানিনে। তোর কি বোধ হয়, পিরীতের চিঠি?

মোহন। তুই কি আঁচ্ছিস পিতার সপিণ্ডীকরণের নিমন্ত্রণ-পত্র। যাই হোক্ মোহিনি, এ যদি সত্য হয়, তা হলে আমি আলাদা মানুষ হয়ে যাব। কেবল তোকে নয়, সমস্ত মেয়ে মানুষ

জাতটাকে কালসাপের চেয়ে ভয়ানক মনে করে এ জন্মের মত ত্যাগ কর্ব্ব! যদি এক গণ্ডুষ জল দেবার লোকের অভাবে আমাকে মত্তে হয়, তবু তোমাদের জাতের আর ছাওয়া মাড়াবনা চাঁদ! মাগ্নিজীর মন যদি টলে থাকে, মাগ্নিজী যদি পরপুরুষে মজে থাকেন, তা হলে এত বড় পৃথিবীর এক ছটাক জমির ওপর একটাও সতীসাধ্বী রমণী নেই এ কথা গলাছেড়ে চীৎকার করে বলব। তুই বল্‌ছিস্ বটে, কিন্তু আমার মনে হচ্ছে এর ভেতর মাগ্নিজীর একটা চা'ল আছে। অবাক্ রইলুম বাবা, এ রহস্য আজ-কালের মধ্যে বার কর্‌ব।

(উদ্যানের রেলিং ডাঙ্গিয়া সোরাপজীর প্রবেশ।)

সোরাপ। এইবার ত চাঁদ ধরেছি আমার মুখের রক্ত-ওঠা টাকা তুমি হজম্ করবে। পাহারাওয়ালা, পাহারাওয়ালা! ব্যাটা পাকড় লিয়া—চোট্টা—পাকড় লিয়া, জল্‌দি আও, জল্‌দি আও।

মোহন। ত্রিভঙ্গ বদন, কে বাবা তুমি? এখানে চোট্টা পাকড়াতে এসেছ। তোমার মাথার টুপিটী থেকে পায়ের পাদুকা জোরাটী পর্য্যন্ত চৌর্য্যবৃত্তির বেমালুম ছাঁচে ঢালা। তোমার রক্ত-ওঠা টাকা চুরি কর্‌বে এমন সয়তান কে বাবা!

সোরাপ। ওসব রসিকতা আমরা ঢের বুঝি। রূপিয়া লে আও, রূপিয়া লে আও, আবি রূপিয়া লে আও

মোহিনী। সেদিন একটী চড়ে জুনিয়া অন্ধকার দেখেছিলে, আজ একটী লাথিতে দুপাটী দাঁত উপড়ে ফেলব। আমায় চেননা, আমি মোহিনী।

সোরাপ। তোমায় খুব জানি। তুমি গন্তানী, সন্তানী সয়তানী!

মোহিনী। তবে আমার দোষ নেই মিঞা সাহেব। এই টুঁটি টিপে ধল্লুম, সাধ্যি থাকে ছাড়িয়ে যাও। (টুঁটি টেপা)

সোরাপ। আরে জান গিয়া, জান গিয়া, খুন কিয়া, খুন কিয়া, পাহারাওয়ালা, পাহারাওয়ালা। মেরে ফেল্লে, মেরে ফেল্লে।

মোহন। ওরে ওরে, ছাড় ছাড়, পুলিশ হাঙ্গামায় পড়বি নাকি।

মোহিনী। আসুক না পাহারাওয়ালা, ঘুসির চোটে বদন বিগড়ে দোব না?

মোহন। কি ব্যাপারটা বল দেখি। এমন বেয়াড়াপানা কচ্ছিস্ কেন?

মোহিনী। তোর মনে নেই? তোর কাছে গল্প করিনি সে দিন? যে দিন দিদিমণির জন্যে কুইনাইন কিনতে যাই—ইনি রাস্তায় আমায় ধরেছিলেন। আমায় নাগর জুটিয়ে দেবেন বলে ১০৲ দশ টাকা বায়না দিয়েছিলেন (সোরাপজীর প্রতি) কেমন সাহেব! আর পাহারাওয়ালা ডাকবে।

সোরাপ। হামার নিশ্বেস বন্ধ হয়ে আসছে, বিবি সাহেব! টাকরার কাছে এসে মহাপ্রাণী ধুক্ ধুক্ কচ্ছে। দোহাই তোমার, ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও।

মোহন। হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে পড়েছে, মনে পড়েছে। যাক্ যাক্ ছেড়ে দে, ছেড়ে দে। সাহেব তুমি আমার কাছে এস। বড্ড চোট্‌টা খেয়েছ, একটু সরাব খাও, বেদনা মরে যাবে।

সোরাপ। দে ভাই দে, আমার বোম্বাইয়ের কাজ কর।

(মোহনের মদ্য প্রদান ও সোরাপজীর পান)

সোরাপ। বাহবা জী, বাহ বা, এত বড় বড়িয়া চীজ দেখ্‌ছি' যেমনি গলায় ঢালা—অমনি প্রাণের ভেতর তেরেনাং তোরেনাং কচ্ছে।

মোহন। সাহেব! কিছু মনে ক'র না। এ মাগীটা ভারি ছ্যাঁচড়া, কারুকে সহজে ধরা দেবে না, কিন্তু রাজ্যি শুদ্ধ মজিয়ে বেড়াবে। তোমার ১০৲ দশ টাকা মারা গেছে, আমি তা পুষিয়ে দিচ্ছি। আমি মনিবের কাছে থেকে কাল ৫০৲ পঞ্চাশ টাকা বক্‌শিস্ পেয়েছি, ২০৲ কুড়িটী টাকা খরচ হয়ে গেছে, ৩০৲ ত্রিশটী টাকা আছে, তা থেকে তোমায় ২০৲ কুড়িটী টাকা দিচ্ছি, এই নাও। কেমন সাহেব, খুসি ত?

সোরাপ। আহা, ভাই, তুই কেরে, সরাপ দিলি, টাকা দিলি, আদর কল্লি, আমায় কি খুন টুন কর্‌বি মতলব কচ্ছিস নাকি?

মোহন। কিছু মনে কর না সাহেব! মেয়ে মানুষ চির-দিনই ঠকিয়ে থাকে। ওর জন্যে আমার ওপর সন্দেহ কর না। নাও আর এক গ্লাস খাও।

সোরাপ। দে ভাই, দে। তোকে আমি বোনাই কর্‌বই কর্‌ব। চল্‌ ভাই, আমার ঘরে চল্‌।

মোহিনী। তা সাহেব আমি কি একলা পড়ে থাকব নাকি?

সোরাপ। তুমি আমার শাশুড়ী, তুমি আগে যাবে।

মোহিনী। কেমন করে যাব, সোয়ারি নিয়ে এস।

সোরাপ। সোয়ারির দরকার কি এস শাশুড়ি! আমার কাঁদে চড়্‌।

মোহিনী। কাঁদে চড়া আমার অভ্যাস নেই, সাহেব তুমি যদি ঘোড়া হও তা হলে আমি সোয়ার হতে পারি।

সোরাপ। তাই তাই, তাতে আর দুঃখ কি। তুমি ঘোড়া কি বল্‌ছ, আমি হাড়্‌গিলে পর্য্যন্ত হতে রাজী।

মোহন। আহা সাহেব! তুমি বড় মোলাম প্রকৃতির লোক দেখ্‌ছি। এমন দিল্‌ খোলসা লোক না হলে কি আমোদ হয়। আর একটু খাও, আর একটু খাও।

সোরাপ। দাও, বোনাই দাদা দাও। (মদ্য পান) এই বার আমি ঘোড়া হব আমার শাশুড়ীকে চড়াব, আর কারুর কথা শুন্‌ব না। এস শাশুড়ি! চড়বে এস। (ঘোড়া হওন ও মোহিনীর তদুপরি আরোহণ) শাশুড়ি শাশুড়ি! একটু আল্‌গোছে, একটু আল্‌গা ভাবে চাপ দাও। নইলে ওয়েলার ঘোড়া সোয়ার শুদ্ধ ভুঁয়েতে হুমড়ি খেয়ে পড়বে।

মোহিনী। হট্‌ হট্‌ চল্‌বে চল্‌। হট্‌ হট্‌ চল্‌বে চল।

মোহন। কেয়া তোফা, কেয়া তোফা। ঘোড়া দৌড়িচ্ছে যেন ইলেকট্রিক ট্রাম-কার দৌড়ুচ্ছে।

[সহচরীগণের প্রবেশ ও সকলের নৃত্য গীত
করিতে করিতে প্রস্থান।]

গীত

বাহবা জোড়া যেমন ঘোড়া তেমনি সোয়ার তার।
মন মজানো প্রাণ মাতানো বাহার চমৎকার॥
ডাকচে কেমন চিঁহি চিঁহি,
চাটের বহর বেওয়ায় ঝিহি,
খিঁচিয়ে দাঁত কাঁপিয়ে জাঁত, চলছে ঘোড়া চটকদার॥

(ঘোড়া) খায় না দানা সরাব চায়,
আয় রে যাদু খাবি আয়,
নাচবি যত, দেব তত কামড়োনাক প্রাণ আমার॥

চতুর্থ দৃশ্য।

কক্ষ।—নরেন্দ্র নাথ।

নরেন্দ্র। (পত্র পাঠ করিতে করিতে) রমার পত্র! রমার হস্তাক্ষর! রমার স্বাক্ষর! কি ভয়ানক পত্র। প্রত্যেক ছত্র পাঠে দেহের সমস্ত শোণিত উত্তপ্ত হয়ে নৃত্য কচ্ছে। আমি যার রূপে মুগ্ধ, আমি যার সৌন্দর্য্যের দাস, যার কমনীয় কান্তি আমার জীবনের একমাত্র সাধনা, সেই আমায় নির্লজ্জার ন্যায় রাত্রি দ্বি-প্রহরে গোপনে তার শয়নগৃহে দেখা কত্তে অনুরোধ কচ্ছে। হারে রমণীহৃদয়! কি জটিল—কি কুটিল—কি রহস্য ময় উপাদানে তুমি গঠিত! যে দ্রব্য তোমার করগত, যে সামগ্রী তোমার অনায়াস-লভ্য, তা অমূল্য হলেও তোমার তৃপ্তি সাধন হয় না। যা অতি ঘৃণিত, অতি দূষিত, অতি কলুষিত, অতি কুৎসিত, তা যদি তোমার করগত না থাকে, সহজসাধ্য না হয়, সেই দ্রব্য তোমার পক্ষে দুর্লভ, বহুমূল্য—অতুলনীয়। সুধার সাগর সামনে এনে দিলে বিষের সমুদ্রে তোমার আকিঞ্চন। স্ত্রীচরিত্রের বৈচিত্র নিত্য নূতনে আসক্ত!! বিশ্বনাথ! তোমার ন্যায় হতভাগ্য এ পৃথিবীতে আর নাই! তুমি অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি, অসংখ্য দাস দাসী

তোমার সেবায় নিযুক্ত, সহস্র স্তাবকের স্তুতি গীতে তোমার কর্ণ কুহর পরিতৃপ্ত, কিন্তু তবু তুমি কি! যার স্ত্রী অবিশ্বাসিনী, যার সহধর্ম্মিণী কুপথগামিনী, যার প্রণয়িনী অন্যের প্রণয়াকাঙ্ক্ষিণী, তার অপেক্ষা দুর্ভাগ্য এ সংসারে আর কে আছে?—পত্রের ভাষায় পত্রের প্রতি অক্ষরে—কামনার প্রজ্বলিত অগ্নি প্রত্যক্ষ দৃশ্যমান। আর একবার পাঠ করি। (পত্র পাঠ) প্রাণেশ্বর! আমার হৃদয়ের উচ্ছ্বাস আর চাপিয়া রাখিতে পারিলাম না! গুপ্ত প্রেমের রুদ্ধ উচ্ছ্বাস উন্মুক্ত হইয়া আজ সাগরোচ্ছ্বাসে পরিণত হইয়াছে। যে আগুন জ্বলিয়াছে, তাহার প্রতি স্ফুলিঙ্গে পৃথিবী ভস্মীভূত হয়, এ ক্ষুদ্র হৃদয়ের কথা ত কোন্ ছার। আপনার নিকট আমি বার বার কৃতজ্ঞ। সমুদ্র গর্ভ হইতে একবার আপনি আমার জীবন রক্ষা করেন, সম্প্রতি দস্যুহস্ত হইতে আপনার অনুগ্রহেই প্রাণ দান পাইয়াছি। এখন এ প্রাণ আপনারই—আপনার সামগ্রী আপনি আসিয়া গ্রহণ করুন। অদ্য রাত্রি দ্বিপ্রহরে আমার শয়নগৃহে গোপনে আসিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। যদি দাসীর এ অনুরোধ রক্ষা না করেন, তবে কাল—প্রাতেই আপনার পদদলিতা রমার মৃতদেহ-শয্যা-গৃহের শোভা বর্দ্ধন করিতেছে দেখিবেন। (পত্র পাঠ সমাপনান্তে) নিতান্ত লজ্জাহীনা রমা!!!। এখন আমি কি করি, কোন পথে যাই? এ অবস্থায় মানুষ কি করে? প্রজ্বলিত আগুন দেখে পতঙ্গের কি দশা হয়? একি প্রণয় না কৃতজ্ঞতা! কে আমায় বোলে দেবে এখন আমার কি কর্ত্তব্য! কে আমায় বোলে দেবে, আমি যার রূপে উন্মাদ সে উপযাচিকা হয়ে এই প্রেমলিপি পাঠিয়েছে; এখন আমি তাকে প্রত্যাখ্যান করব, না প্রবৃত্তির পাপপথ আসক্তির কণ্টকে

পরিপূর্ণ করে—নরকের সহচর হব। কে আমায় বোলে দিবে পাপিনার অনুসরণ কল্লে পাপের মাত্রা সম্পূর্ণ হয় না—অবশিষ্ট কিছু থেকে যায়; স্বর্গে তেত্রিশ কোটী দেবতা বিরাজিত, নরকে অসংখ্য পিশাচ পিশাচী অধিষ্ঠিত, কে বন্ধু আছে, কে পুণ্যময় আছে, কে উচ্চ হৃদয় আছ, আমায় বোলে দেও—এ উন্মাদ কামনার প্রবল স্রোত রুদ্ধ হয় কি করে। আমায় বলে দাও, এ প্রণয়, না কৃতজ্ঞতা। মন, সত্য বল—এ প্রণয়, না কৃতজ্ঞতা? হৃদয়! স্পষ্টউত্তর দাও—এ প্রণয় না কৃতজ্ঞতা? বিবেক! পক্ষপাতশূন্য হয়ে উপদেশ দাও,—এ প্রণয় না কৃতজ্ঞতা? প্রবৃত্তি! প্রাণ খুলে বল,—এ প্রণয়, না কৃতজ্ঞতা? কর্ত্তব্য! অবিচলিত চিত্তে শিক্ষা দাও,—এ প্রণয় না কৃতজ্ঞতা? বল, বল, কে কোথায় আছ,—এ প্রণয় না কৃতজ্ঞতা?

(পরিচারিকার প্রবেশ।)

পরি। আপনি আসুন, মায়িজী আপনার জন্যে অপেক্ষা কচ্ছেন। আপনার বিলম্ব দেখে তিনি বড় অধৈর্য্য হয়েছেন।

নরেন্দ্র। চল। এত তর্কেও বুঝলেম না,—এ প্রণয় না কৃতজ্ঞতা? প্রাণের এত দন্দ্বেও অনুভব হল না,—এ প্রণয় না কৃতজ্ঞতা? বিবেকের সহিত কঠোর সংগ্রামে ক্ষত বিক্ষত হয়েও স্থির মীমাংসা হল না—এ প্রণয় না কৃতজ্ঞতা?

[উভয়ের প্রস্থান]।

(ধীরে ধীরে বিশ্বনাথ ও বিলাসবতীর প্রবেশ।)

বিলাস। ওই চল, ওই চল, রমার শয়নগৃহে চল। রাত্রি দ্বিপ্রহরের পর স্ত্রীর ঘরে একজন যৌবনমদে মত্ত পুরুষের

গোপনে অভিসার কত দূর সঙ্গত, তা আপনাকে বুঝিয়ে বল্‌তে হবে কি?

বিশ্ব। চল, চল, অনুসরণ করি, অনুসরণ করি। হৃদয় স্থির হও। এ পাপ অভিনয়ের যবনিকা পতনের আর অল্প মাত্র বাকী; এ সময়ে বিচক্ষণ হয়ে অভিনয় ভঙ্গ কর না। ধন্য নারী, ধন্য তোমার প্রবৃত্তি! ধন্য তোমার আসক্তি!

বিলাস। আর বিলম্বে প্রয়োজন কি, অগ্রসর হন, মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় রমার শয়নগৃহে উপস্থিত হয়ে যুগল প্রণয়ীর সুখস্বপ্ন ভঙ্গ করুন।

বিশ্ব। না না শেষ দেখ্‌তে হবে, শেষ দেখ্‌তে হবে। শয়ন গৃহের অন্তরালে অপেক্ষা করে প্রণয়ের কথোপকথন শ্রবণ করে শ্রবণ মন চরিতার্থ কর্ত্তে হবে। এই সংসার! এই নারী জাতি ভবানীর অংশ! চল বিলাস, বিলাসের প্রবল উচ্ছ্বাসে ভাসমান হয়ে দেখি কোথায় গিয়ে পড়ি, কোথা কূল পাই।

[উভয়ের প্রস্থান]।

পঞ্চম দৃশ্য।

সুসজ্জিত গৃহ।

সুবেশে সজ্জিত রমা বাই।

গীত।

কিবা সুন্দর মনোহর মধু রাতি।
চমকি থমকি ওঠে, চাঁদিমা ভাতি॥

পরিয়ে তারার মালা,
উজলা প্রকৃতি বালা,
নির্লাজ কোকিলা বোলে, পরাণ উঠিছে মাতি।
নিশির শিশির মাখি,
ফুলকলি খোলে আঁখি,
হেসে চলে কুতূহলে ছড়ায়ে মুকুতা পাঁতি !!

(নরেন্দ্রনাথের প্রবেশ।)

রমা। আসুন নরেন্দ্র বাবু, আপনি যে আমাকে এত অনুগ্রহ করবেন তা আমি স্বপ্নেও ভাবিনি। দেখুন, মনের ওপর জোর চলে না, প্রাণ নিয়ে কেউ খেলা করতে পারে না; তাদের বশ হয়েই চলতে হয়; তাদের ইঙ্গিতেই পা ফেলতে হয়, তাদের কটাক্ষেই ভালমন্দ বিবেচনাশূন্য হতে হয়। আমার কিসের অভাব বলুন। অতুল ঐশ্বর্য্য, অসংখ্য দাস দাসী, দেবতা স্বামী, কিছুই অভাব নেই, কিন্তু কি বিড়ম্বনা দেখুন। আমার সব এক দিক্, আর আপনি এক দিক্। অমন হাসি হাসি মুখখানি নিয়ে রূপের সমুদ্র দেহের বাঁধ দিয়ে আটকে ফেলে, মিষ্ট কথার পশরা মাথায় ধরে—আমায় ভোলাতে—আমায় মজাতে—আমায় ডোবাতে সুদূর বাঙ্গালা দেশ থেকে কেন এখানে এসেছিলেন নরেন্দ্র বাবু?

নরেন্দ্র। আপনি আমায় ডেকেছেন কেন?

রমা। ও হরি—এই বুঝি কথার শ্রী। নরেন্দ্র বাবু! রূপের গর্ব্বে প্রাণ থেকে মায়া মমতা কি একেবারে বিসর্জ্জন দিয়েছেন? আপনার মুখের কথা শুনলে আমি স্বর্গ হাতে পাই, তাতেও আমায় বঞ্চিত কচ্ছেন। (বুক ভরা প্রেম নিয়ে, প্রাণ ভরা সোহাগ নিয়ে,

হৃদয় ভরা উল্লাস নিয়ে নিতান্ত লজ্জাহীনার ন্যায় উপযাচিকা হয়ে পত্র লিখে—আপনাকে আমার ঘরে ডেকে আনলুম, যদি অনুগ্রহ করে এলেনই,—এই বুঝি তার উত্তর! শুষ্ক নীরস কঠোর প্রাণহীন ভাষায় জিজ্ঞাসা কচ্চেন,—আমায় ডেকেছেন কেন? ডেকেছি কেন, কিছুই কি বোঝেন নি? আপনি কি বালকের চেয়েও বোধ হীন? হায়! হায়! উপযাচিকা নারীর চিরদিনই এই দুর্দ্দশা! সব জেনেও কেন আপনাতে মজলুম! সব বুঝেও কেন আপনার প্রণয়-আকাঙ্ক্ষিণী হলেম?—ভাল, শুনুন তবে কেন আপনাকে ডেকেছি। আগুণ জ্বলেছে,—প্রাণের ভেতর ধূ, ধূ করে আগুন জ্বলেছে। ক্ষুদ্র রমণী হৃদয় আর কত সহ্য কত্তে পারে। পুড়ে পুড়ে ছাই হবার আগে আমার শেষ দীর্ঘ নিশ্বাসটি আপনার পায়ে পৌঁছে দেবার জন্যে—আত্মজ্ঞানশূন্য হয়ে আপনাকে ডেকে এনেছি। রমার সুকুমার দেহের ব্যথিত-মর্ম্মাহত ভগ্ন-পঞ্জর ক খানি মাটীর সঙ্গে মিশিয়ে যাবার আগে তার শেষ স্মৃতিচিহ্নটুকু আপনাকে উপহার দেবার জন্যে ধর্ম্মাধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়ে বড় সাধ করে আপনাকে এখানে আনিয়েছি, এখন আমায় বলুন আমার কি উপায়? আমার সব যায়, সব গেছে, সব যেতে বসেছে, এখন আমি কি করি? বলুন, নরেন্দ্র বাবু এখন আমায় কোথায় স্থান? আপনি নীরব কেন? কথা কন। আমার প্রাণ রাখুন।

নরেন্দ্র। নীরব কেন? কি বলব রমা! এ নীরবতার কারন তোমায় কি করে বোঝাব। আমি হৃদয়ের দণ্ডে নীরব, প্রাণের সংগ্রামে নীরব, জীবনযুদ্ধে ক্ষত-বিক্ষত, তাই নীরব আজ আমার মনে হচ্ছে—কি ছার কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ, কি সামান্য লঙ্কার

সংগ্রাম, রাজপুত জাতির কি সামান্য মোগলের সহিত সংঘর্ষণ। যদি দেখাবার হত দেখাতেম,—আমার তুলনায় সে সকল কত তুচ্ছ—কত সামান্য—কত নগণ্য।

রমা। এখন আর এ সকল চিন্তা কেন? এখন আর বিবেকের তাড়নায় হৃদয়কে ব্যথিত কচ্ছেন কেন? এখন আর কর্ত্তব্যের সম্বন্ধে প্রাণকে ভারাক্রান্ত কচ্ছেন কেন? আমিও কি ভাবিনি? অনেক ভেবেছি, ভাবনার কূল-কিনারা পাইনি। আর আপনি যখন রাত্রি দ্বিপ্রহরে গোপনে একজন পরস্ত্রীর ঘরে এসেছেন, আমার পাপ ইচ্ছা সম্পূর্ণ অবগত হয়েও আমার কাতর অনুরোধ রক্ষা করেছেন,—তখন আর এ সকল কথা কেন? এখন আসুন নরেন্দ্র বাবু! কামনার তরঙ্গায়িত সাগরে পাপের বজরা ভাসিয়ে দিয়ে,—আকাশস্পর্শী বাসনার পাল তুলে ভাস্‌তে ভাস্‌তে হাসতে হাসতে অকূলে চলে যাই।

নরেন্দ্র। সত্য আমি অপরাধী; এরূপ গভীর রাত্রে আপনার শয়নকক্ষে আসা আমার নিতান্ত অনুচিত হয়েছে।

রমা। শুধু তাই নয়; যখন কথা তুল্লেন, তখন আর একটু ফুটিয়ে বলি, আমার স্বামী আপনার উপর সর্ব্বস্ব অর্পণ করে আমার রক্ষকস্বরূপ আমাকে আপনার হাতে হাতে সপিয়ে দিয়ে কতটা বিশ্বাস, কতটা আশ্বাসে—বোম্বাই পরিত্যাগ করে গেছেন, বলুন দেখি। আমরা কিন্তু সে বিশ্বাসের খুব প্রতিদান দিলুম। এতেই বলে নরেন্দ্র বাবু—পৃথিবীতে বন্ধু বড় বিরল। আর কালসাপকে বিশ্বাস ক'র, তবু মেয়ে মানুষকে বিশ্বাস ক'র না!

নরেন্দ্র। আমি স্বীকার কচ্ছি—আমি বিশ্বাস ঘাতক, অকৃতজ্ঞ, সয়তানপ্রকৃতি! যে সরল বিশ্বাসের উদার বক্ষ আমাকে পেতে

দিয়েছে, আমি সেই বুকে চোরের মতন ছুরি মারছি! তার সর্ব্বস্ব লুটে নিতে একটুও কুণ্ঠিত হচ্ছি নি। তার সুবর্ণমণ্ডিত সজ্জিত সংসারে ব্যভিচারের আগুন লাগিয়ে সব ভস্মাবশেষ করে দিচ্ছি! জগদীশ্বর, জগদীশ্বর, এ পাপের কি প্রায়শ্চিত্ত আছে!

রমা। এ পাপের আর কি প্রায়শ্চিত্ত থাকতে পারে নরেন্দ্র বাবু? অনেক দূর এগিয়ে পড়েছি, এক গলা জলে দুজনে ডুবেছি, আর একটুর জন্যে আবার কূলে ফিরে যাব? আমি সমুদ্রে পড়ে মরতেম সে যে ছিল ভাল! ডাকাতের হাতে আমার প্রাণ যেত, সে যে আমার সহস্র গুণে মঙ্গলপ্রদ ছিল। আপনিই ত এই সব গোলযোগ বাধালেন; আপনি ত এ জ্বালা জ্বালিয়ে তুললেন, আপনিই ত এ পাপ কামনায় সৃষ্টি কল্লেন। আমি না হয় মনের আবেগে প্রেম ভিক্ষা করে আপনাকে পত্র লিখেছিলেম; মেয়ে মানুষের চঞ্চল মন, কখন কি করে তার ঠিকানা নেই। আপনি কেন এই গভীর রাত্রে ব্যভিচারিণীর পাপকার্য্যে উৎসাহ দেবার নিমিত্ত অগ্রসর হয়ে এলেন! যখন এতদূর এগিয়ে পড়া গেছে, নরেন্দ্র বাবু! তখন ডুবে দেখা যাক—পাতাল কতদূর।

নরেন্দ্র। না না তা হবে না, তা হবে না। আমি যদি এ প্রাণের জোর না রাখি, এ মনের বল না দেখাতে পারি, পাপ চিত্তের দীপ্ত কামনা না দমন করতে পারি, কলুষিত আকাঙ্ক্ষা না বিসর্জ্জন দিতে পারি, কঠোর পশুপ্রবৃত্তির আলিঙ্গন ত্যাগ না করতে পারি,—তবে আমাতে আর পশুতে প্রভেদ কি? নরকের কীটে আর পৃথিবীর মানুষে তফাৎ কি? উচ্চ বংশে জন্ম গ্রহণে আর চণ্ডালের গৃহে লালন পালনে স্বাতন্ত্র্য কি?

উচ্চ সংসর্গ উচ্চ শিক্ষার ফল কি? ভদ্র সন্তান নামের সফলতা কি? পিতৃপিতামহ নামের পবিত্রতা কি? আমার মনুষ্যত্ব কি, আমার পুরুষত্ব কি? শোন রমা, মনে আমার যে পাপই থাকুক, যে চক্ষেই তোমায় দেখে থাকি, যে ভাবেই তোমার ঘরে এসে থাকি, সে সব ভুলে যাও, সে সকল প্রাণ হ'তে একেবারে মুছে ফেল; আজ নূতন জীবন—নূতন দৃশ্য-পটের পরিবর্ত্তন—সংসারসংগ্রামে নূতন আবর্ত্তন,—অপবিত্র স্বপ্নের পলায়ন, পবিত্র প্রতিভার জাগরণ,—শোন রমা, আজ হ'তে তুমি আমার মা জননী, গর্ভধারিণী স্নেহসুধাসিঞ্চনকারিণী মহিলাকুলশিরোমণি।

রমা। বা, বা! নরেন্দ্র বাবু, আপনার বাহাদুরি আছে, ফাঁকের ঘরে খুব এক চোট ক্লাপ আর বাহবা নিলেন। ওটায় ত আপনার একচেটে ইজারা কল্লে চলবে না, আমায় কিছু শেয়ার দিতে হবে। আমায় এই ডাইরি বইখানি নিন, আপনার সঙ্গে যে দিন যা হয়েছে, যে কথা কয়েছি, যেখানে গেছি, সব এই তে লেখা আছে, এমন কি আজ আপনাকে যে প্রেমপত্র খানি লিখেছিলেম—তারও অবিকল নকল আপনি এই ডাইরিতে পাবেন। আমার স্বামী এলে এই বইখানি তাঁর হাতে দেবেন, তিনি আগা গোড়া পড়ে দেখবেন।

নরেন্দ্র। (ডাইরি বয়ের পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে) তাই ত, এতে যে সবই লেখা রয়েছে দেখছি! এই যে আজকের চিঠি খানার পর্য্যন্ত নকল রয়েছে। এই ডাইরি বই আপনি আপনার স্বামীর হাতে দেবেন।

রমা। তাতে আর ক্ষতি কি। আমিও তাঁর কাছে অবিশ্বাসী নই, অবিশ্বাসী হইনি, অবিশ্বাসী হবার শক্তি নেই—

নরেন্দ্র। কি বলছেন?

রমা। আপনি আশ্চর্য্য হচ্ছেন, তবে শুনুন নরেন্দ্র বাবু, সব কথা আপনাকে খুলে বলি। আপনার মনে আছে কি, আপনি প্রথম যেদিন আমাদের বাড়ীতে এলেন, এদেশের স্ত্রী-স্বাধীনতার উপর কটাক্ষপাত করে আপনি আমার স্বামীর সঙ্গে কথাবার্ত্তা কন। আপনার সেই ভ্রম দূর করবার জন্য সেই মোহের আবরণ ঘুচিয়ে দেবার জন্যে,—স্ত্রী-স্বাধীনতার উচ্চ কর্ত্তব্য দেখাবার জন্যে আমার স্বামী—আপনাকে আমার রক্ষক নিযুক্ত করে—কাশ্মীর যাত্রার ভাণ করে এই বোম্বাই প্রদেশেই লুক্কায়িত আছেন। আমাদের দেশের স্ত্রীলোক—অপরিচিত পুরুষের সংসর্গে চরিত্রহীনা হয় না, নারীধর্ম্ম জলাঞ্জলি দেয় না, সতীত্ব রত্ন চোরের হাতে দিয়ে অনাথিনী হয় না। এই ধারণা আপনার হৃদয়ে বদ্ধমূল করবার জন্য আপনার সহিত আমার এই পরীক্ষার খেলা। এ খেলা আমার স্বেচ্ছাকৃত নয়, এতে আমার স্বামীর ইঙ্গিত ও উপদেশ আছে; এ টুকু জেনে রাখুন। আমাদের একটা ভ্রম সংস্কার ছিল যে, বঙ্গ দেশের প্রত্যেক বাঙ্গালী চরিত্রহীন, তাঁরা দেশ স্বাধীন করবার জন্য ব্যাকুল, স্বদেশী স্থাপনে সমুৎসুক, একতায় ভারত জয় ক'র্ত্তে সোৎসাহী, কিন্তু একটা সুন্দরী স্ত্রীলোক দেখলে তার পেছনে পেছনে দু-ক্রোশ তাড়া করে বেড়া'ন। আজ বুঝলেম, নরেন্দ্র বাবু বাঙ্গালা দেশেও পুরুষ আছে, বাঙ্গালা দেশেও মানুষ আছে, ব্যভিচারের স্রোতে বঙ্গদেশ এখনও ভেসে যায় নি। আমিও মুক্তকণ্ঠে আপনাকে সম্বোধন করে বলছি, আপনি আমার পিতা-ভ্রাতা-নিকটাত্মীয় অপেক্ষাও আত্মীয়!

(বেগে বিশ্বনাথের প্রবেশ।)

বিশ্ব। ধন্য নরেন্দ্র বাবু, ধন্য রমা! তোমরা উভয়ে আদর্শ পুরুষ-রমণী। বিলাসবতীর কূট মন্ত্রে আমি তোমাদের ওপর সন্দিহান হয়েছিলাম। আমায় ক্ষমা কর।

নরেন্দ্র। একি, আপনি কোথা থেকে এলেন?

বিশ্ব। আমি অনেকক্ষণ এসেছি, অন্তরালে দাঁড়িয়ে তোমাদের কথোপকথন শ্রবণ করছিলেম।

রমা। বিলাস কোথায়? সেত অনেকদিন আমাদের বাড়ী থেকে চলে গেছে। আহা, বেচারি নরেন্দ্র বাবুর জন্যে সারা হয়ে গেছে, উনি এমন নির্দ্দয়—ফিরেও চাইলেন না।

বিশ্ব। সে প্রথমে আমাকে এক পত্র লেখে, তোমার ও নরেন্দ্র বাবুর চরিত্রহীনতার কথায় সে পত্রের প্রত্যেক পৃষ্ঠা পূর্ণ। তার-পর হঠাৎ একদিন মেলেবার হিনের বাড়ীতে গিয়ে আমার সহিত সাক্ষাৎ করে—সেখানে যে সমস্ত কুৎসিত কাহিনী আমার কর্ণ-গোচর করে, তা আমার মুখে থেকে উচ্চারিত হওয়া অসম্ভব। আমার সঙ্গে অদ্য রাত্রে এ বাটীতেও প্রবেশ করে, তারপর হঠাৎ কোথা অদৃশ্য হয়ে গেল, আমি এদিক্ ওদিক্ খুঁজে আর দেখ্‌তে পেলুম না। মোহন-মোহিনীর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে, বাড়ীর চারিদিকে খুঁজে দেখ্‌বার জন্যে আমি তাদের বলে দিয়েছি।

নরেন্দ্র। উঃ, নারীর প্রতিহিংসা কি ভয়ঙ্কর!

রমা। তা যদি বুঝে থাকেন, নরেন্দ্র বাবু! এইবার থেকে সাবধান হন।

(মোহন-মোহিনীর প্রবেশ।)

মোহন। বাগান বাড়ীর আনাচে কানাচে খুঁজলুম, গাছ পালা

পর্য্যন্ত নাড়া দিয়ে দেখলুম, দিদিমণির চিহ্নও পেলুম না। তবে যদি লোক চক্ষুর অন্তরালে গিয়ে চুপি সাড়ে-পুকরিণীর আশ্রয় নিয়ে থাকেন, তা হলে ডুবুরি ডাকিয়ে খোঁজ করুন আমাদের দ্বারা হয় না।

মোহিনী। বাঙ্গালীর মেয়ে গুলো কি নচ্ছার গো! নিজেও মজবে—সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যে শুদ্ধ লোককে মজাতে চায়!

নরেন্দ্র। বিলাস কি আত্মহত্যা কল্লে নাকি?

(মারহাট্টা ফকির বালকবেশে বিলাসবতীর প্রবেশ।)

বিলাস। না, না, আমি আত্মহত্যা করিনি নরেন্দ্র বাবু! আত্মহত্যা কল্লে যদি আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হ'ত আমি এখনি কত্তেম্। কিন্তু এ যে বহুদিনের সঞ্চিত পাপ, বহুদিন ধরে প্রায়শ্চিত্ত আবশ্যক!

মোহন। (স্বগতঃ) যাচ্চলে! পিরীতের দায়ে ছুঁড়ি ছোঁড়া বনে গেল—বা বা!

মোহিনী। (স্বগতঃ) এ মাগী কি থিয়েটার করত নাকি?

বিশ্ব। বিলাস, বলতে পার, কেন তোমার এ পাপ মতি হল?

বিলাস। কেন হ'ল? আমি কেমন করে বলব. যে পাপ করে, সে কি জানে সে কেন করে? মন টেনে নিয়ে যায়, তাই করে; প্রাণকে বোধ মানাতে পারে না, তাই করে; বুকের তরঙ্গ বুক টেনে উথলে উঠে মুখ দিয়ে বেরুতে চায়, তাই করে। এ পাপের জন্যে আমি একা দায়ী নয়। পাপ-পুণ্যের যিনি প্রবর্ত্তক, তাঁকেও আমি ছেড়ে কথা কইব না। আমি ভাল বেসেছিলাম, এই আমার অপরাধ, ভাল বাসায় নিরাশ হলে নারীহৃদয়ের

কোমলতা পিশাচীর কপটতায় পরিণত হয়। বরাবর যা হয়ে আসছে, চিরদিন যে তরঙ্গ চলে আসছে, যুগযুগান্তর ধরে প্রেম কাব্যে কবির কলম যে ভাবে ফুটে এসেছে, আমার অদৃষ্টও তাই হয়েছে, নূতন কিছুই নয়, অপূর্ব্ব কিছুই নয়, অদৃষ্টপূর্ব্ব কিছু নয়, অভাবনীয় কিছুই নয়। প্রথমে প্রণয়ের সূচনা, পরে উৎকর্ষ, তারপর প্রেমভঙ্গ, তারপর প্রেম-পাগলিনী, তারপর প্রতিহিংসা লোলুপ পিশাচী রমণী। রাও সাহেব, আপনি বিদ্বান্ বুদ্ধিমান্ সহৃদয় মহাপুরুষ! বলুন দেখি ভাল বেসেছি বলেই কি আমি এত অপরাধিনী, উপযাচিকা হয়ে প্রাণ দিয়ে তার এত লাঞ্ছনা! স্বার্থশূন্য-কামনাহীন-বিনিময় বাসনাহীন, আত্মবিসর্জ্জনের এত অনাদর? বুঝলেম—এ পৃথিবীতে আমার স্থান নাই, এত বড় সংসারের বিরাট গণ্ডীর ভেতর আমার প্রবেশ অধিকার নাই। বিশ্বস্রষ্টার সৃষ্টিকৌশল আমার চক্ষে বড়ই জটিল। বলুন আমায় ক্ষমা করবেন, আমার অপরাধ ভুলে যাবেন, এ কলঙ্কিনীর কলঙ্ক গাথা রঙ্গমঞ্চের অভিনয় মনে করে গৃহে আসবার সময় ভুলে যাবেন॥

বিশ্ব। তুমি কোথায় যাবে?

বিলাস। যেথায় দুই চক্ষু যায়। সুরম্য অট্টালিকায় আমার স্থান হ'ল না। সজ্জিত সংসার আমার পক্ষে কণ্টকপূর্ণ হলো। দেবতাদুর্লভ খাদ্য সামগ্রী আমায় তিক্তপ্রদ। দেখি যদি পর্ব্বত-কন্দরে আমার স্থান হয়—নিবিড় শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্য আমায় আশ্রয় দেয়—নির্ঝরণীর জল গাছের ফল আমার তৃপ্তি সাধন করে—দেখি যদি বনের পশুর সঙ্গে বন্ধুতা স্থাপন করে মনের পশুত্ব নষ্ট করতে পারি, বলুন আমায় মার্জ্জনা করেন?

বিশ্ব। বিলাস, তুমি আমার আদরিণী দুহিতা স্বরূপিণী, তোমার সকল দোষ আমার মার্জ্জনীয়।

বিলাস। রমা! দিদি বোন্ কিছু মনে করো না ভাই। এই রকমই হয়, অবুঝ হয়ে মজবার এই ফল। যেমন কার্য্য, তার তেমন প্রতিফল।

রমা। বিলাস, আমি পাষাণী, দেখ আমার দুই চক্ষে জল, তুমি রমণী, রমণীহৃদয় তোমাকে বোঝাতে হবে কি?

বিলাস। নরেন্দ্র বাবু! সেই দিনের কথা, আপনার শয়ন-গৃহের কথা, সেই গভীর রাত্রের কথা মনে করে দেখুন। তখনও বলেছি, এখনও বলছি, আমি দলিতা-ফণিনী।

নরেন্দ্র। আশীর্ব্বাদ করি, তোমার ধর্ম্মে মতি হোক।

বিলাস। মোহন! মোহিনি! তোমাদের উপর অনেক উপদ্রব করেছি, তোমাদের অনেক কটু কথা বলেছি, সে সব ভুলতে পারবে কি?

মোহন। সব ভুলতে পারব দিদিমনি—তোমার দাঁড় সাঁতার কাটার কথা ভুলতে পারবো না।

মোহিনী। আমিও সব ভুলতে পারব দিদিমণি—তোমার জন্যে কুইনাইন কিনে আনার কথা ভুলতে পারবো না।

বিলাস। সকলের কাছে বিদায় নিয়েছি, সকলের কাছে মার্জ্জনা ভিক্ষা করেছি। এই বার তোমায় ডেকে একটী কথা বলব, ভগবন! ভাল সকলেই বাসে, প্রাণ সকলেই দেয়, পাপ সকলেই করে। তোমার স্বর্গও পাপশূন্য নয়, তোমার স্বর্গও ব্যাভিচারশূন্য নয়, তোমার স্বর্গও কলঙ্কশূন্য নয়; কিন্তু আমার প্রায়শ্চিত্ত বড় কঠোর, বড় নির্ম্মম, বড় নির্দ্দয়।

গীত।

চির অভাগিনী জনম-দুখিনী
দলিতা-ফণিনী চলিল রে।
পিয়াসী পরাণে, সকরুণ তানে,
মরম বাঁশরী বাজিল রে॥
ছলে বলে বাঁশী, কেন, হলি দাসী,
প্রেম ফাঁসী গলে পরিলি রে!
সাগরের বারি, নয়নে ধরি,
ছিছি লাজে মরি মরিলি রে!
আশা ফুরাইল, সাধনা মিটিল,
কি বেদনা বুকে লাগিল রে!
বিধির বিধানে, ব্যথিত জীবনে,
নব রবি ছবি ভাতিল রে॥

[বিলাসবতীর প্রস্থান।]

বেশ। বাস্তবিক, এ যেন আমার অভিনয় বলে মনে হচ্ছে, সত্য ঘটনা বলে বিশ্বাস কত্তে প্রবৃত্তি হয় না।

নরেন্দ্র। রাও সাহেব, এই বার আমি বিদায় হতে পারি কি?

রমা। বিদায় দিতে আমাদের আপত্তি নেই, তবে আর যেন কোথায় বেড়াতে গিয়ে কারু বাড়ীতে অতিথি হয়ে এমন বেয়াড়া রকম প্রেম-নাটকের নায়ক না হন, এই আমার অনুরোধ।

মোহিনী। মহিষী, বিধিবিধির শুভার চরিত্র যাই হোক,

লোকটী কিন্তু বেশ সাদা সিদে ছিল; আমার মন বড় খারাপ হয়ে গেল, বুকটা যেন খালি খালি বোধ হচ্ছে।

মোহন। অমন ঢের যায়, ঢের আসে। তার জন্যে মন খারাপ কত্তে যাব কেন? দুনিয়ায় থাকতে গেলে এমন ঢের দেখতে হয়, ঘটনার তোড়ে নিশ্বাস ফেল্‌তে দেবে না। সে যখন হবার হবে! এমন মনীব সাহেব এত দিনের পর বাড়ী এসেছেন, সকলে মিলে একটু আমোদ আহ্লাদ করা যাক আয়।

(সহচরীগণের প্রবেশ ও সকলের সমবেত সঙ্গীত)

খেলা দেখলেত' ভাই শিখলে বল কি?
বাহাবা হয় দিয়ে যাও নয়ত' বল ছি ঃ
শুধু কি ছাই রাত জাগা সার?
ছিটে ফোঁটার নাইকো বাহার?
সাচ্চা ছেলে, আচ্ছা বোলে' আমার দোষ ভেবল কি।
ঘর থেকে ভাই দিতে রাজী সবই যদি হয় মেকি॥
একটা যুগের বেশী হ'লো, এই কাজেতে কেটে গেলো,
যা হোক কিছু নাম নিয়েছি, আগা গোড়া নয় ফাঁকা।
প্রাণ দিয়েছি, মান দেখেছি, বলত, ভাই কি বাকী?॥

যবনিকা পতন।

বি, বসু এণ্ড কোম্পানীর

বিজয়া বটিকা।

বিজয়া বটিকার শক্তি।

সময়-বিশেষে বিজয়া বটিকা বজ্রাপেক্ষাও কঠোর,—আবার সময়বিশেষে বিজয়া বটিকা কুসুম অপেক্ষাও কোমল। সামান্য মাথাধরা হইতে আরম্ভ করিয়া, নাগাইদ অতিগুরুতর প্রাণসঙ্কট পীড়া পর্য্যন্ত বিজয়া বটিকা দ্বারা সহজে আরোগ্য হইতেছে। বিজয়া বটিকার এইখানেই মহত্ত্ব—এইখানেই গুণপণা,—এইখানেই অলৌকিকত্ব।

বিজয়া বটিকার অলৌকিকত্ব।

রোগীর নাড়ীতে ২৪ ঘণ্টাই জ্বর আছে, প্লীহার কামড়ানি এবং যকৃতের টাটানিতে রোগী অস্থির হইয়াছে, রোগীর হাত-মুখ-পা পর্য্যন্ত ফুলিয়াছে, চক্ষু হরিদ্রাবর্ণ হইয়াছে;— এমন বিবিধব্যাধিগ্রস্ত রোগীও বিজয়া বটিকা সেবনে আরোগ্য হইতেছেন, —অথচ এদিকে আপনার জ্বরজ্বালা কিছুই নাই,—

প্লীহা-যকৃৎ নাই,—সহজ শরীরে আপনি বিজয়া বটিকা সেবন করুন, আপনার ক্ষুধাবৃদ্ধি হইবে পুরুষত্ববৃদ্ধি হইবে এবং লাবণ্যবৃদ্ধি হইবে! সুতরাং বিজয়া বটিকাকে অভূতপূর্ব্ব অলৌকিক-শক্তিধর ঔষধ কে না বলিবে?

মূল্যাদি।

বটিকার সংখ্যা	মূল্য	ডাঃমাঃ	প্যাকিং
১নং কৌটা ১৮	৷৶০	।০	৶০
২ নং কৌটা ৩৬	১৶০	।০	৶০
৩নং কৌটা ৫৪	১৷৶০	।০	৶০
বিশেষ বৃহৎ—গার্হস্থ্য কৌটা অর্থাৎ			
৪নং কৌটা ১৪৪	৪.০	।০	৶০

বিজয়া বটিকা কোথায় প্রাপ্তব্য?

কলিকাতা ৭৯ নং হারিসন রোড পটলডাঙ্গা, বিজয়া বটিকা কার্য্যালয়ে, বি, বসু এণ্ড কোং র নিকট প্রাপ্তব্য।